পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1699, Saturday, September 26, 2026 FREE www.parichoy.com

সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও কল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় বাংলাদেশ: জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিস্তারিত ১২ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের কড়া জবাব দিলেন মামদানি - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে ঝড়বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু, হাজারো মানুষ বিদ্যুৎহীন, ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন - ৫ম পাতায়
- সিনেটের নতুন বিলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব - ৯ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিমানবন্দরে টিকিট ছাড়াই টার্মিনালে প্রবেশের সুযোগ -১২তম পাতায়
- সংকট ও দুঃসময়ে বিএনপি সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে: নজরুল ইসলাম-১৪ পাতায়
- ডায়ানার মৃত্যুর কদিন পর চার্লস বলেছিলেন, মানুষ ‘খুব শিগগির’ তাঁকে ভুলে যাবে-১৮তম পাতায়
- বিকল্প খুঁজছে বিশ্ব, শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি -১৯ পাতায়
- চীনে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য স্থায়ী জায়গা পাচ্ছে বাংলাদেশ -১৯ পাতায়
- সৌদি আরবের সুরক্ষায় চূড়ান্ত সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তার আশ্বাস দিল পাকিস্তান -১৮ পাতায়

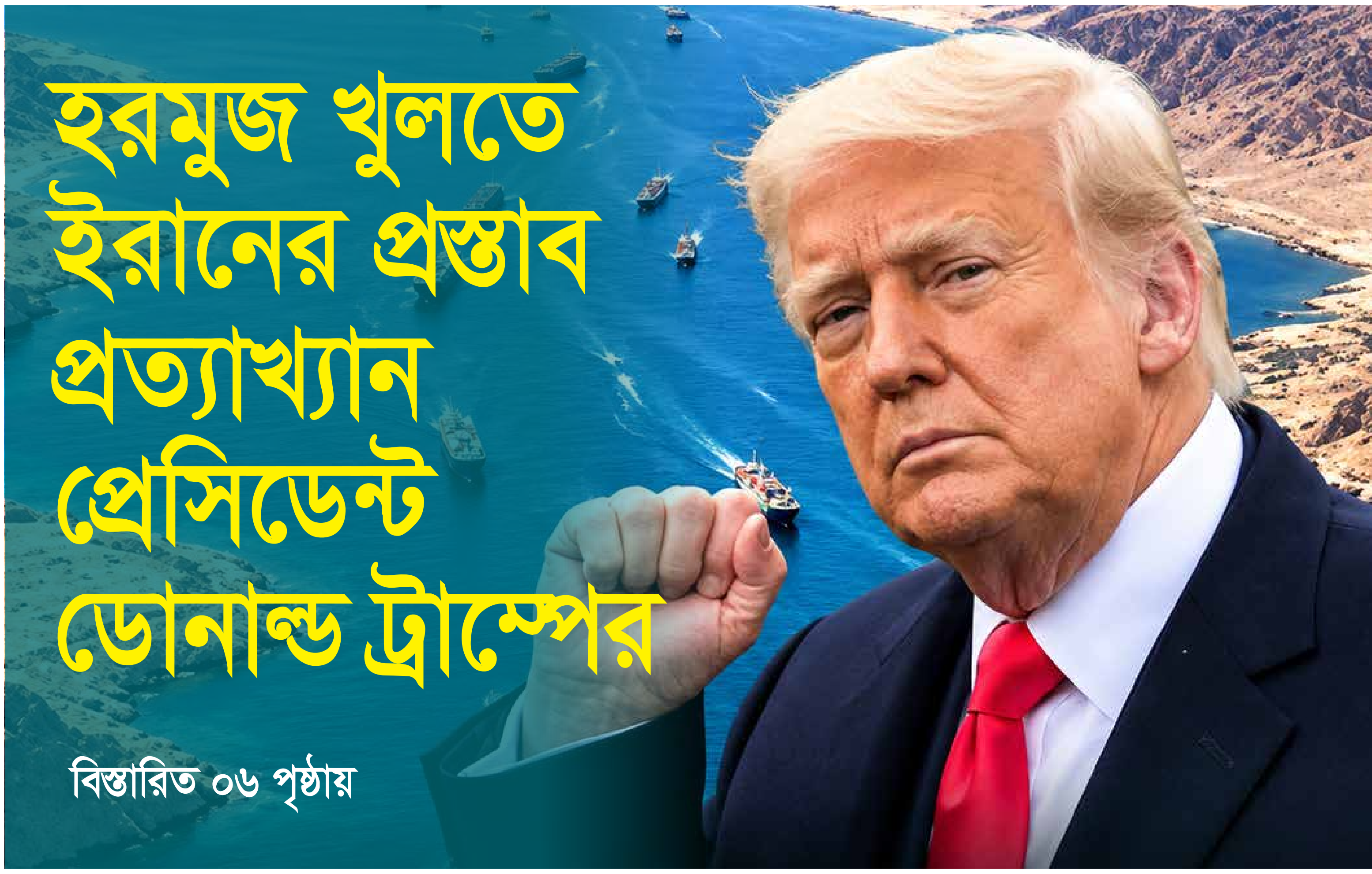

হরমুজ খুলতে ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আগেভাগেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ঝাঁপ শুরু, ট্রাম্পের পর কে?

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

GOLDEN AGE
HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন

● ইরান দ্রুত প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য চুক্তি করতে চাইছে, কারণ তারা 'খুব খারাপভাবে হারছে' ।তারা চুক্তি করতে চায় এবং আমার মনে হয় সেটা ভালো। আমিও চুক্তি করতে পছন্দ করি।'- **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

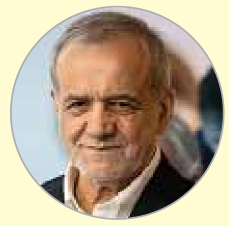

● ইরান আলোচনার টেবিল থেকে সরে যায়নি। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তাদের আর আস্থা নেই - ইরানের প্রেসিডেন্ট **মাসুদ পেজেশকিয়ান**

● তাইওয়ানের কাছে আমেরিকান অস্ত্র বিক্রি নিয়ে বেইজিংয়ের উদ্বেগের জবাবে চীনের কাছেই অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প - চীনে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত **ডেভিড পারডিউ**

● প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ হয়তো জীবনে একবারই আসে। আমি নারী ও লাতিনা। নির্বাচনে জেতার সক্ষমতা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে।' - নিউ ইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য **আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ**

● মামদানি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ইসরায়েলের সমালোচনা করে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে নিউইয়র্কে অনেক ইহুদি নিজেদের নিরাপদ মনে করেন না -জাতিসংঘে ইসরাইলের **প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু**

● ফিলিস্তিনিদের ওপর নিজের চালানো গণহত্যাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের ভাষণকে ব্যবহার করে আবার ভিত্তিহীন মিথ্যা ছড়িয়েছেন নেতানিয়াহু - নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র **জোহরান মামদানি**

● শেখ হাসিনার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক অবস্থান নেয়নি। আমরা বুঝতে পারছি যে বিষয়টি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বৈরিতার একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া সম্পর্কিত উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী **বিথানি মরিসন**

● আওয়ামী লীগকে আর বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেওয়া হবেনা - বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাহউদ্দিন আহমেদ**

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণেও মাইক্রোসফটের এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিযোগ

নিয়ন্ত্রণহীন এআই ১০০ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে সতর্ক বার্তা দিলেন বিল গেটস

পরিচয় ডেস্ক: মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সমাজসেবী বিল গেটস বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির বিকাশে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তা বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এমনকি অসৎ উদ্দেশ্যে এআই ব্যবহার করা হলে তা '১০০ কোটি মানুষের মৃত্যুর' কারণ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এআই নিয়ন্ত্রণে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিল গেটস। এনবিসির 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ক্রিস্টেন ওয়েলকারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিল গেটস এসব কথা বলেন।

বিল গেটস বলেন, এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও নজরদারি থাকবে, সে বিষয়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনীতিকদের আলোচনায় যুক্ত হতে হবে। তার ভাষ্য, 'এটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

এআই খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে শিল্পের ওপর কিছুটা অতিরিক্ত ব্যয় বা প্রশাসনিক চাপ তৈরি হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে এতে এআই উন্নয়নের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে না বলে মনে করেন গেটস।

সাক্ষাৎকারে এআইয়ের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে আরও কঠোর সতর্কবার্তা দেন বিল গেটস। তিনি বলেন, ভুল ব্যক্তির হাতে এআই পড়লে তা এমন ঘটনা ঘটানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে, যার ফলে '১০০ কোটি মানুষের মৃত্যু' ঘটতে পারে।

গেটস বলেন, 'অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা মানুষের সঙ্গে সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তির সমন্বয়ের মতো শক্তিশালী কোনো অস্ত্র আগে কখনো ছিল না।' এআইয়ের উন্নয়নের গতি কমানোর পক্ষে কথা বলেছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা স্যাম অল্টম্যান ও ইলন মাস্কও। কিছু বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা, এআইয়ের অপব্যবহারের মাধ্যমে জৈবিক অস্ত্র ও পারমাণবিক যুদ্ধসহ বিভিন্ন উপায়ে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

তবে এআই নিয়ে সতর্কবার্তা দেওয়ার পাশাপাশি মাইক্রোসফটের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির কিছু কর্মী ও অধিকারকর্মী মাইক্রোসফটকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, গাজা ও ইরানে সামরিক অভিযানে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে মাইক্রোসফটের প্রযুক্তিরও সম্পর্ক রয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণেও মাইক্রোসফটের এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

> বিল গেটস বলেন, এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও নজরদারি থাকবে, সে বিষয়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও রাজনীতিকদের আলোচনায় যুক্ত হতে হবে। তার ভাষ্য, 'এটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের কড়া জবাব দিলেন মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাষণের কড়া সমালোচনা করেছেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, ভাষণে 'ভিত্তিহীন মিথ্যা' ছড়িয়েছেন নেতানিয়াহু। গত বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পরপরই এ কথা বলেন মামদানি। নেতানিয়াহুকে নিয়ে মামদানি আগে থেকেই সমালোচনা করে আসছেন। ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। এর জেরে নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে গেলে গ্রেপ্তার করা হবে বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মামদানি। যদিও নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের এখতিয়ার নিউইয়র্ক *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ঝড়বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু, হাজারো মানুষ বিদ্যুৎহীন, ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এতে গতকাল শনিবার হাজারো মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো একজনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। নিউইয়র্ক, বোস্টন ও ফিলাডেলফিয়া-তিনটি শহরই 'নরইস্টার'-এর (উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের কারণে দেওয়া নাম) প্রভাবে পড়েছিল। এদিকে কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বড় ধরনের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কোন পাখির গান সবচেয়ে মধুর, জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দূর থেকে ভেসে আসে পাখির ডাক। কোনো কোনো পাখির ডাক শুনলে মনটা শান্ত হয়ে আসে। আবার কোনো পাখির ডাক কর্কশ লাগে। এমন ভালো লাগা-কর্কশ লাগার কি কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পাখির গান গাওয়া নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন জার্মানির টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। গবেষণার আওতায় ৮৪ জনকে শোনানো হয়েছে ১২৩ প্রজাতির বুনো পাখির গান। জানতে চাওয়া হয়, কোন গান কতটা আনন্দদায়ক বা মধুর। এরপর ৫-এর মধ্যে প্রতিটি গানকে নম্বর দিতে বলা হয়।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে ইউরেশীয় ব্ল্যাকবার্ড, গড়ে ৪ দশমিক ৫২। আর সবচেয়ে কম, মাত্র ১ দশমিক ৩২ নম্বর পেয়েছে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসনের ২৬টি অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতার অপব্যবহার, শপথ লঙ্ঘন এবং আরও নানাবিধ অসদাচরণের অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভেস এর একজন ডেমোক্র্যাট সদস্য অভিশংসনের ২৬টি নতুন অভিযোগ (আর্টিকেল) উত্থাপন করেছেন।

টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট এবং 'হাউস জুডিশিয়ারি কমিটি'র জ্যেষ্ঠ সদস্য প্রতিনিধি স্টিভ কোহেন গত ২৪ সেপ্টেম্বর অভিশংসনের প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করেন; টেক্সাসের ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য আল গ্রিনের আনা অভিশংসনের একটি পৃথক উদ্যোগ কংগ্রেসে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাত্র নয় দিন পরই তিনি এই পদক্ষেপ নিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া নিয়ে *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানিকে ঘিরে ইসরায়েল, ইহুদি নিরাপত্তা এবং ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে নতুন করে তীব্র

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানিকে ঘিরে ইসরায়েল, ইহুদি নিরাপত্তা এবং ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে নতুন করে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সম্পর্কে মামদানির কঠোর বক্তব্য, গাজা যুদ্ধ নিয়ে তার অবস্থান এবং নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিউইয়র্কের ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি অংশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে এসব বক্তব্য সরাসরি ইহুদিবিদ্বেষমূলক অপরাধ বাড়িয়েছে-এমন প্রত্যক্ষ কারণ-ফল সম্পর্ক এখন পর্যন্ত সরকারি পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয়নি। সাম্প্রতিক বিতর্কের সূত্রপাত মূলত মামদানির ইসরায়েলবিষয়ক অবস্থান নিয়ে। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

হরমুজ খুলতে ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ইরানের দেওয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তেহরান জানিয়েছিল, প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে জাহাজ চলাচলের জন্য কৌশলগত হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

হোয়াইট হাউসের বাইরের লনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ইরান দ্রুত প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য চুক্তি করতে চাইছে, কারণ তারা 'খুব খারাপভাবে হারছে'।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, 'তারা চুক্তি করতে চায় এবং আমার মনে হয় সেটা ভালো। আমিও চুক্তি করতে পছন্দ করি।'

এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে তেহরানে ফেরার পথে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসূদ পেজেশকিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে বলেন, প্রস্তাবটি সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির সঙ্গে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়েছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানান, পরিকল্পনাটিতে লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যে সব ধরনের শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধের প্রস্তাব রয়েছে। তিনি চলতি সপ্তাহে ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফের

সঙ্গে বৈঠকও করেছেন।

আরাঘচির ভাষ্য, চলতি বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই করা সমঝোতা স্মারকে যে শর্তগুলো ছিল, নতুন পরিকল্পনাতেও সেগুলোই রাখা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ইরানের জব্দ করা সম্পদ ছাড় করা, ইরানের তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ অবরোধ বন্ধ করা।

যুদ্ধবিরতির সপ্তম দিনে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার কথা রয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান সিবিএসকে আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব গ্রহণ করার দিন থেকেই প্রক্রিয়া শুরু হবে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠকের পর পেজেশকিয়ান বলেন, ইরান আলোচনার টেবিল থেকে সরে যায়নি। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তাদের আর আস্থা নেই।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাঘচি জাতিসংঘে বলেন, কাতারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইরান একটি সুনির্দিষ্ট সাত দিনের পরিকল্পনা পাঠিয়েছে। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হলে সাত দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালি খুলে স্বাভাবিক নৌ চলাচল পুনরায় চালু করা সম্ভব।

গ্রিনল্যান্ডে দুটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: গ্রিনল্যান্ডে দুটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে একটি হবে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে এবং অন্যটি পূর্ব উপকূলে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলে যে এলাকায় নতুন ঘাঁটিটি করা হবে, সেখানে ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ব্লু ওয়েস্ট ওয়ান নামের একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। এ ছাড়া, পূর্ব উপকূলে যে ঘাঁটিটি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখানে বর্তমানে ডেনমার্কের ডগ স্লেজ টহল বাহিনীর একটি সামরিক ফাঁড়ি রয়েছে।

এই দুই ঘাঁটি স্থাপনের লক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করতে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিন ব্যক্তি রয়টার্সকে এই তথ্য জানিয়েছে। তিনজনের মধ্যে দুজন জানিয়েছেন, ঘাঁটি দুটির একটি নারসারসুয়াকে। সেখানে ১৯৫০-এর দশকে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে ইতিবাচক ট্রাম্প, কমলো তেলের দাম

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন চলছে নিউইয়র্কে। এই সম্মেলন চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিদের মধ্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

এমন বার্তাই দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তেহরান-ওয়াশিংটন বৈঠক নিয়ে ট্রাম্পের ইতিবাচক মন্তব্যের পর বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমেছে।

এশিয়ার বাজারে দিনের শুরুতে অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৯৮ দশমিক ৯১ ডলারে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দাম ৮৯ দশমিক ৯৩ ডলারে নেমে আসে। ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ওই দুই ধরনের তেলের দাম একাধিকবার ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের আগে গণমাধ্যমকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, তেহরান ও ওয়াশিংটনের প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন ঘণ্টার বৈঠকটি 'খুবই ভালো' ও 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ'হয়েছে। 'খুব শিগগির' দুই পক্ষ আবারও বৈঠকে বসবে বলেও তিনি জানান।

এই বার্তা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কড়া বক্তব্য দেন ট্রাম্প।

ওই বক্তব্যে তিনি বলেন, ইরান প্রসঙ্গে তিনি একটি 'বড় সিদ্ধান্তের' মুখোমুখি হয়েছেন। তার সামনে এখন দুটি বিকল্প। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউস 'ট্রাম্প টিভি' নামে একটি স্ট্রিমিং চ্যানেল চালু করেছে

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউস 'ট্রাম্প টিভি' নামে একটি স্ট্রিমিং চ্যানেল চালু করেছে। ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় এর সম্প্রচার শুরু হয়। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ট্রাম্প টিভিতে 'সেরা ভিডিও, গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং অবশ্যই দেখার মতো বিভিন্ন মুহূর্ত' ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাত দিন সরাসরি সম্প্রচার করা হবে এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা হবে।

চ্যানেলটি চালুর পর এতে গত ৩ জুলাই মাউন্ট রাশমোরে ট্রাম্পের দেওয়া একটি বক্তব্যের আরকাইভ ভিডিও দেখানো হচ্ছিল। এই ঘটনার নেপথ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলোর এক নজিরবিহীন ও সমন্বিত উদ্যোগ। হোয়াইট হাউস থেকে তিনটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যক্রমের সম্প্রচার কার্যত বর্জন করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ ধরনের উদ্যোগের নজির নেই।

বেশ কয়েক বছর ধরে ৮০ বছর বয়সী রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তার দাবি, 'প্রথ াগত গণমাধ্যম' সত্য প্রকাশ করে না।

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তার এসব উদ্যোগ নতুন মাত্রা পায়। এর অংশ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

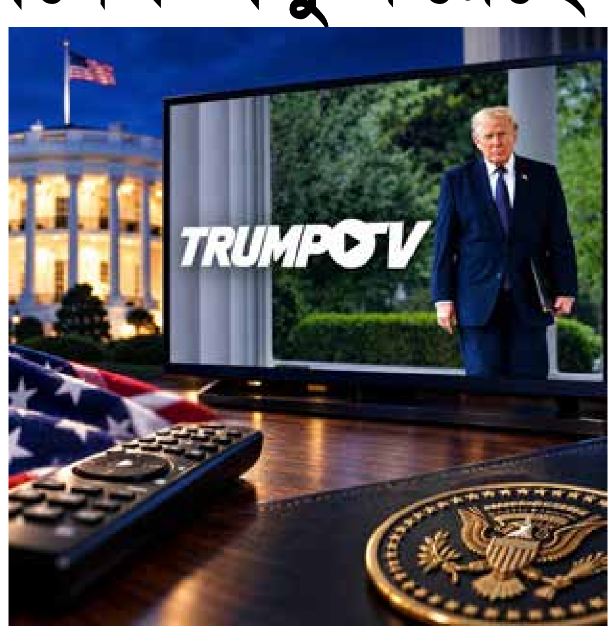

ইরানকে সহায়তা দিতে চীনকে নিষেধ করলেন ট্রাম্প
প্রতিশ্রুতি পাওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের

পরিচয় ডেস্ক: চলতি সপ্তাহে ওয়াশিংটনে বৈঠক চলাকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ইরানকে সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং চীন এমনটি করবে না বলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছেন। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) চীনে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এমন তথ্য জানিয়েছেন।

চীন ইরানকে কাঁধে বহনযোগ্য বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র লাঞ্চার সরবরাহ করেছে এবং তেহরান চীনা সহায়তায় তাদের তেল বিক্রির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর পথ খুঁজে পেয়েছে-এমন খবর প্রকাশের মধ্যে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হলো।

বেইজিংয়ে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড পারডিউ সিএনবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছে পুনরায় বলেছেন ইরানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করা "সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।"

ফক্স নিউজকে দেওয়া পৃথক এক সাক্ষাৎকারে চীনের ইরানকে সহায়তা বন্ধ করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পারডিউ জানান, বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেইজিংয়ের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়েছে ওয়াশিংটন।

ফক্স নিউজের "আমেরিকাজ নিউজ রুম" অনুষ্ঠানে পারডিউ বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যেই এতে অগ্রগতি দেখতে পেয়েছি... এটিই তাদের প্রতিশ্রুতি। তারা আমাদের নিশ্চিত করেছে, তারা এমন কিছু করছে

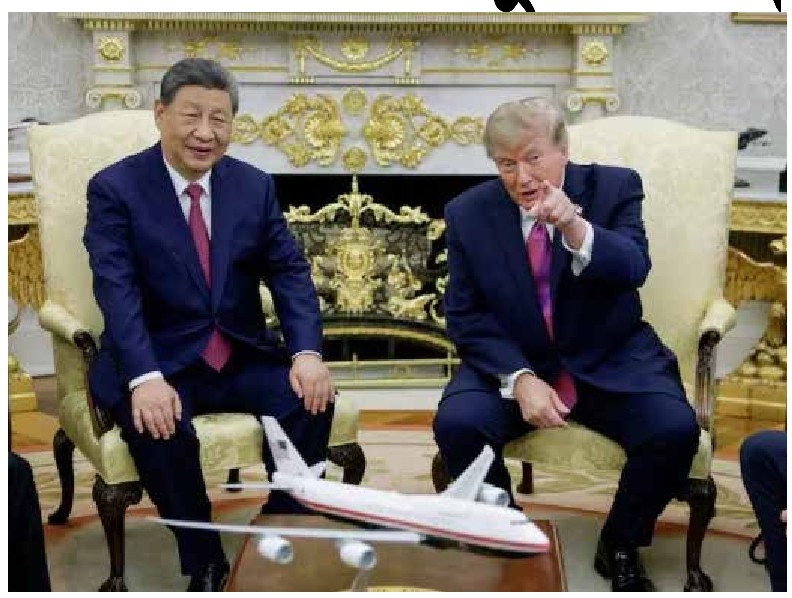

না।' পরবর্তীতে শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ট্রাম্প জানান, দুই নেতা ফেব্রুয়ারির শেষদিকে ইরান ইস্যুতে আমেরিকা ও ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে বিস্তারিত কোনো তথ্য তিনি প্রকাশ করেননি।

ইরানকে চীনের সহায়তা দেওয়া বিষয়ক খবরের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা ট্রাম্পকে শি জিনপিংয়ের মুখোমুখি হওয়ার তাগিদ দেন। চীনা বিভিন্ন সংস্থা ইরানকে এমন লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা দিয়ে থাকতে পারে-যা এই সংঘাত চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা হতাহতের কারণ বলে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রয়টার্সকে এক জ্যেষ্ঠ ইরানি কর্মকর্তা জানান, ট্রাম্প-শি বৈঠকের পরও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চাপে তেহরানের সঙ্গে চীন তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিক সম্পর্ক সীমিত করবে না বলে ইরানি কর্মকর্তাদের আশ্বাস দিয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ।

গত জুলাই মাসে রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে জানায়, চীন নির্মিত কাঁধে বহনযোগ্য বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চারের ৪০০টির প্রথম চালান কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইরান হাতে পেতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে দুই জ্যেষ্ঠ ইরানি সূত্র এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আরও তিন ব্যক্তি রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন, ইরানের তেল বিক্রির ওপর *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ, হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার ফিরে পেলো ৩ সংবাদমাধ্যম

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস থেকে মিডিয়া নিষেধাজ্ঞার আদেশটি স্থগিত করে দিয়েছে একজন ফেডারেল বিচারক। একইসঙ্গে সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অনুমতি পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রয়টার্স জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জজ টিম কেলি এ আদেশ দেন। তিনি বলেন, ওই তিনটি সংবাদমাধ্যমের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা ছিল অসাংবিধানিক।

এই আদেশকে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ওই তিন সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার বাতিল করে দিয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমগুলো যে মামলা করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক এই আদেশ দেন। বিচারক কেলি ট্রাম্প প্রশাসনকে অবিলম্বে ওই সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রেস পাস ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী ১৪ দিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞার পেছনে জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখানো হলেও বিচারক তা গ্রহণ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

আগেভাগেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ঝাঁপ শুরু, ট্রাম্পের পর কে?

পরিচয় ডেস্ক: গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে গ্রীষ্মের ভ্যাপসা গরম যেন আচমকাই কমে গেল। শরৎ আসার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতেও যেন নতুন একটি মৌসুম শুরু হয়েছে, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে তৎপরতা।

অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শুরু হয়েছে 'অকাল বোধন'। তোড়জোড় চলছে-বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর হোয়াইট হাউসে কে ঢুকবেন-তা নিয়ে।

সিএনএন বলছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুর দিকের নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এতদিন অনেক দূরের বিষয় মনে হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-দুই প্রধান দলেরই সম্ভাব্য প্রার্থীরা এমন সব স্টেটে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারে নামছেন, যেগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ। তারা রাষ্ট্রীয় নীতি ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে কথা বলছেন।

কেউ সরাসরি হোয়াইট হাউসে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করছেন, কেউ আবার এমন মন্তব্য করছেন, যাতে ভবিষ্যতে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ খোলা থাকে। আবার কেউ ভাবছেন, ২০২৮ সালের দৌড়ে আদৌ তার জায়গা হবে কি না।

ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রসঙ্গ স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ট্রাম্পও গত মঙ্গলবার বিষয়টি সামনে এনেছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে ইরানের নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি আরও আড়াই বছর এখানে থাকব।'

কেন এখন থেকেই ২০২৮ নিয়ে আলোচনা?

সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের এসময় আরও সক্রিয় হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। আসন্ন মধ্যবর্তী *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে নেতানিয়াহুবিরোধী বিক্ষোভ, অভিনেতা-রাজনীতিকসহ আটক শতাধিক

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাষণের আগে নিউইয়র্কে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থেকে শতাধিক মানুষকে আটক করে পুলিশ। যদিও পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি করেছে তারা।

বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে পৃথক বিক্ষোভে অভিনেতা, রাজনৈতিক কর্মী, সংগঠক ও নির্বাচিত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউসের পর এবার ট্রাম্পের 'এয়ার ফোর্স ওয়ান' এও নিষিদ্ধ সিএনএন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন সিএনএনকে এয়ার ফোর্স ওয়ানে চড়ার অনুমতি দেয়নি। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটন থেকে টেনেসির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের যাত্রায় তার সঙ্গে ভ্রমণের অনুমোদন পায়নি সিএনএন। কলেজ আমেরিকান ফুটবল ম্যাচ দেখতে ওই সফরে যাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

সিএনএনের ওই যাত্রায় 'পুল ডিউটি' পালনের কথা ছিল। বড় সংবাদমাধ্যমগুলোর মধ্যে পালাক্রমে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এ ব্যবস্থায় তারা পরস্পরের সঙ্গে ফুটেজ বিনিময় করে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এখন সিএনএনের পরিবর্তে 'রিয়েল আমেরিকা'স *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

তৃতীয় দেশে অভিবাসী পাঠানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন আবেদন

পরিচয় ডেস্ক: তৃতীয় দেশে অভিবাসী পাঠানোর নীতি চালু রাখতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতি ঘিরে নতুন করে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে।

অভিবাসীদের নিজ দেশ ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় দেশে দ্রুত পাঠানোর প্রক্রিয়া চালু রাখতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

২৪ সেপ্টেম্বর প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে আবেদন করা হয়। এর আগে একটি নিম্ন আদালতের নির্দেশে তৃতীয় দেশে দ্রুত অভিবাসী পাঠানোর প্রক্রিয়া আটকে যায়। পরে আপিল আদালতও নিম্ন আদালতের সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি, আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে চলমান প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এর ফলে কিছু ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে এবং সরকারের অতিরিক্ত খরচের পাশাপাশি কূটনৈতিক জটিলতাও তৈরি হচ্ছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, অভিবাসন অধিকারকর্মী ও আইনজীবীদের অভিযোগ, কোনো অভিবাসীকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানোর আগে তাকে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে আপিল বা আইনি প্রতিকার নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে আদালতের সাম্প্রতিক আদেশকে তারা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। অভিবাসন ইস্যুতে একই সময়ে আরও কয়েকটি পরিবর্তন সামনে এসেছে। অ্যাসোসিয়েশন অব ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি ল'ইয়ার্স জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে চূড়ান্ত প্রত্যাবাসন আদেশ পাওয়া অনেক আটক ব্যক্তির অবস্থান আইসিইর অনলাইন ডিটেইনি লোকেটরে আর দেখা যাচ্ছে না। এদিকে নতুন অভিবাসন নীতির কারণে এইচ-১বি কর্মসংস্থান ভিসা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এইচ-১বি আবেদনের ক্ষেত্রে ১ লাখ ডলারের ফি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা আরও এক বছর বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। বিষয়টি নিয়েও আদালতে আইনি চ্যালেঞ্জ চলছে।

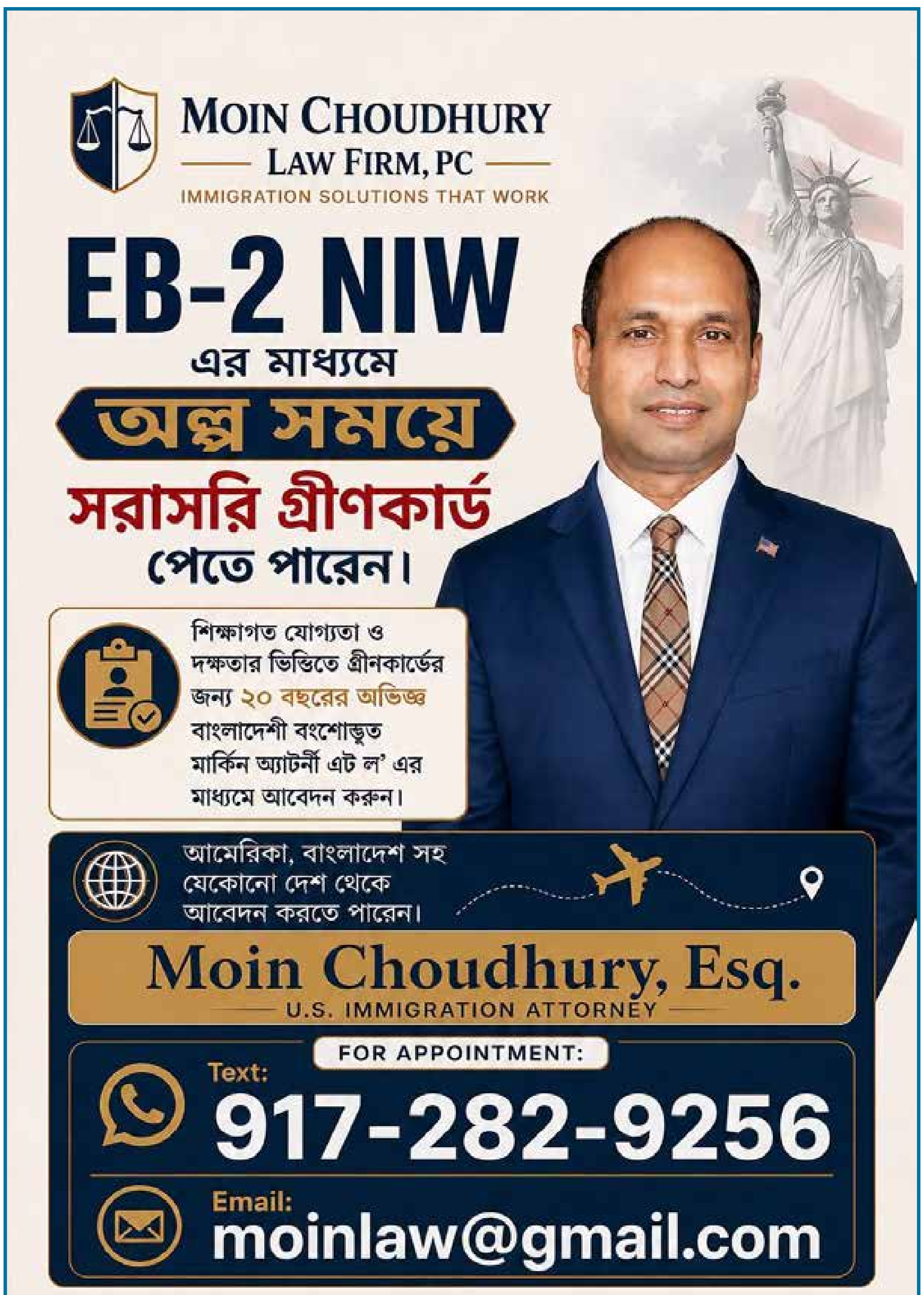

ভোটারদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ে বিতর্কিত ডেটাবেস ব্যবহারের জন্য ট্রাম্পকে অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর একটি বিতর্কিত ফেডারেল ডেটাবেস ব্যবহারের বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে; এই ডেটাবেসটি নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত তথ্য ও অন্যান্য সংবেদনশীল উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এমন ভোটারদের শনাক্ত করে, যাদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সমালোচকরা এই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, এর ফলে মার্কিন নাগরিকদের নাম ভুলবশত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে।

গত জুন মাসে একজন ফেডারেল বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে, এই ব্যবস্থাটি বেআইনি এবং তা আমেরিকানদের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিরা রায় দিয়েছেন যে, 'ন্যাশনাল ভোটার রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' অনুযায়ী নির্বাচনের ঠিক আগের সপ্তাহগুলোতে ভোটার তালিকা থেকে ব্যাপকভাবে নাম বাদ দেওয়া নিষিদ্ধ; ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এই সিদ্ধান্তের "সম্ভাব্য প্রভাব" সীমিত হয়ে পড়েছে।

তবে অঙ্গরাজ্যগুলো এখনও স্বতন্ত্র ভোটারদের নাগরিকত্বের বিষয়টি যাচাই করতে পারবে।

সুপ্রিম কোর্টের উদারপন্থী মতাদর্শের তিন বিচারপতি সংখ্যাগরিষ্ঠের এই সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের ভিন্নমত পোষণকারী বিচারপতিদের একজন, কেটানজি ব্রাউন জ্যাকসন, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে এর ফলে যোগ্য ভোটারদের ভোটাধিকার ভুলবশত বাতিল হয়ে যেতে পারে।

তিনি লিখেছেন, "এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকার ফলে সরকারের যে (কাল্পনিক) ক্ষতি হয়-যে পদক্ষেপ নেওয়ার আইনি এখতিয়ারই হয়তো তাদের নেই-তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয় যখন বৈধ ভোটারদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপানো হয় বা তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।"

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ভিসা জালিয়াতির অভিযোগ জানাতে নতুন ওয়েবসাইট চালু যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে জালিয়াতি ও অপব্যবহারের তথ্য জানাতে নতুন অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট । 'রিপোর্ট ভিসা ফ্রড' নামে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সন্দেহজনক ভিসা জালিয়াতির তথ্য সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে পারবেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, অভিযোগকারীরা চাইলে পরিচয় গোপন রেখেই তথ্য জমা দিতে পারবেন। তবে নাম ও ই-মেইল ঠিকানা দিলে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য তদন্তকারীরা অভিযোগকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

অভিযোগ জমা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় যতটা সম্ভব বিস্তারিত জানানোর আহ্বান জানিয়েছে দপ্তর। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে নাম, পাসপোর্ট বা ভিসা নম্বর, জন্মতারিখ, ঠিকানা, যোগাযোগের তথ্য ও জাতীয়তার মতো তথ্য দেওয়া যেতে পারে। কোনো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকলে তার নাম, ঠিকানা, ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়ও জানানো যাবে।

ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় প্রতারণা, জাল নথি ব্যবহার, ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়া, সাজানো বিয়ে বা সম্পর্কের মাধ্যমে ভিসা পাওয়ার চেষ্টা এবং ভুয়া চাকরি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেওয়ার মতো বিষয় এই অভিযোগের আওতায় আসতে পারে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, জমা দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্ত শুরু বা চলমান তদন্তে সহায়তা করা হতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গেও ভাগ করা যেতে পারে।

তবে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার বিষয়েও সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট । ভিসা বা অভিবাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন অপরাধের তথ্য সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে জানাতে বলা হয়েছে। তাৎক্ষণিক জাতীয় নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তার হুমকি থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্যোগটি ঘোষণা করেযুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা একটি সুযোগ, অধিকার নয়। ভিসা জালিয়াতি ও অপব্যবহারের তথ্য শনাক্ত করতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন 'রিপোর্ট ভিসা ফ্রড' ব্যবস্থাটি বর্তমানে অনলাইনে চালু রয়েছে। ডিপার্টমেন্ট এর ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অভিযোগকারীর কাছে থাকা তথ্য যত বেশি বিস্তারিত হবে, তা তদন্তের ক্ষেত্রে তত বেশি সহায়ক হতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা যাচাই-বাছাই ও নিরাপত্তা পর্যালোচনার পরিধিও বাড়াচ্ছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ভিসা আবেদনকারীদের বিষয়ে অতিরিক্ত যাচাই ও অনলাইন উপস্থিতি পর্যালোচনার ব্যবস্থাও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

সিনেটের নতুন বিলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক: রিপাবলিকান সিনেটর টমি টিউবারভিল যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে একটি ব্যাপক ইমিগ্রেশন প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন; এই প্রস্তাবে 'ডাইভারসিটি ভিসা লটারি' বাতিল, স্থায়ী বসবাসের জন্য পরিবার-ভিত্তিক

কয়েকটি সুযোগ সীমিতকরণ এবং কর্মসংস্থান-ভিত্তিক বিদ্যমান গ্রিন কার্ড ক্যাটাগরিগুলোর পরিবর্তে একটি 'পয়েন্ট-ভিত্তিক ব্যবস্থা' চালুর কথা বলা হয়েছে।

আমেরিকানস ফার্স্ট ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট-এর আওতায় আইনি অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের পিতা-মাতা এবং আরও কয়েকটি পারিবারিক ক্যাটাগরির জন্য গ্রিন কার্ড পাওয়ার সুযোগ বন্ধ করা হবে। পাশাপাশি, কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসীদের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করা হবে, যেখানে বেতন, শিক্ষা, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা, বয়স, সামরিক পরিষেবা এবং অসাধারণ অর্জনের মতো বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

আলাবামার রিপাবলিকান সিনেটর টিউবারভিল সিনেটে এই বিলটি উত্থাপন করেছেন। এর আগে এপ্রিল মাসে আলাবামার রিপাবলিকান প্রতিনিধি ব্যারি মুর হাউসে এই বিলের একটি সংস্করণ উত্থাপন করেছিলেন, যাতে রিপাবলিকান প্রতিনিধি গ্লেন গ্রোথম্যান, ওয়েসলি হান্ট এবং ট্রয় নেহলস সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে যুক্ত ছিলেন। সিনেটের এই সংস্করণে হাউসের প্রস্তাবিত বিলের মূল কাঠামোটি বজায় রাখা হলেও এতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে অভিবাসন সংক্রান্ত অতিরিক্ত ঘোষণা বা প্রত্যয়ন (attestations), নিয়োগকর্তাদের কিছু নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান এবং যারা ইতিমধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তাদের জন্য পরিবর্তিত অন্তর্বর্তীকালীন নিয়মাবলী।

এই প্রস্তাবটি অনেক অভিবাসীর জন্য গ্রিন কার্ড পাওয়া কঠিন করে তুলবে; কারণ এর মাধ্যমে পরিবার ও কর্মসংস্থান-ভিত্তিক বিদ্যমান কয়েকটি সুযোগ বাতিল করা হবে এবং কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের বেতন, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা ও *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

‘কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না’- আইসিই (ICE)-এর কৌশল পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করল ডিএইচএস (DHS)

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) সেই সব সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে যেখানে বলা হয়েছিল যে, তারা ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট’ (ICE)-এর এজেন্টদের এমন সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বা ডিএইচএস জোর দিয়ে জানিয়েছে যে, গ্রেপ্তারের আওতার বাইরে কাউকেই রাখা হয়নি।

প্রতিবেদনটি প্রথমে ‘দ্য ডেইলি ওয়্যার’ (The Daily Wire) প্রকাশ করে; তারা ‘সংস্থার সূত্রের’ বরাত দিয়ে জানায় যে, আইস (ICE) কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা কেবল ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত বা অভিযুক্ত অবৈধ অভিবাসীদেরই গ্রেপ্তার করেন।

অবৈধ অভিবাসন দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের অন্যতম প্রধান নীতিগত ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। তবে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইস-এর এজেন্টদের জড়িত থাকার ঘটনায় বেশ কয়েকটি প্রাণঘাতী গোলাগুলির ঘটনার পর সংস্থাটি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসায় এবার নতুন কড়াকড়ি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

নজরুল মিন্টো: এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার সাক্ষাৎকার বলতে বোঝাত পাসপোর্ট, চাকরির কাগজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আমন্ত্রণপত্র কিংবা সফরের কারণ নিয়ে প্রশ্নোত্তর। এখন সেই তালিকায় ঢুকে পড়েছে আরেকটি জগৎ। ফেসবুকে কী লেখা হয়েছে, ইনস্টাগ্রামে কী শেয়ার করা হয়েছে, এক্সে কী মন্তব্য আছে, লিংকডইনে কী পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এমনকি ইন্টারনেটে একজন আবেদনকারীর নামে আর কী পাওয়া যায়, সেসবও ভিসা যাচাইয়ের অংশ হয়ে উঠছে।

আগামী ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তিন শ্রেণির নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীর অনলাইন উপস্থিতি আরও কড়াভাবে যাচাই শুরু করছে। নতুন তালিকায় রয়েছে বিদেশি সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকর্মীদের ও visa, যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট পেশাজীবীদের TN visa এবং তাঁদের স্বামী-স্ত্রী ও নির্ভরশীল সন্তানদের TD visa। এসব ভিসার আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সব প্রোফাইলের privacy setting ÔpublicÕ বা ‘open’ রাখার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার আবেদনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য নেওয়া শুরু হয়েছিল আরও আগে। ২০১৯ সালের ৩১ মে থেকে অধিকাংশ ইমিগ্র্যান্ট ও নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীর কাছে আগের পাঁচ বছরে ব্যবহার করা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের account name বা handle চাওয়া শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। অর্থাৎ Facebook, Instagram, X বা তালিকাভুক্ত অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে আবেদনকারী কোন নামে সক্রিয় ছিলেন, সেই তথ্যও আবেদনপত্রের অংশ হয়ে যায়। পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছিল, পরিচয় নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা যাচাই আরও জোরদার করাই এর উদ্দেশ্য। তবে account name ev handle জানানো আর পুরো অ্যাকাউন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা এক বিষয় নয়। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের বড় দিকটি এখানেই।

২০২৫ সালের জুনে F, M I J শ্রেণির শিক্ষার্থী ও exchange visitor visa আবেদনকারীদের অনলাইন উপস্থিতি ব্যাপকভাবে যাচাই শুরু হয়। তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট public রাখতে বলা হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় H-1B ও সংশ্লিষ্ট ঐ-৪ আবেদনকারী। এরপর ২০২৬ সালের ৩০ মার্চ থেকে A-3, নির্দিষ্ট C-৩, G-৫, H-3, নির্দিষ্ট H-4, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S) +1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Secl.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্
নির্বাচন ২০২৬
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোরর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A1 to A21
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 A15 A16 A17 A19 A20 A21
অনুগ্রহ করে
কুনু-ফিরোজ
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A2
“আপনাদের ভোট ও সমর্থন চাই।
কুনু-ফিরোজ পরিষদকে নির্বাচিত করুন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে
আমাকে A2 ব্যালটে ভোট দিন।”
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
২৫ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI—TREASURER
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনী: বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ার শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: সাইবার অপরাধ দমনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মতভেদ না থাকলেও প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনীতে অপতথ্য, মানহানি, কনটেন্ট ব্লক ও গ্রেপ্তারের মতো বিধানের অপব্যবহারের আশঙ্কা করছেন সাংবাদিক, আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা।

তাদের মতে, যথাযথ সুরক্ষা ও জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকলে অতীতের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো নতুন আইনটিও স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সাংবাদিকতার ওপর চাপ তৈরির সুযোগ তৈরি করতে পারে।

অন্যদিকে, সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খসড়াটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি এবং আলোচনায় উঠে আসা উদ্বেগগুলো বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। তবে অপতথ্য ও অনলাইনে সংঘাত সৃষ্টিকারী কনটেন্ট মোকাবিলায় কিছু আইনগত ব্যবস্থা প্রয়োজন বলেও সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) আয়োজিত 'বিজেসির পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব বক্তব্য উঠে আসে। সেমিনারটি আয়োজনে কারিগরী সহযোগিতা দিয়েছে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন।

সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, 'প্রস্তাবিত আইন এখনো পাস হয়নি, ফলে এটি পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।'

'আপনারা যে উদ্বেগগুলো প্রকাশ করেছেন, সরকার সেগুলো বিবেচনা করবে। আমি আমার জায়গা থেকে আপনাদের কথাগুলো যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব,' বলেন তিনি।

তিনি জানান, অপতথ্যকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে অনলাইনে গুজব ও অপতথ্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তবে সংজ্ঞা অস্পষ্ট হলে এবং প্রয়োগের যথাযথ প্রক্রিয়া না থাকলে অপতথ্যবিরোধী বিধানও অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করতে পারে বলে স্বীকার করেন প্রধানমন্ত্রীর এ উপদেষ্টা।

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

সংকট ও দুঃসময়ে বিএনপি সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে: নজরুল ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক: দেশের জনগণের সংকট ও দুঃসময়ে বিএনপি সবসময় জনগণের পাশে থেকেছে এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে জবাই করেছে, বিএনপি গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সংসদের বিরোধী দলকে অনুরোধ জানিয়ে নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'আপনাদের কোনো কাজ বা কথা যেন পতিত স্বৈরাচার সুবিধা না পায়। তারা তাদের মতো চেষ্টা করতেছে, আর আপনারা তার দায়িত্ব নিয়ে ফেলছেন। যেসব বোমাবাজি হচ্ছে, যেসব অগ্নিসংযোগ হচ্ছে, এসব করছে পতিত স্বৈরাচার বা ফ্যাসিস্টরা। আর আপনারা কেউ কেউ বলা শুরু করছেন, এই এই দাবি মেনে নিলে আর বোমাবাজি হবে না। তার মানেটা কী? কে করছে তাহলে?'-প্রশ্ন রাখেন তিনি।

বিরোধী দলের উদ্দেশে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'সব প্রয়াসের যদি বিরোধিতা করেন, তাহলে তো হবে না। আপনি ভালো পরিকল্পনা দেন। কিন্তু সেটা না করে সমালোচনা করছেন, এতে লাভ হবে না। দেশটাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে। ভালো পরামর্শ থাকলে দেন, কিন্তু অবিশ্বাস-সন্দেহ করার কিছু নেই।' তিনি বলেন, 'দুঃসময়ে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার দৃষ্টান্ত বিএনপির আছে। দায়িত্ব নিয়ে সফল হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। আর কোনো রাজনৈতিক দল

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে চীন-ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন: শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে চীন ও ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়াই এ সংকটের চূড়ান্ত সমাধান। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে একা বাংলাদেশের পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এ জন্য চীন, ভারতসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।'

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিলেট সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন। রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, 'এটি শুধু বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের দ্বিপক্ষীয় বিষয় নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে।' তিনি নিজেও একাধিকবার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'সেখানে তাদের জীবনযাপন ও দুর্ভোগ কাছ থেকে

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

আশা করছি স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগামী জানুয়ারিতে হবে: ইসি আনোয়ারুল

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, 'আমরা আশা করছি, আগামী জানুয়ারিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে।' বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সংঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ইসি আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, 'আগামী জানুয়ারিতে আমরা আশা রাখি নির্বাচন হবে। সম্ভাব্য তফসির নির্বাচনের তারিখ থেকে ৪০ থেকে ৪৫ দিন ব্যবধান রেখে আমরা চিন্তা করছি। সেভাবেই আমাদের পরিকল্পনা আপনাদেরকে জানানো হতে পারে।' তিনি বলেন, 'নভেম্বর-ডিসেম্বরে যে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ রয়েছে, সেগুলোকে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এবং কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যেনো নির্বিঘ্নে ও সুশৃঙ্খল সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিতে পারে, সেজন্য ওই সময়টা বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন (ইসি) চিন্তাভাবনা করছে।'

তিনি আরো বলেন, 'সাধারণত বার্ষিক পরীক্ষা নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যেই হয়। সেই বিবেচনা করেই আমরা নির্বাচনের তফসিল নির্ধারণ করব।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা বলতে পারি নভেম্বর-ডিসেম্বরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হচ্ছে না। নভেম্বর-ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করে এই পর্যায়ে আমরা এই সময়ে কোনো সুযোগ দেখছি না।'

আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, 'সুনির্দিষ্টভাবে আগামী ৬ জুনের মধ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন শেষ করা বিষয়ে একটা টাইমলাইন ধরে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। এর মধ্যে যদি সব মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তখন ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা আরো বাড়বে।' প্রায় ৫ হাজার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ধাপে ধাপে করতে গেলেও এক একটা ধাপে সংখ্যাটা অনেক বড় হয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আমরা আশা রাখি, পরীক্ষাগুলো ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে জানুয়ারির দিকে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে পারবো।'

সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও কল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় বাংলাদেশ: জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও কল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় বাংলাদেশ।

তিনি বলেন, দলমত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে বাংলাদেশের পক্ষে বাংলায় দেওয়া তাঁর প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্ষমতাহীন রেখে কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়েই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সামনে এখন সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে একটি 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।

তরুণ উদ্যোক্তা, গবেষক ও উদ্ভাবকদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, স্টার্টআপ উদ্যোগে সহায়তার জন্য চলতি অর্থবছরে ৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে জোর

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু ভোটের গণতন্ত্র নয়, অর্থনীতির গণতন্ত্রায়নও নিশ্চিত করতে চায়, যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুফল প্রতিটি পরিবার ও নাগরিকের কাছে পৌঁছায়।

তিনি বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। তাই নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরিকে সরকারের পরিকল্পনার অগ্রভাগে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে নগদ অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং স্নাতক পর্যন্ত নারীদের বিনাবেতনে শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ফ্যামিলি কার্ড, ফার্মার্স কার্ড, স্পোর্টস কার্ড ও ই-হেলথ কার্ডের মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ: জাতিসংঘ কখন ও কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় ৩ বছর পেছানোর বিষয়ে জাতিসংঘের দি ইকোনমিক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল কমিটি (সেকেন্ড কমিটি) অব দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি আগামী ৭ অক্টোবর বৈঠকে বসবে।

এই কমিটির তৈরি করা রেজল্যুশনের পক্ষে-বিপক্ষে জাতিসংঘে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্থায়ী প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের পক্ষে ভোট দেবেন। বেশিরভাগ দেশ বাংলাদেশের উত্তরণ পেছানোর পক্ষে ভোট দিলে তা কার্যকর হবে। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত সেকেন্ড কমিটির ৮১তম সাধারণ অধিবেশনের বৈঠক চলবে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও নেপাল এলডিসি থেকে উত্তরণ তিন বছর পেছানোর যে আবেদন করেছে, তার ভিত্তিতে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (ইউএনসিডিপি) ও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) পাঠানো সুপারিশ ৭ অক্টোবরের বৈঠকের জন্য এজেন্ডাভুক্ত রয়েছে। আগামী ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের কথা রয়েছে। এর আগেই সেকেন্ড কমিটি তাদের সভায় গৃহীত সুপারিশ সাধারণ অধিবেশনে সদস্য দেশগুলোর ভোটাভুটির *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সেক্রেটেরিয়েট ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যকার বহুমাত্রিক সহযোগিতা, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক নানা পরিস্থিতি এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই ও স্থায়ী সমাধান এবং জাতিসংঘের বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অবদানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক খাত ও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘের ধারাবাহিক সহযোগিতা ও সমর্থনের ওপর জোর দেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বহুপাক্ষিকতাবাদ

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘ সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে নিউইয়র্ক সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শান্তি, গণতন্ত্র, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, মানবিক বিষয় এবং টেকসই উন্নয়নসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অগ্রাধিকার বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরেন।

নিউইয়র্কে চারদিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী ৩০টি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেন। এর মধ্যে ১১টি দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ছিল বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন।

ঢাকা ফেরার আগে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, এসব বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জনশক্তি রপ্তানি, জ্বালানি নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গা সংকট, স্বাস্থ্য, *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Emirates
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Bangladesh Community তে
সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমূহ
ওমরাহ প্যাকেজ
ওমরাহ ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
DigitalTravelAstoria.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

ডায়ানার মৃত্যুর কদিন পর চার্লস বলেছিলেন, মানুষ ‘খুব শিগগির’ তাঁকে ভুলে যাবে

পরিচয় ডেস্ক: প্রিন্সেস ডায়ানার ভাই আর্ল স্পেন্সার নিজের নতুন বইয়ে দাবি করেছেন, তাঁর বোনের মৃত্যুর কয়েক দিন পর তৎকালীন প্রিন্স চার্লস (যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজা) তাঁকে ফোনালাপে বলেছিলেন, মানুষ ‘খুব শিগগির’ ডায়ানাকে ভুলে যাবে।

বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্ল স্পেন্সার তাঁর দাবিতে অনড় থাকার কথা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সারা জীবনে প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে তাঁর মাত্র দুবার ফোনে কথা হয়েছে। ডায়ানার মৃত্যুর কয়েক দিন পর একটি ফোনালাপে চার্লস তাঁকে কী বলছিলেন, তা তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে শুনেছিলেন।

আর্ল স্পেন্সার বলেন, তিনি এখন যা বলছেন, চার্লস ঠিক এ কথাগুলোই তাঁকে বলেছিলেন।

এ দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি না, জানতে চাইলে আর্ল স্পেন্সার বলেন, চার্লসের কথাগুলো এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তিনি তখনই পরিবারসহ বন্ধুদের কাছে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

আর্ল স্পেন্সারের বক্তব্য নিয়ে ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদ আপত্তি জানানোয় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তারা বিষয়টিকে একধরনের ধোঁয়াশার মধ্যে ফেলেছে, তাই না? তারা বলেছে, মানুষের স্মৃতি ভিন্ন হতে পারে।’

সাধারণ মানুষ এখন কার কথা বিশ্বাস করবে-এমন প্রশ্নের জবাবে আর্ল স্পেন্সার বলেন, ‘আমি সত্য কথাই বলছি।’

সাক্ষাৎকারে আর্ল স্পেন্সারের কাছে হ্যারি ও মেগানের প্রতি সংবাদমাধ্যমের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ডায়ানা বেঁচে থাকলে ডিউক ও ডাচেস অব সাসেক্স (হ্যারি-মেগান দম্পতি) যে ধরনের সংবাদমাধ্যমের কড়া নজরদারির মুখোমুখি হচ্ছেন, তার সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পেতেন কি না?

জবাবে আর্ল স্পেন্সার বলেন, ডায়ানা কিংবা হ্যারি-মেগানকে নিয়ে ট্যাবলয়েডে কোনো প্রতিবেদন দেখলে বুঝতে পারবেন, সেগুলো কতটা অপ্রীতিকর হতে পারে।

আর্ল স্পেন্সার বলেন, ‘আমার মনে হয়, ডায়ানার ঘটনা থেকে মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত।’

আর্ল স্পেন্সার আরও বলেন, তিনি হ্যারি ও মেগানের হয়ে কথা বলতে আসেননি। তবে কোনো মানুষের জীবনকে প্রতিদিন এভাবে ধ্বংস করা হলে তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ক্যানসারের মতো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন ডায়ানার ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল, তা উল্লেখ করেন আর্ল স্পেন্সার। তিনি বলেন, তিনি তাঁর বোনের চোখে ‘হতাশার জল’ দেখেছেন। ডায়ানা সমালোচনার ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল ছিলেন।

১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ফ্রান্সের প্যারিসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন ডায়ানা। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তাঁকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক আগ্রহ ছিল।

এআই দিয়ে বার্তা পাঠিয়ে জালিয়াতি: ইতালির শীর্ষ ব্যাংক থেকে কোটি কোটি ইউরো গায়েব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশ ধরে প্রতারকেরা ইতালির সর্ববৃহৎ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ইন্তেসা সানপাওলোর প্রাইভেট ব্যাংকিং শাখা ‘ফিদিয়ুরাম’ থেকে ৯ কোটি ৫০ লাখ ইউরো (১০ কোটি ৮০ লাখ ডলার) হাতিয়ে নিয়েছে। গত শুক্রবার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

পরে হাতিয়ে নেওয়া সেই অর্থের কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরবের সুরক্ষায় চূড়ান্ত সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তার আশ্বাস দিল পাকিস্তান

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাদের অবস্থান আবারও পরিষ্কার করল। দেশটির সামরিক বাহিনীর অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা এবং মুখপাত্র জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী নিশ্চিত করেছেন যে, কোনো শক্তি যদি সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করে, তবে পাকিস্তান চুপ করে বসে থাকবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যেকোনো ধরনের হুমকির মুখোমুখি হতে রিয়াদকে সর্বাত্মক সহায়তা দিতে ইসলামাবাদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুই দেশের মধ্যকার বন্ধন শুধুমাত্র সাধারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক বা অর্থনৈতিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা সামরিক ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব। ১৯৬০ সালের দশক থেকেই সামরিক প্রশিক্ষণ, উপদেষ্টা পাঠানো এবং কৌশলগত সহায়তার ক্ষেত্রে দুই দেশ একে অপরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরবের বন্দর রক্ষায় সেনা পাঠাবে ফ্রান্স: মাখোঁ

পরিচয় ডেস্ক: লোহিত সাগর উপকূলবর্তী সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী ইয়ানবু রক্ষায় সেনা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পাঠাবে ফ্রান্স। দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এ কথা জানান। মাখোঁ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ডিজেল রপ্তানি নিষিদ্ধ করার কথা বিবেচনা করছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য হলে বিশ্ব ও মার্কিন অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তবে হোয়াইট হাউস এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কথা অস্বীকার করেছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে কি চীনই জিতল

অ্যামি হকিন্স: যুক্তরাষ্ট্র ও চীন-দুই পরাশক্তি। গত মে মাসে দুই দেশের প্রেসিডেন্টরা বৈঠকে বসেছিলেন। তখন চীন সফরে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেইজিংয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দুই নেতার ওই শীর্ষ বৈঠককে যদি ‘অচলাবস্থায় পর্যবসিত বৈঠক’ বলা হয়; তাহলে এ সপ্তাহে ওয়াশিংটনে তাঁদের শীর্ষ বৈঠকে বড় কোনো অগ্রগতির আশা যেন পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সি চিন পিং এবার সস্ত্রীক ওয়াশিংটন সফর করেছেন। হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছেন ট্রাম্পের সঙ্গে। দুই প্রেসিডেন্টের এ বৈঠককে কূটনীতির চেয়ে বরং ‘ডিপ্লোটেইনমেন্ট’ বলছেন অনেকেই। অর্থাৎ, কূটনীতি ও বিনোদন উদ্‌যাপনের মিশেল *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-সি বৈঠকে অর্জন কম, তাতেও কেন খুশি চীন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বৈঠক করেছেন। ওয়াশিংটনে বৃহস্পতিবার এ বৈঠকে দুই নেতা উপহার বিনিময় করেছেন, একে অপরকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, বাড়িয়েছেন বাণিজ্য নিয়ে সমঝোতার মেয়াদ। এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের বিকাশের কারণে দেখা দেওয়া ঝুঁকি মোকাবিলায় একসঙ্গে

কাজ করার সম্ভাবনার কথাও বলেছেন।

মাস চারেক আগে সর্বশেষ একসঙ্গে বসেছিলেন ট্রাম্প-সি। আর সির এবারের সফরের মধ্য দিয়ে এক দশকের বেশি সময় পর চীনের কোনো নেতা ওয়াশিংটন গেলেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক শক্তির মধ্যে উত্তেজনা কমাতে আয়োজিত এ বৈঠকে যদিও উল্লেখযোগ্য *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বিকল্প খুঁজছে বিশ্ব, শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বন্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের একটি অংশ। দুর্বল হয়ে পড়ছে ডলারের প্রভাব নিয়ে আলোচনা। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ভল্টে রাখা সোনাও নিজেদের কাছে ফিরিয়ে নিচ্ছে কিছু দেশ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রায় দুই বছর পার হতে চলেছে। এর মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরত্ব তৈরির পথ খুঁজছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝা, পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার ব্যবহার এবং আইনের শাসনের সীমা নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান, সব মিলিয়ে বৈশ্বিক বিনিয়োগের নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আকর্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদেশি কোম্পানি ও দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার উদ্দেশ্যে করা এসব প্রতিশ্রুতির বিপরীতে তারা এখন বিকল্প গন্তব্য খুঁজতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চীন বিভাগের সাবেক প্রধান ঈশ্বর প্রসাদ বলেন, ভূরাজনৈতিক কারণ এবং আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি বিনিয়োগকারীরা ডলারভিত্তিক সম্পদ থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছেন।

তবে এখনো যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের জন্য বর্জনীয় দেশ বলা যাচ্ছে না। বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা দেশটির আর্থিক বাজার ও শেয়ারবাজারে অর্থ ঢালছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামোতেও ব্যাপক বিনিয়োগ হচ্ছে। একই সময়ে ডলারের জায়গা নেওয়ার মতো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী মুদ্রাও এখনই তৈরি হয়নি।

মঙ্গলবার কংগ্রেসে দেওয়া বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী। তার মতে, সরকারি বন্ডের নিলাম সফলভাবে চলছে এবং বৈশ্বিক লেনদেনে ডলারের ব্যবহারও শক্তিশালী।

বেসেন্ট বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র আসলে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর নেতা প্রতিযোগিতাকে ভয় পায় না। প্রতিযোগিতা আমাদের আরও সমৃদ্ধ করে।'

তবে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আধিপত্যে ফাটল দেখা দেওয়ার লক্ষণও স্পষ্ট হচ্ছে।

বন্ড বাজারে চাপ

সবচেয়ে বড় উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ড বাজার। জাতীয় ঋণ বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন বিনিয়োগকারীরা ট্রেজারি বন্ড কিনতে বেশি মুনাফা দাবি করছেন। ফলে বন্ডের সুদের হার দ্রুত বাড়ছে। চলতি সপ্তাহে ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ইয়িল্ড ৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা ২০০৭ সালের পর সর্বোচ্চ। বুধবার সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ফেডারেল রিজার্ভের সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমতে পারে। তবে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কাই বন্ড বাজারে নতুন অস্থিরতা তৈরি করছে।

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে এআই, আয় কমেছে ৮০% পর্যন্ত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে তিন লাখ তরুণ ফ্রিল্যান্সার বছরে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করছেন। গত কয়েক বছরের অনানুষ্ঠানিক হিসাব এটি। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের উত্থানের ফলে ছোটখাটো ডিজিটাল কাজের ভবিষ্যৎ এখন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

দেশের ফ্রিল্যান্সারদের বড় একটি অংশ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিদেশি ক্লায়েন্টদের জন্য ডেটা এন্ট্রি, অনুবাদ, ট্রান্সক্রিপশন এবং ছবি এডিটিংয়ের মতো সহজ ও ছোটখাটো কাজ করে থাকে।

কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন মুহূর্তের মধ্যে ডিজাইন তৈরি, কোডিং, ছবি এডিটিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল কাজগুলো করে ফেলতে পারছে। আর এতে ফ্রিল্যান্সারদের আয় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে।

ফ্রিল্যান্সাররা জানিয়েছেন, বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে আগের মতো নিয়মিত কাজের প্রস্তাব আসছে না। আর যেসব কাজ পাওয়া যাচ্ছে, এআইয়ের কল্যাণে সেগুলো শেষ করতে আগের চেয়ে অনেক কম সময় লাগছে।

ডিজিটাল সেবাবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুরো ফ্রিল্যান্সিং বাজারের চিত্রই বদলে দিচ্ছে।

এখন আমেরিকার মতো দেশের কোনো কোম্পানি থেকে ১০ ডলারের একটি লোগো ডিজাইনের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ। কারণ এআই টুল ব্যবহার করে ক্লায়েন্টরা নিজেরাই এখন লোগোর প্রথম সংস্করণটি তৈরি করে ফেলছেন।

তার বদলে, তারা এখন এআই দিয়ে তৈরি পুরো মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইনটিকে নিখুঁত ও কাস্টমাইজ করার জন্য কোনো দক্ষ ফ্রিল্যান্সারকে ১০০ ডলার দিতেও দ্বিধা করছেন না।

ডিজিটাল বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ কাজ থেকে জটিল কাজের দিকে সরে আসার এই প্রক্রিয়াটি হয়তো অনেক স্বল্প বেতনের চাকরি বিলুপ্ত করে দেবে, কিন্তু যারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন, তাদের জন্য অনেক বেশি লাভজনক সুযোগের দুয়ার খুলে যাবে।

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

চীনে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য স্থায়ী জায়গা পাচ্ছে বাংলাদেশ

শুভংকর কর্মকার: চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর কুনমিংয়ে স্থায়ী প্রদর্শনকেন্দ্র ও গুদাম পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিনা মূল্যে এই কেন্দ্র ও গুদাম বরাদ্দ দিচ্ছে দেশটির ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য বিভাগ। এতে চীনের বিশাল বাজারে সারা বছর পণ্য প্রদর্শন করে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিকারকেরা।

জানা গেছে, কুনমিংয়ের একটি বিপণিবিতানে (মার্কেটে) বাংলাদেশি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য প্রায় ২ হাজার বর্গফুটের প্রদর্শনকেন্দ্র এবং এর পাশেই প্রায় ২ হাজার বর্গফুটের গুদাম বিনা মূল্যে দেওয়ার কথা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে (ইপিবি) অবহিত করেছে চীন সরকার। এই

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

কক্সবাজারের পোপা শুঁটকি রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, হংকং ও চীনে, কেন এত চাহিদা

আব্দুল কুদ্দুস: কক্সবাজার উপকূলে উৎপাদিত পোপা শুঁটকি রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, হংকং ও চীনে। পোপা শুঁটকি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু স্যুপ ও খাদ্যের চাহিদা রয়েছে সেসব দেশে। এ ছাড়া পোপা মাছের শুকনা পটকা (বায়ুথলি) ও আঁইশ কোলাজেন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়-প্রসাধন ও ওষুধশিল্পে যার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গত বছর শহরের উত্তর নুনিয়াছটার একটি কারখানা (ফিশ ফ্যাক্টরি) থেকে ৬ কোটি টাকা দামের ৭০ মেট্রিক টন পোপা শুঁটকি তিন দেশে রপ্তানি হয়েছে। চলতি বছর রপ্তানি হওয়ার কথা রয়েছে ৮০ মেট্রিক টনের মতো। তবে কয়েক মাস ধরে মাছ আহরণ কমে যাওয়ায় রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে কি না, সে আশঙ্কাও রয়েছে।

দেশের সর্ববৃহৎ শুঁটকি উৎপাদনের মহালটি গড়ে উঠেছে কক্সবাজার পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নাজিরাটেক উপকূলে। এক যুগ ধরে এখানে শুঁটকি উৎপাদনের প্রায় ৭০০টি মহাল গড়ে উঠেছে। গত বছর মহালগুলোতে অন্তত ৩০০ কোটি টাকার শুঁটকি উৎপাদিত হয়েছে। সমুদ্র থেকে ধরে আনা লাক্ষা, মাইট্যা, পোপা, লইট্যা, কোরাল, চাপা, কামিলা, ফাইস্যাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করা হয়। তবে পোপা মাছের শুঁটকি তৈরির প্রক্রিয়া অন্য শুঁটকির চেয়ে আলাদা। কক্সবাজার

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ শতাংশ: এডিবি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে দেশের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৪ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে তারা। সংস্থাটির সর্বশেষ 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক সেপ্টেম্বর ২০২৬' বা এশিয়ার উন্নয়নবিষয়ক পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

এডিবির হিসাবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা সামান্য বেড়ে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার আরও বেড়ে ৪ শতাংশে উঠতে পারে।

খবর বিজ্ঞপ্তি মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে সরবরাহব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি কিছুটা কমেছে। তবে এর প্রভাব সীমিত থাকবে বলেই মনে করছে এডিবি।

২০২৬ সালের প্রথমভাগে জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কমে আসায় মানুষের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ বাড়তে পারে। ফলে

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

চীন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি আবার ভুল করতে যাচ্ছে

রবার্ট ডি ক্যাপলান

যেকোনো দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ভুল সিদ্ধান্ত ও বোঝাপড়ার শিকার হয়েছে চীন। বিষয়টি যদি আপনার কাছে রহস্যময় মনে হয়, তবে বুঝতে হবে, ঐতিহাসিক স্মৃতি আসলে বেশ ক্ষণস্থায়ী। আগের দুর্যোগগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র কোনোমতে সামলে উঠলেও চীনের ক্ষেত্রে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। আর ঠিক এ কারণেই চলতি সপ্তাহে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩০-এর দশকে আগ্রাসন চালানো জাপানি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চীনের চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। রুজভেল্ট প্রশাসন ধরে নিয়েছিল যে চিয়াংয়ের জাতীয়তাবাদীদের অধীনে চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 'বিগ ফোর' ক্ষমতার একটি হয়ে উঠবে।

কিন্তু ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালের গৃহযুদ্ধে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্টরা যখন বিজয়ী হলো, তখন ওয়াশিংটন চরম ধাক্কা খেল। যে আন্দোলনকে তারা সামান্যই পাত্তা দিয়েছিল, তা প্রিয় চিয়াংকে টেনে নামাল। একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন-উভয় দেশই কমিউনিস্টদের দখলে চলে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে ওয়াশিংটন। কাউকে না কাউকে তো দায়ী করতেই হতো।

এভাবেই জন্ম নেয় 'হু লস্ট চায়না?' বিতর্ক, যা ১৯৫০-এর দশকের 'রেড স্কেয়ার' বা লাল ভীতি আন্দোলনের একটি বড় অংশ ছিল। স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে কর্মকর্তাদের বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল, তাঁরাই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বারবার সতর্ক করেছিলেন যে কমিউনিস্টদের সামরিক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাঁদের এই দূরদর্শিতার প্রশংসা করার বদলে দেশদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; দাবি করা হয়েছিল যে জাতীয়তাবাদীদের প্রতি তাঁদের দুর্বল সমর্থনের কারণেই চিয়াংয়ের পতন ঘটেছে।

সাড়ে ৫৫ কোটি মানুষের একটি সুবিশাল ভূখণ্ডে-যা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনসংখ্যার চেয়ে ৩৭ গুণ বড় ছিল-স্টেট ডিপার্টমেন্ট কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল আটকে দিতে পারত, এমন ধারণা মার্কিন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে গভীরভাবে ভুল মূল্যায়নেরই প্রমাণ।

পররাষ্ট্র দপ্তরের সেই কর্মকর্তাদের অবশ্য পুরোপুরি নির্দোষ বলা যায় না। মাওয়ের বিজয়ের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁরা সঠিক অনুমান করলেও তাঁর শাসনের প্রকৃতি বুঝতে ভুল করেছিলেন। চিয়াংয়ের জাতীয়তাবাদীদের তুলনায় মাওয়ের কমিউনিস্টদের তাঁরা কিছুটা নমনীয় মনে করেছিলেন। জাতীয়তাবাদীদের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিংয়ে অবস্থান করায় চিয়াংয়ের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা সম্পর্কে তাঁরা ভালোভাবে অবগত ছিলেন।

বিপরীতে মাওয়ের ঘাঁটি ইয়ানআন তাঁরা কেবল সংক্ষিপ্ত সফরে গিয়েছেন, যা মাও ও তাঁর প্রচারক চৌ এনলাই চমৎকারভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করতেন। ইয়ানআনের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা মাওয়ের সর্বগ্রাসী রূপটি দেখতে ব্যর্থ হন, যার ফলে পরবর্তী সময়ে প্রায় সাত কোটি চীনা নাগরিক হত্যা ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল।

১৯৫০-এর দশকে শুরু হওয়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ছাঁটাই অভিযান মূলত ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এশিয়া বিশেষজ্ঞ ও চীনবিষয়ক কূটনীতিকদের দূরে সরিয়ে ইউরোপীয় ও সাধারণ নীতিনির্ধারকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো সিদ্ধান্ত সহজ হয়েছিল। কারণ, এই চীন বিশেষজ্ঞরাই পারতেন এশিয়ায় গেরিলা যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে এবং মনে করিয়ে দিতে যে ভিয়েতনাম কখনোই কমিউনিস্ট চীনের হাতের পুতুল ছিল না।

ফলে ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকের 'রেড স্কেয়ার' থেকে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি ও শেষভাগে ভিয়েতনামের চরম বিপর্যয়-এই দুইয়ের মধ্যে চীনকে কেন্দ্র করে একটি প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সংযোগ রয়েছে।

১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে অবশেষে 'হু লস্ট চায়না?' বিতর্কের সমাপ্তি ঘটে। চীন আর 'হারিয়ে যাওয়া' কোনো দেশ ছিল না; বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

স্পিকার রাষ্ট্রের জমে থাকা ক্ষত উন্মুক্ত করে দিলেন

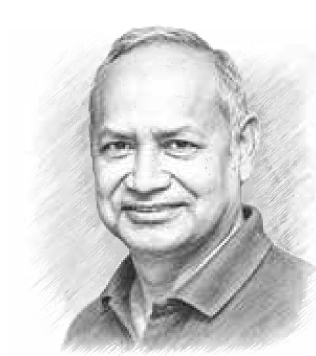

মহিউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের সকাল খুব সুন্দর। রোদ ওঠে ধীরে ধীরে, যেন নদীর জলে সোনালি রং মিশে যায়। পাখিরা ডাকে, বাতাসে ভেসে আসে কচি পাতার গন্ধ। কিন্তু এই সুন্দর সকালের মাঝেও কোথাও এক অদৃশ্য অন্ধকার লুকিয়ে থাকে-যেন শহরের ব্যস্ত রাস্তায় কোনো পুরোনো ভবনের ভেতরে জমে থাকা ধুলা। সেই অন্ধকারের নাম দুর্নীতি।

দুর্নীতি কোনো এক দিনে জন্ম নেয় না। এটি জন্মায় মানুষের লোভে, ভয়ভীতিতে, ক্ষমতার মোহে আর সমাজের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে। বাংলাদেশের সরকারি অফিস-আদালত যেন সেই অন্ধকারের পুরোনো মঞ্চ, যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়, কিন্তু গল্পের শেষ কখনো বদলায় না।

সকালে অফিস খুলতেই দরজার সামনে লাইন পড়ে যায়। কেউ এসেছে জন্মনিবন্ধন করতে, কেউ জমির কাগজ ঠিক করতে, কেউ আবার এসেছে মামলার নথি জমা দিতে। তাদের চোখে থাকে আশা, আজ হয়তো কাজটা হয়ে যাবে। কিন্তু অফিসের ভেতরে ঢুকতেই তারা বুঝতে পারে, কাজের গতি রোদ ওঠার মতো নয়-বরং কুয়াশার মতো ধীর, অস্পষ্ট, অনিশ্চিত।

একজন কর্মকর্তা ফাইল উল্টেপাল্টে দেখেন, তারপর বলেন, 'আচ্ছা, পরে আসেন।' এই 'পরে' শব্দটি যেন এক অদৃশ্য দেয়াল, যার ওপারে কাজের গতি থেমে থাকে। আর সেই দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আরেকজন, যাকে সবাই চেনে 'দালাল' নামে। সে হাসিমুখে বলে, 'ভাই, আমার মাধ্যমে দিলে কাজটা আজকেই হয়ে যাবে।' এই হাসি যেন বিষাক্ত ফুলের গন্ধ, দেখতে সুন্দর কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে আছে অন্ধকার।

আদালত ভবনের করিডরে সময় থেমে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের মতো ধীরে ধীরে হাঁটে মানুষ। একটি মামলার ফাইল যেন মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি বয়সী হয়ে ওঠে। বিচারক আসেন, কোর্ট বসে, আইনজীবীরা যুক্তি দেন-কিন্তু মামলার গতি যেন নদীর স্রোত নয়, বরং শুকনো খালের মতো। কখনো একটি তারিখ আসে, আবার আরেকটি তারিখ চলে যায়। তারিখের এই দীর্ঘ সারি মানুষের জীবনে তৈরি করে অনিশ্চয়তার দেয়াল। আর সেই দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকে দুর্নীতির ছায়া, যা কখনো ফাইল এগিয়ে দিতে টাকা চায়, কখনো সাক্ষীকে বদলে দেয়, কখনো নথি হারিয়ে যায় অদৃশ্যভাবে। বিচারের পাল্লা কখনো ভারী হয় ক্ষমতাবানদের দিকে, আর সাধারণ মানুষের দিকে থাকে শুধু অপেক্ষা।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বহু বছর ধরে অফিসে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা পায়-ফাইল আটকে থাকে, কাজ এগোয় না, দালাল ঘুরে বেড়ায়, ঘুষ ছাড়া সেবা পাওয়া কঠিন। স্পিকারের বক্তব্য যেন সেই জনতার দীর্ঘশ্বাসকে ভাষা দিয়েছে। এমন বক্তব্য কখনো সাহসের পরিচয় হতে পারে, আবার কখনো রাজনৈতিক কৌশলও হতে পারে। কোনটি সত্য, তা সময়ই বলে দেবে।

দুর্নীতি কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো দল নয়, কোনো ভবন নয়। এটি একধরনের অভ্যাস, যা সমাজের রক্তে মিশে গেছে। একটি ফাইলের গতি নির্ভর করে কত টাকা দেওয়া হলো, একটি সেবার মান নির্ভর করে কত পরিচয় দেখানো হলো, একটি মামলার গতি নির্ভর করে কে কতটা প্রভাবশালী। দুর্নীতি যেন সেই অদৃশ্য জাল, যা অফিসের টেবিল, আদালতের বেঞ্চ, ফাইলের পাতায়, মানুষের কথায়, এমনকি নীরবতার মধ্যেও ছড়িয়ে থাকে।

সব অফিস দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। সব কর্মকর্তা খারাপ নন। সব বিচারক অন্যায় করেন না। বাংলাদেশে এমন মানুষও আছেন, যাঁরা নিজের দায়িত্বকে ভালোবাসেন, যাঁরা মানুষের কষ্ট বুঝতে পারেন, যাঁরা নিজের সততাকে রক্ষা করতে জানেন। একজন সৎ কর্মকর্তা যখন ফাইল এগিয়ে দেন বিনা ঘুষে, একজন বিচারক যখন ন্যায়বিচার দেন নির্ভয়ে, একজন কর্মচারী যখন মানুষের কথা শোনেন মন দিয়ে, তখন মনে হয়, অন্ধকারের মাঝেও আলো আছে। এই আলোই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

দুর্নীতি কেন থাকে-এটি একটি গভীর প্রশ্ন। এর জন্ম দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জটিলতায়, অদক্ষ ব্যবস্থাপনায়, রাজনৈতিক প্রভাবের ছায়ায়, সামাজিক বৈষম্যে, আইনের দুর্বল প্রয়োগে আর মানুষের অসহায়তায়। যখন একটি কাজ করতে মানুষকে দশটি ধাপ পার হতে হয়, যখন একটি মামলার রায় পেতে বছর কেটে যায়, যখন একটি সেবার জন্য *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
F C
PCA / HHA
PCA (Personal Care Assistance)
HHA (Home Health Aide)
Nursing
Physical Therapy
Occupational Therapy
Medical Social Work
Nutrition
Speech-Language Pathology
আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা
347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799
Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.
REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
INDIVIDUAL
PARTNERSHIP
BUSINESS CONSULTING
BOOKKEEPING
BUSINESS
LLC
ITIN
INCOME TAX
ACCOUNTING
CORPORATION
BUSINESS FORMATION
PAYROLL
NOTARY PUBLIC
KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস: ক্ষমতা ছাড়তে না চাওয়ার রাজনীতি

মহিউদ্দিন আলমগীর

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সব রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে একমত হয়েছিল। কোনো ব্যক্তি একাধিক মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হলেও মোট ১০ বছরের বেশি ওই পদে থাকতে পারবেন না। তবে মাঠের রাজনীতির বাস্তব চিত্র ঠিক এর বিপরীত।

রাজনৈতিক দলগুলো দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদ বা প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে রাজি। তবে নিজেদের দলীয় প্রধানের পদে একজন ব্যক্তি কতদিন থাকবেন, সে বিষয়ে কোনো সীমা নেই বা খুব কম দলই তা মেনে চলে।

এতে বড় একটি প্রশ্ন সামনে আসে, দলগুলো যদি দেশের জন্য গণতন্ত্র চায়, তাহলে তাদের নিজেদের মধ্যেও কি গণতন্ত্রের চর্চা থাকা উচিত নয়? বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে একই ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকছে। দলীয় প্রধানেরা বছরের পর বছর, এমনকি কয়েক দশকও একই পদে থাকছেন। সাধারণত অসুস্থতা, আইনি জটিলতা বা মৃত্যুর কারণেই কেবল তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটছে।

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের চর্চার জায়গা হওয়ার কথা। দলগুলো নাগরিকদের রাজনীতিতে যুক্ত করে, নেতৃত্ব তৈরি করে, মতের ভিন্নতা মেনে নেওয়ার শিক্ষা দেয় এবং ভোটারদের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিকল্প তুলে ধরে। কিন্তু দল যখন প্রতিষ্ঠানের বদলে এক ব্যক্তিকে ঘিরে পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার অনেক আগেই গণতন্ত্র দুর্বল হতে শুরু করে।

দলীয় গঠনতন্ত্রে কাউন্সিল ও নেতৃত্ব নির্বাচনের কথা থাকে। কিন্তু বাস্তবে এসব আয়োজন অনেক সময় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নির্বাচন হলেও তাতে তৃণমূলের অংশগ্রহণ কতটা থাকে, সেটাও প্রশ্নের বিষয়। এটা শুধু দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। এর প্রভাব পড়ে রাষ্ট্র পরিচালনাতেও।

যে রাজনীতিবিদ বিতর্ক ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বে উঠে আসেন, তিনি জবাবদিহি করতে এবং ভিন্নমতের মানুষের সঙ্গে সমঝোতা করতে শেখেন। অন্যদিকে এসব অভিজ্ঞতা ছাড়াই যে রাজনীতিবিদ পদ-পদবিতে এগুতে থাকেন, তিনি ভিন্ন অভিজ্ঞতা পান। তিনি বুঝতে শেখেন, যুক্তি দিয়ে মানুষকে রাজি করানোর চেয়ে আনুগত্য দেখানোই সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ।

দল যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় যায়, তখন এই পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাদের দীর্ঘ নেতৃত্ব

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সাল থেকে, অর্থাৎ ৪৫ বছর ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আছেন। অন্যদিকে ২০২৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৪০ বছর বিএনপির চেয়ারপারসন ছিলেন খালেদা জিয়া।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সাল থেকে ২০১৯ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দলটির নেতৃত্বে ছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম ২১ বছর দলটির নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর ২০১৬ সালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত ১৬ বছর দলের শীর্ষ নেতৃত্বে ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী।

অন্য দলগুলোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের চিত্র দেখা যায়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতৃত্বে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৫২ বছর ছিলেন মোজাফফর আহমদ।

ড. কামাল হোসেন ৩০ বছর ধরে গণফোরামের নেতৃত্বে আছেন। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বে ২০ বছর ধরে রয়েছেন রাশেদ খান মেনন।

হাসানুল হক ইনু তার নেতৃত্বাধীন জাসদ অংশের প্রধান হিসেবে আছেন ২৪ বছর ধরে। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ২০২২ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। খালেকুজ্জামান ২০২২ সাল পর্যন্ত ৪২ বছর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) নেতৃত্বে ছিলেন।

আ স ম রব ২০০১ সাল থেকে তার নেতৃত্বাধীন জাসদ অংশের প্রধান। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে রয়েছেন আন্দালিভ রহমান পার্থ। তিনি ২০০৮ সাল থেকে দলটির প্রধান।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ২০০২ সাল থেকে জাতীয় *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রাজনৈতিক যোগাযোগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব

সাজ্জাদ সাব্বির

রাজনৈতিক যোগাযোগের ইতিহাসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছে প্রযুক্তি। পোস্টার ও মাইকিং থেকে শুরু করে রেডিও ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল নেতার কণ্ঠকে। রাজনীতিকে দৃশ্যমান করেছিল টেলিভিশন এবং রাজনীতিকে দ্বিমুখী করেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

রাজনৈতিক যোগাযোগের তত্ত্বে মার্শাল ম্যাকলুহানের বিখ্যাত ধারণা ছিল, মাধ্যম নিজেই বার্তার অংশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আসার পর রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম বদলেছিল, ফলে রাজনীতির ভাষা, গতি ও দর্শকও বদলেছিল। পোস্টার থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যন্ত রাজনৈতিক যোগাযোগের এই বিবর্তন নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়িয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এসে সেই ধারায় আরেকটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। এখন রাজনৈতিক বার্তা তৈরি, ব্যক্তিভেদে বদলে দেওয়া, ভোটারের মনোভাব বিশ্লেষণ, প্রচারণার উপকরণ বানানো এবং প্রতিপক্ষকে ঘিরে কৃত্রিম তথ্য ছড়ানো পর্যন্ত অনেক কাজ অটোমেশনের আওতায় আসছে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের গবেষক ক্লাস দে ভ্রেসে এবং ফাবিও ভোটা দেখিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একইসঙ্গে প্রচারণা, রাজনৈতিক সাংবাদিকতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুপারিশ ব্যবস্থা ও নাগরিকের তথ্য গ্রহণের ধরন বদলে দিচ্ছে।

ক্লাসিক রাজনৈতিক যোগাযোগে প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসযোগ্যতা ও বক্তব্য ছিল প্রভাব বিস্তারের প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন একটি বড় ভাষা মডেল কয়েক সেকেন্ডে একই নীতির পক্ষে শত শত যুক্তি তৈরি করতে পারে। একজন প্রার্থীর প্রচারক যেখানে দিনে কয়েকশ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, একটি এআই ব্যবস্থা একই সময়ে অসংখ্য মানুষের জন্য আলাদা কথোপকথন তৈরি করতে পারে।

২০২৩ সালে মার্কিন কংগ্রেস প্রার্থী শামেইন ড্যানিয়েলসের প্রচারণায় ব্যবহৃত 'অ্যাশলি' ছিল এর একটি প্রাথমিক উদাহরণ। এটি ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত রাজনৈতিক ফোনকর্মী, যা একই সময়ে অসংখ্য ভোটারের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন চালাতে পারত। ভোটারের পরিচিতি ও আগ্রহ বিশ্লেষণ করে কথোপকথনের বিষয়ও বদলাতে পারত। ২০টিরও বেশি ভাষায় কথা বলার সক্ষমতার বিষয়েও নির্মাতারা জানিয়েছিলেন।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রচলিত স্বয়ংক্রিয় ফোনবার্তার মতো আগে থেকে রেকর্ড করা বক্তব্য না শুনিয়ে 'অ্যাশলি' তাৎক্ষণিক কথোপকথন চালাতে পারত।

বাস্তবে রাজনৈতিক যোগাযোগে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। একজন প্রার্থী আগে একটি বক্তব্য তৈরি করে লাখো মানুষকে শোনাতেন। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে একই প্রার্থী লাখো মানুষের জন্য লাখো সংস্করণের বক্তব্য তৈরি করতে পারবেন।

ইন্দোনেশিয়ায় ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এ বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। র. যোগি প্রাওয়িরা, আসিয়ারি এবং আখমাদ রোকি আলাওয়ির ২০২৬ সালের গবেষণায় তিন প্রার্থীর জোটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এএমআইএন জোট সচেতনভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি ছবি প্রত্যাখ্যান করে মানব শিল্পীদের ওপর নির্ভর করেছিল। গানজার মাহফুদ জোট লেখাভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চ্যাটবট ব্যবহার করলেও কৃত্রিম ছবি ব্যবহারে দূরত্ব রেখেছিল। প্রাবোয়ো গিবরান প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি দৃশ্যপট ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে তরুণ ভোটারদের কাছে একটি নতুন, বন্ধুসুলভ 'জেমোয়' পরিচিতি নির্মাণ করে। গবেষণাটি দেখিয়েছে, প্রযুক্তি সেখানে শুধু প্রচারের উপকরণ ছিল না, প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণেরও অংশ হয়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক ব্র্যান্ডিংয়ের তত্ত্ব হচ্ছে, একজন প্রার্থী ভোটারের কাছে নিজের একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি তৈরি করতে চান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পরিচিতি নির্মাণের কাজকে দ্রুত ও ব্যাপক করতে পারে। একই মুখকে তরুণ, জনপ্রিয়, দরিদ্রবান্ধব, ধর্মপ্রাণ, আধুনিক বা রাষ্ট্রনায়কসুলভ-নানা দৃশ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব। ফলে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে প্রার্থীর ডিজিটাল পরিচয়ের দূরত্ব বাড়াতে পারে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

আলী ইমাম সভাপতি, শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক- নিউ ইয়র্কে ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ৬ষ্ট মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত: আলী ইমাম দ্বিতীয়বারের মতো সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২৫ সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন, সহ সভাপতি মোস্তফা করিম ফরিদ, সহ সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, যুগ্ম সম্পাদ নাজমুল আলম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ নূর আমিন, ওভারসিস সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, প্রচার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক তানভির করিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নার্গিস রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সৌমিত্র দস্তিদার। কার্যকরী সদস্যরা হলেন এম এ সাদেক, শাহ আলম দুলাল, খন্দকার ফরহাদ, মাহমুদ খান তাসের, কিউ জামান, আবদু রহিম হাওলাদার, এবিএম সালাহউদ্দিন, ফারুক হোসেন মজুমদার, বাসেত রহমান, বিল্লাল চৌধুরী, মইন উদ্দিন নাসের (পদাধিকার বলে সম্মানিত সদস্য)। এ কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মইন উদ্দিন নাসের। কমিটি ঘোষণার সময় জানানো হয় সম্মেলনোত্তর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করা হবে। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

উল্লেখ্য: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক আয়োজিত ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চিন্তক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। গেস্ট অর্ব অর্নার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ মাহমদু তিতুমীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মূখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নতুন সভাপতি আলী ইমাম। সঞ্চালনা করেন নতুন সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। অন্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তফা করিম ফরিদ, ৬ষ্ঠ মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬ উদযাপন কমিটির কনভেনর গিয়াস আহমেদ, রাজনীতিবিদ নাহিদুল খান, ভাসানী ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ টিপু সুলতান, লেখক, গবেষক, নির্মাতা ও ভাসানী চর্চা কেন্দ্র-কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা সৌমিত্র দস্তিদার, ভাসানী গবেষক জুনাইদ এহসান।

মওলানা ভাসানী সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মোড়ক উম্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে। কবিতা আবৃত্তি করেন এম এ সাদেক, হারুন উজ জামান ভূঁইয়া। সংগীত পরিবেশন করেন মরিয়ম মারিয়া, শেখ নীলিমা শশী ও করিম হাওলাদার। সম্মেলনে ১০ দফা রেজ্যুলেশন গৃহিত হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসায় এবার নতুন কড়াকড়ি সামাজিক

১০ পৃষ্ঠার পর

R-2, S, T I U শ্রেণির আবেদনকারীরাও এই নিয়মের আওতায় আসেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে I, TN I TD। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ১৮ সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় কোন পোস্ট বা কোন ধরনের মন্তব্য কীভাবে বিচার করা হবে, তার বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়নি। তবে বলা হয়েছে, ভিসা যাচাইয়ের সময় পাওয়া সব ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হবে। আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারেন কি না, সেটিও বিবেচনা করবেন কর্মকর্তারা। একই সঙ্গে যে ভিসার জন্য আবেদন করা হয়েছে, আবেদনকারী তার শর্ত পূরণ করেন কি না এবং যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সেই ভিসার নিয়ম মেনে চলার বিশ্বাসযোগ্য উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তাও দেখা হবে। আগের শিক্ষার্থী ও exchange visitor visa-সংক্রান্ত নির্দেশনা এই যাচাই কতটা বিস্তৃত হতে পারে, তার কিছু ধারণা দেয়। ২০২৫ সালের জুনে মার্কিন কনস্যুলার কর্মকর্তাদের পাঠানো নির্দেশনায় শুধু ংড়পরধষ সবফরধ নয়, আবেদনকারীর পুরো অনলাইন উপস্থিতি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছিল। এর মধ্যে সাধারণ সার্চ ইঞ্জিন, অনলাইনে প্রকাশিত তথ্য এবং কর্মকর্তাদের নাগালে থাকা অন্যান্য উৎসও ছিল। জবঁঃবৎং জানিয়েছিল, জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য এবং নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রতি সমর্থনের মতো বিষয়ও খোঁজা হচ্ছিল। তবে ১ অক্টোবর থেকে ও, এঞঘ ও এঞউ ভিসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনলাইন তথ্য কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, নতুন ঘোষণায় তার বিস্তারিত জানানো হয়নি। ফলে আগের ভিসাগুলোর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা প্রতিটি পদ্ধতি নতুন এই তিন শ্রেণিতেও একইভাবে প্রয়োগ করা হবে, এমন কথা এখনই বলা যাচ্ছে না।

নতুন তালিকায় ও visa যুক্ত হওয়ায় বিদেশি সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকর্মীদের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পেশাগত কারণে তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতি, নির্বাচন, যুদ্ধ, সরকার, মানবাধিকার কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বিপুলসংখ্যক পোস্ট থাকতে পারে। সংবাদ, প্রতিবেদন বা পেশাগত মন্তব্যও সেখানে থাকার কথা। কিন্তু এসব পোস্ট কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ভিসা কর্মকর্তারা, নতুন নির্দেশনায় সাংবাদিকদের জন্য আলাদা কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

ভিসার আবেদনপত্রে গত পাঁচ বছরে তালিকাভুক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহার করা identifier দিতে হয়। কোনো অ্যাকাউন্ট এখন আর নিয়মিত ব্যবহার করা না হলেও ওই সময়ের মধ্যে সেটি ব্যবহার করা হয়ে থাকলে তার তথ্য চাওয়া হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত সব identifier সঠিকভাবে জানাতে হবে। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিলে আবেদন প্রক্রিয়ায় সমস্যা হতে পারে, এমনকি ভিসা নাকচও হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার আবেদন এখন আর শুধু কাগজপত্র আর সাক্ষাৎকারে সীমাবদ্ধ নেই। পাসপোর্টের পাতার পাশাপাশি আবেদনকারীর অনলাইন জীবনও এখন যাচাইয়ের অংশ। নতুন সিদ্ধান্তটি সেই পরিবর্তনেরই আরেকটি উদাহরণ। তথ্যসূত্র: U.S. Department of State, September 18, 2026

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা।

'কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না'-

১০ পৃষ্ঠার পর

কেবল ফৌজদারি অপরাধে দোষী বা অভিযুক্ত অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু করার এই পদক্ষেপটি একটি বড় ধরনের নীতিগত পরিবর্তন হবে এবং এর ফলে ট্রাম্পের রাজনৈতিক সমর্থকগোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স' (X)-এর মাধ্যমে ডিএইচএস (DHS) 'দ্য ডেইলি ওয়্যার'-এর অভিবাসন বিষয়ক প্রতিবেদক জেনি টায়ারের একটি প্রতিবেদন শেয়ার করে মন্তব্য করে: "এটি মিথ্যা। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমাদের নজরে আসা যেকোনো অবৈধ অভিবাসীকে আমরা গ্রেপ্তার অব্যাহত রাখব।"

নিউ ইয়র্ক সিটিতে জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের উদ্যোগে 'ব্যাক টু স্কুল কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ধর্মীয় আবেশে জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হলো 'ব্যাক টু স্কুলকার্নিভাল'। যুক্তরাষ্ট্রের সামার মৌসুমের শেষ পর্যায়ে মুসলিম শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের জন্য জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার বা জেএমসি'রইয়্যুথ বিভাগের উদ্যোগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার দিনব্যাপী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন জেএমসি ওয়েরখোলা রাস্তায় এই ইসলামিক মেলার আয়োজন করা হয়। মুসলিম কমিউনিটির সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ সহভিনদেশীরাও এই আয়োজন উপভোগ করেন। বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য নানারাইড, খাবার থেকে শুরু করে পোষাক ও পারফিউমের স্টল সহ হরেক রকমের স্টল, ইসলামিক সঙ্গীত প্রভৃতি। এইআয়োজনে সহযোগিতায় ছিলো উৎসব কুরিয়ার, ফ্যামিলি হেলথকেয়ার প্রতিষ্ঠান ফিলজাস, মাসকেয়ার, ভালো প্রভৃতিসংগঠন ও প্রতিষ্ঠান।

ব্যতিক্রমী এই ইসলামিক মেলায় উল্লেখিত আয়োজনের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র সহ সভাপতিআফতাব মান্নান, সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বতর্মান সভাপতি, স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মাওলানা শহীদুল্লাহ, সামসুল ইসলাম মজনু, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মঈন পাটোয়ারী, জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগেরডিরেক্টর আরিফ চৌধুরী, কো অর্ডিনেটর ইয়াসীন ইসলাম প্রমুখ।

সকাল থেকে বিভিন্ন ভেন্ডার, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাইল্যান্ড এভিনিউ থেকে শুরু করে গোথি কড্রাইভ পর্যন্ত জেএমসি ওয়ের উপর নানা স্টল বসে। সেই সাথে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের জন্য একাধিকরাইড স্থাপন করা হয়। বেলা একটার দিকে সপরিবারে মানুষ এসে যোগ দিতে থাকেন। সর্বস্তরের মুসলিম পরিবারেরশত শত মানুষের উপস্থিতিতে অপরাহ্নে জমে উঠে জেএমসি ওয়ে। ভিনদেশীরাও উপভোগ করেন এই আয়োজন। সন্ধ্যা৭টা পর্যন্ত চলে 'ব্যাক টু স্কুল কার্নিভাল'। এতে জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালনকরেন। খবর ও ছবি ইউএনএ'র।

মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতার মর্যাদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী

৫৮ পৃষ্ঠার পর

গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন নেতা ছিলেন যাকে চিনতে-জানতে আরো গবেষানা করতে হবে, তাঁর উপর আরো পড়াশুনা করতে হবে, জানতে হবে। বক্তারা বলেন, মাওলানা ভাসানী বিরুদ্ধে নানা আপ্রচার হয়েছে, অপপ্রচার চলছে। তিনি কখনোই হিন্দু বিদ্ধেষী নেতা ছিলেন না। ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টার-বৌদ্ধ তথা সর্বস্তরের জনমানুষের নেতা। জাতীয় নেতা হিসেবে আমরা তার যথাযথ সম্মান জানাতে পারিনি। বক্তারা বলেন, কিন্তু সময় ফুরিয়ে য়ায়নি। মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে স্মরণ করা উচিৎ। সম্মেলনে ১০ দফা রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। খবর ইউএনএ'র। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ষষ্ঠ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিস্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। গেস্ট অর্ব অর্নার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয় উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী, ভাসানী চর্চা কেন্দ্র-কলকাতা'র প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদার এবং ভাসানী গবেষক জুনাইদ এহসান। ফাউন্ডেশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মূল পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের এবং ভাসানীর উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তফা করিম ফরিদ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ষষ্ঠ মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬ উদযাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ টিপু সুলতান, আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক নাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শাহাব উদ্দিন সাগর।

অনুষ্ঠানে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, মওলানা ভাসানীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যাবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, স্বাধিকার ও জনগণের মুক্তির সংগ্রামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তাঁর উপস্থিতি ছিল। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের নেতা। ক্ষমতা দখলের চেয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, ভাসানীর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণ মানুষ। তিনি ক্ষমতার কাছে যাননি; বরং ক্ষমতাকে সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন।

মওলানা ভাসানীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, দেশীয় শোষণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও ভাসানী আজীবন সোচ্চার ছিলেন। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনকে তিনি একই সূত্রে দেখতেন। তিনি বলেন, ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারাকে কেবল স্মরণসভা বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় তাঁর জনমুখী রাজনীতি, মানবতাবাদী দর্শন এবং শোষণবিরোধী অবস্থান নতুন করে পাঠ ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, মওলানা ভাসানীকে স্মরণ করার অর্থ কেবল অতীতের একজন নেতাকে স্মরণ করা নয়। তাঁকে স্মরণ করার অর্থ দেশের কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের অধিকারের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসা।

বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, একটি ব্যক্তি, দল কিংবা নির্দিষ্ট সময়কে কেন্দ্র করে দেশের ইতিহাসকে বিচার করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ধারা আড়ালে থেকে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। সেই ইতিহাসে মওলানা ভাসানীসহ বিভিন্ন

রাজনৈতিক নেতা ও আন্দোলনের অবদান রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একজনকে এককভাবে 'জাতির পিতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠার ধারণা নিয়েও ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য কওে তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্বের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসও বিভিন্ন নেতা, আন্দোলন ও রাজনৈতিক ধারার সম্মিলিত অবদানের আলোকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। মওলানা ভাসানীর মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, ভাসানী কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের রাজনীতি করেননি। হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন এবং সাধারণ মানুষের অধিকারকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্ম, সম্প্রদায় বা পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা তুলে ধরে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, আসাম থেকে পূর্ববাংলা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি ক্ষমতাসীনদের অন্যায়, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মময় জীবন আলোচনার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথাও তুলে ধরেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার জনগণের সরকার বলেই তিনি সন্তোষে মাওলানার মাজার জিয়ারত করার পর টাঙ্গাইলে কৃষক কর্ড কর্মসূচীর ইদ্বোধন করেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মোড়ক উম্মোচনও করা হয় মূল মঞ্চে। কবিতা আবৃত্তি করেন সাদেক খান ও হারুন উজ জামান ভূঁইয়া। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, নীলিমা শশী ও করিম হাওলাদার। এই পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক এসএম ফেরদৌস।

নতুন কমিটি গঠিত:

সম্মেলনে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ৬ষ্ট মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত: আলী ইমাম দ্বিতীয়বারের মতো সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২৫ সদস্যের কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- মোস্তফা করিম ফরিদ, সহ সভাপতি- কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, যুগ্ম সম্পাদ- নাজমুল আলম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক- এস এম ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ- নূর আমিন, ওভারসিস সম্পাদক- আতাউর রহমান আতা, প্রচার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- তানভির করিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- নার্গিস রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- দেলোয়ার হোসেন শিপন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- সৌমিত্র দস্তিদার। কার্যকরী সদস্যরা হলেন: এম এ সাদেক, শাহ আলম দুলাল, খন্দকার ফরহাদ, মাহমুদ খান তাসের, কিউ জামান, আবদু রহিম হাওলাদার, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, বাসেত রহমান, বিল্লাল চৌধুরী, মইন উদ্দিন নাসের (পদাধিকার বলে সদস্য)। এ কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। কমিটি ঘোষণার সময় জানানো হয় সম্মেলনোত্তর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করা হবে। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

সম্মেলনে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সংসদ সদস্য মমতাজ আলো এবং ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসেন খান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আহমেদ, সমন্বয়কারী কাজী আজম সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাসনী ভক্ত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন।

নিউ ইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য্য ও সমাজসেবক সুশীল সাহা সম্বর্ধিত

পরিচয় ডেস্ক: মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ সেবায় অবদানের জন্যে নিউইয়র্কের হিন্দু সম্প্রদায় শুক্রবার ২৫শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কুইন্সে মুক্তিযোদ্ধা ৮৬ বছর বয়স্ক অবিনাশ আচার্য্য এবং ৮৩ বছর বয়স্ক সমাজ সেবক সুশীল সাহা-কে সম্বর্ধনা দিয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার ভোলানাথ বণিক। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়, নিউইয়র্ক। শুরুতে গীতা পাঠ করেন শ্রীনিত্যনন্দ কিশোর দাস প্রভু। সভাপতি ও সম্বর্ধিতদের ফুলের

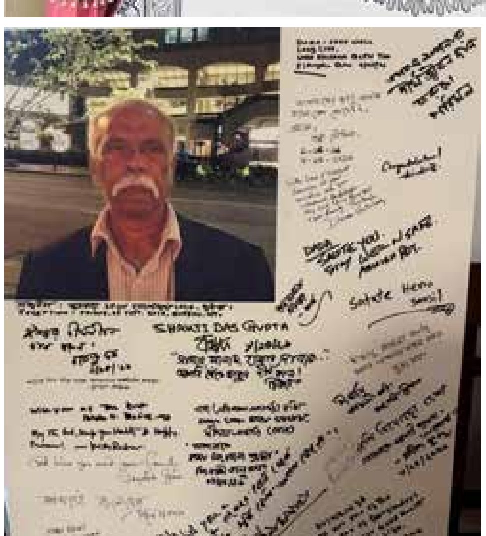

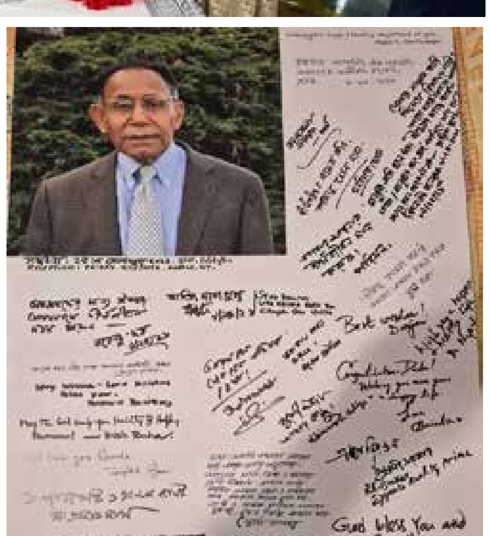

তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন সুবর্ণা সেনগুপ্ত, সুলেখা পাল, ও রানা সাহা। অবিনাশ আচার্য্য ও সুশীল সাহাকে ক্রেস্ট প্রদান করেন ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক নবেন্দু বিকাশ দত্ত।

আলপনা গুহ ও সুমিত্রা সেন দু'জনকে দু'টি শাল পরিয়ে দেন্। শীতাংশু গুহ তিনজনকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই, 'বাংলাদেশ: এক্সটিনসন অফ হিন্দুজ ইন গ্লোবাল কন্টেস্ট' বইটি উপহার দেন্। এরপর অতিথিত্রয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং সবাই সমবেত কণ্ঠে 'আগুনের পরশ মনি-' গানটি পরিবেশন করেন। অবিনাশ আচার্য্য ও সুশীল সাহাকে কংগ্রেশনাল প্রক্লেমেশন উপহার দেন এবং সেটি পড়ে শোনান ড. দিলীপ নাথ ও দীপা নাথ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সুভাষ কুমার সাহা ও অর্ধেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস।

মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য্য ইংরেজীতে তাঁর জীবনের আলেখ্য তুলে ধরেন, বিশেষত: মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার কথা দর্শকদের বর্ণনা করেন। দর্শক-শ্রোতা পিনপতন নিস্তব্ধতায় তাঁর বক্তব্য শুনেন। সমাজ সেবক সুশীল সাহা তার বক্তব্যে সমাজসেবা, রাজনীতি, ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা তুলে ধরেন। সম্বর্ধিত বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদ্বয় এ সময়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন, তাঁরা বারবার অয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। নিউইয়র্কে এধরণের ঘটনা এ প্রথম, উপস্থিত সবাই এটিকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ৮০-উর্দ্ধ ২জন মানুষকে সম্মানিত করে আমরা ধন্য, এবং এটি সমাজে তাদের অবদানের স্বীকৃতি। অনুষ্ঠানে ২জন আলোকিত মানুষের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করা হয় যাতে তাঁরা সমাজের জন্যে আরো কাজ করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাক্তার প্রভাত দাস, চন্দন সেনগুপ্ত, নবেন্দু দত্ত, ড: দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণু গোপ, রিনা সাহা, দীপিল নাথ, রামদাস ঘরামী, অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পরেশ সাহা, কৃষেন্দু রুদ্র প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানান ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সাবেক গভর্নর ড. তথাগত রায়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জিত ঘোষ, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অসীম সাহা, পার্থ সাহা, নিতাই পাল, ডাঃ টমাস দুলু রায়, গোপন সাহা, পিনাকী তালুকদার, শুক্লা ভৌমিক, বুল্বুল ভৌমিক, শিবু পোদ্দার, শিবু শর্মা, ধ্রুব চক্রবর্তী, পরিমল, ঝুমুর ভট্টাচার্য্য, দীনেশ মজুমদার, সুমি ও সুজন, সুমিত্রা সেন, গণেশ ভৌমিক, রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত দাস টুটুল, প্রদীপ কুন্ডু, আশীষ পাল, আশীষ রায়, জয়দেব গাইন, শক্তি গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ সরকার, রণেশ চক্রবর্তী, অনুপ কুমার, ও ড. চন্দন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিতাংশু গুহ। নৈশ ভোজের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস-বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের কড়া জবাব দিলেন

৫ পৃষ্ঠার পর

নগর কর্তৃপক্ষের নেই। তাই নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করতে মামদানি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এসব নিয়ে জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে মামদানিকে সরাসরি আক্রমণ করেন নেতানিয়াহু। ৩৪ বছর বয়সী এই মুসলিম মেয়রকে ইহুদিবিদ্বেষী আখ্যা দেন তিনি। নেতানিয়াহু বলেন, মামদানি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ইসরায়েলের সমালোচনা করে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে নিউইয়র্কে অনেক ইহুদি নিজেদের নিরাপদ মনে করেন না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুছবি: রয়টার্স

পরে এক বিবৃতিতে মামদানি বলেন, ফিলিস্তিনিদের ওপর নিজের চালানো গণহত্যাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের ভাষণকে ব্যবহার করে আবার ভিত্তিহীন মিথ্যা ছড়িয়েছেন নেতানিয়াহু। মামদানির ভাষায়, তবে কোনো মিথ্যাই এই সত্যকে বদলে দিতে পারবে না যে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

ভাষণে গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেন নেতানিয়াহু। তাঁর কথায়, 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মিথ্যা।' নেতানিয়াহুর ভাষণে মামদানির স্ত্রী রামা দুয়াজির কথাও আসে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার পর সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানানো কিছু পোস্টে লাইক দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন দুয়াজি।

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় মামদানি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তবে এর কিছু আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি। সেখানে নিজের সরকারি বাসভবনে একটি জলপাইগাছের চারা রোপণ করতে দেখা যায় মামদানিকে। গাজার কয়েকটি ফিলিস্তিনি পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজ করতেও দেখা যায়। ভিডিও শিরোনাম, 'আমাদের ভবিষ্যৎ যেন শান্তির হয়।'

মামদানিকে নিয়ে নেতানিয়াহুর সমালোচনা জাতিসংঘের মঞ্চ ছাড়িয়ে ইসরায়েলেও চলছে। আগামী মাসে দেশটিতে নির্বাচন। এই নির্বাচন নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টির জন্য বড় পরীক্ষা। নির্বাচন ঘিরে প্রচারে দলটি বিভিন্ন বিলবোর্ড ও পোস্টারে মামদানির ছবি ব্যবহার করছে। সেখানে মামদানির পাশাপাশি ইরান, তুরস্ক ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নেতাদের ছবিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ ছাড়া চলতি মাসের শুরুতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি একটি ভিডিও প্রকাশ করেন নেতানিয়াহু। সেখানে নির্বাচনে তাঁর পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘিরে মামদানিকে উচ্ছ্বাস করতে দেখা যায়। চলতি সপ্তাহের শুরুতেও মামদানিকে আক্রমণ করে আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেন নেতানিয়াহু। সেখানে মামদানির বিরুদ্ধে ইহুদিবিরোধী দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ তোলেন তিনি।

মামদানির বিরুদ্ধে নেতানিয়াহুর এসব আক্রমণের সমালোচনাও হচ্ছে। যেমন মামদানির মিত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ব্রুকলিন ও ম্যানহাটানে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ব্র্যাড ল্যান্ডার। জাতিসংঘে মামদানিকে নিয়ে নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, নিজের অপরাধের জন্য জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়ার বদলে নেতানিয়াহু যদি ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, তাহলে ইসরায়েলি ও মার্কিন ইহুদিদের নিরাপত্তা আরও কমে যায়।

ভোটারদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ে বিতর্কিত ডেটাবেস

৮ পৃষ্ঠার পর

'সিস্টেমেটিক এলিয়েন ভেরিফিকেশন ফর এনটাইটেলমেন্টস' (SAVE) নামক কর্মসূচিটি কর্মকর্তাদের ভোটার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের যোগ্যতা যাচাই করার সুযোগ দেয়।

সরকারি সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদনকারীদের নাগরিকত্ব বা অভিবাসন সংক্রান্ত মর্যাদা যাচাইয়ে কর্মকর্তাদের সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে এই ডেটাবেসটি প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।

তবে গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন 'সোশ্যাল সিকিউরিটি'র তালিকা থেকে সংবেদনশীল তথ্য ব্যবহার করে ব্যাপক পরিসরে তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অনুসন্ধান সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল।

কিন্তু জুন মাসে বাইডেন-নিযুক্ত মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জাজ স্পার্কল এল. সুনান রায় দেন যে, এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাটি প্রমাণ করে যে ফেডারেল সরকার মার্কিন নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার "জেনেবুঝে এমনভাবে লঙ্ঘন করেছে যা ভোটাধিকারের মতো পবিত্র অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলে"।

একটি ফেডারেল আপিল আদালত তাঁর এই রায় বহাল রাখলেও, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দেয়।

সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় যে, ১৯৯৬ সালের একটি আইনের আওতায় ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS)-এর ফেডারেল সংস্থাগুলোর কাছ থেকে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার এবং সেই তথ্য চাওয়া অঙ্গরাজ্যগুলোর অনুরোধে সাড়া দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য 'সেভ' (ঝধাব) কর্মসূচিটি ব্যবহার করা ঐচ্ছিক।

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী বিচারকের আদেশটি "ফেডারেল সরকারকে এমন একটি কর্মসূচি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে, যা তারা এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করে"।

ভোটাধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন এই রায়কে "অত্যন্ত হতাশাজনক" বলে অভিহিত করেছে।

মামলাটির প্রধান বাদী 'লিগ অফ উইমেন ভোটারস' এক বিবৃতিতে বলেছে, "এর ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে প্রশাসনের ভোটার তালিকা যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত অবিশ্বস্ত ডেটাবেসের কারণে লাখ লাখ আমেরিকান বেআইনিভাবে লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে।"

"ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সিদ্ধান্তটি যাতে বহাল থাকে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমেরিকানদের ভোটাধিকার ও গোপনীয়তার অধিকার রক্ষায় আমরা আমাদের সাধ্যমতো সবকিছু করব।"

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
আসুন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি
A1 to A21
A2
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
DULAL BEHEDO, SR. VICE PRESIDENT
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি
ABUL KALAM BHUIYAN, VICE PRESIDENT
A5
মোঃ নওশেদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ASST. GENERAL SECRETARY
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI, TREASURER
A7
মোঃ জামিল আনসারী
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD JAMIL ANSARY, ORGANIZING SECRETARY
A8
রুশদী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
CULTURAL SECRETARY
A9
সৈয়দ গৌছুল হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
PUBLIC RELATION & PUBLICITY SECRETARY
A10
কয়েছ আহমদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
KOYES AHMED, SOCIAL WELFARE SECRETARY
A11
মোঃ আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
MD. AKHTER BABUL, LITERACY SECRETARY
A12
মোরশেদ আলম
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
MORSHED ALAM, SPORTS & ENTERTAINMENT SECRETARY
A13
মোঃ মাইন উদ্দিন (নটু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
A14
বি মেহের চৌধুরী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক
WOMEN & CHILDREN AFFAIRS SECRETARY
A15
কাজী হাসান
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
KAZI HASAN, YOUTH & IT SECRETARY
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য
ABUL BASHAR BHUIYAN, EXECUTIVE MEMBER
A17
সিদ্দিক পাটোয়ারী
কার্যকরী সদস্য
SIDDEQUE PATWARY, EXECUTIVE MEMBER
A18
প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
কার্যকরী সদস্য
PROF. MD ABDUL BASIR, EXECUTIVE MEMBER
A19
মাসুদুল হক ছানু
কার্যকরী সদস্য
MASHUDUL HAQUE SANU, EXECUTIVE MEMBER
A20
মোহাম্মদ কাউছার আলম
কার্যকরী সদস্য
MOHAMED KAWSAR ALAM, EXECUTIVE MEMBER
A21
মনিরুল ইসলাম মনির
কার্যকরী সদস্য
MONIRUL ISLAM MONIR, EXECUTIVE MEMBER
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারেঃ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের ব্রুকলীনের সভা জনসভায় পরিণত

আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না : কুনু

নির্বাচিত হলে জবাবদিহীর সোসাইটি গড়বো : ফিরোজ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ‘পরিবর্তনের শ্লোগান’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘কুনু-ফিরোজ’প্যানেলের উদ্যোগে ব্রুকলীনে নির্বাচনী সভায় বক্তারা এই প্যানেল-কে যোগ্য ও সবার সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করেনির্বাচিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী অআজমল হোসেন কুনু বলেছেন, আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না। নির্বাচিত হলে সবাইকে নিয়ে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে সোসাইটিকে তথাকমিউনিটিকে শক্তিশালী করবো। প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেছেন, নির্বাচিত হলেজবাবদিহীর সোসাইটি গড়বো।

গত ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর রাধুনী রেষ্টুরেন্টে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের উদ্যোগে প্রথমবৃহৎ আকাওে নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে সভাটি জনসভায়পরিণত হয়। অনেক বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে বসা বা দাঁড়ানোর স্থান না পেয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সভায় অংশ নেন। সন্ধ্যা৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানানাসির উদ্দিন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায়আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি, সোসাইটিরসাবেক সহ সভাপতি আব্বস উদ্দিন দুলাল ও ফারুক চৌধুরী, সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান মাহফুজুল মওলানা নান্নু, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, গ্রেটারনোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টিবোর্ড চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতিইউএসএ’র সভাপতি ইউনুস সরকার, সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রুহুলআমীন সিদ্দিকী ও প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনঅব আমেরিকা’র (একাংশ) সভাপতি মইনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদসেলিম, সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ’র ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য রফিকুল মওলা, উপদেষ্টা গোলাম মাহমুদ, লক্ষীপুর জেলাসোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর মোল্লা, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র সহ সভাপতি ইলিয়াস আলী, কমিউনিটি নেতা টি মোল্লা, মীর মারফত উল্লাহ, এডভোকেট সেলিম, ইদ্রিস আলী, আব্দুল আওয়াল, শাহাদৎ হোসেন, মাহবুবুল আলম প্রমুখ।

সভায় অতিথিবৃন্দ সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির উপদেষ্টা এমডি বারী, সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ’র সিনিয়র সহ সভাপতি মঞ্জুরুল কাদের, সহ সভাপতি আবুল কালাম লাবু, সাবেকসাধারণ সম্পাদক মাকসুদুর রহমান ও সহ সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, ফেনী জেলা সমিতি ইউএসএ’রসাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন, বিশিষ্ট রাজনীতিক এএসএম রহমতউল্লাহ, এডভোকেট আরিফু চৌধুরী, কমিউনিটিঅ্যাক্টিভিষ্ট লুৎফুল করীম, শাহাবুদ্দীন চেয়ারম্যান, আহসানউল্লাহ বাচ্চু, এস এম ফেরদৌস, ইসমত পাশা খোকন, ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি পদপ্রার্থী ও সোসাইটির বর্তমানসহ সাধারণ সম্পাদক কালাম ভূঁইয়া, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচলনা কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মাহমুদুল হাসানপ্রমুখ। সভায় প্যানেল নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ কনে এম ও জি রাসেল ভূইয়া। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেনমাইনুল উদ্দিন মাহবুব, ওয়ালিদুল ইসলাম ও প্রফেসর আযাদ।

সভায় আজমল হোসেন কুনু আরো বলেন, সোসাইটিতে আগেও সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছি। কিন্তু সোসাইটিরকোন অর্থ অপচয় করিনি। তবে প্রয়োজনের জন্য যা করা দরকার তাই করবো, কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবোনা। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত নামের জন্য সোসাইটির একটি অর্থও ব্যয় করবো না। তিনি বলেন, যেদিনসোসাইটির একাউন্টে ভবন কেনার অর্থ জমা থাকবে সেদিনই ভবন কিনবো। আমাদের ভবন রয়েছে আগে এই ভবনরক্ষা করতে হবে, ভায়োলেশন মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে আমাদের প্রথম কাজ হবেফিউনেরাল হোম প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, সোসাইটিকে গণমুখী করতে আগামীতে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে দেশের৬৪ জেলার ৬৪ জনকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবো, দেশের ৮ বিভাগ থেকে আরো আরো ৮ জনকে সম্পৃক্ত করেট্রাষ্টি বোর্ড ২০ সদস্য বিশিষ্ট করা হবে। তাছাড়া ব্যয় বহুল নয়, আগামীতে সোসাইটির নির্বাচন সম্ভব অল্প ব্যয়েনির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে। সোসাইটিতে যা করা হবে তা কমিউনিটির সাথে বৈঠক করে আলোচনারভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ফিরোজ আহমেদ বলেন, পৃথি বীতে বাংলা ভাষাভাষীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। আমরাকৃষ্টাল-ক্লিয়ার জবাবদিহীমূলক সোসাইটি গড়তে চাই। নিউ ইমিগ্র্যান্টদের চাকরীর সুযোগের পথ দেখানো, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান চালু সহ প্রবাসীদের সমস্যা মোকাবেলায় তিনি কতিপয় কর্মসূচী বাস্তবায়নেরপ্রতিশ্রুত দেন এবং নতুন প্রজন্মকে সোসাইটীমুখী করার জন্য প্রয়োজনে আগামীতে কার্যকরী পরিষদে পদ সৃষ্টি করারকথা জানান। তিনি বলেন, ইফতার মাহফিলের নামে অপচয় নয়, বরং অর্থ সাশ্রয় করে অনুষ্ঠান করারও প্রতিশ্রুতদেন ফিরোজ আহমেদ। এছাড়াও তিনি আরো কবর ক্রয় এবং অনলাইনে ভোটার হওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করারউপর গুরুত্বারোপ করেন।

জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি বলেন, আমি একাধিকবার সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলাম। আমাদেরসময় একটি ব্যাংক একাউন্ট থেকে নির্বাচনী হিসাব পরিচালনা করা হয়েছে, কিন্তু এবারই একাউন্ট পরিবর্তন করাহয়েছে, কেনো? গত নির্বাচনে অনেক প্রতিশ্রুতি শুনেছিলাম, তার কোন বাস্তবায়ন নেই। তিনি বলেন, বর্তমান কমিটিকেহিসাব দিয়ে ভোট চাইতে আসতে হবে। ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতারে খরচ হয়েছে, ২৪ হাজার ডলার ফটো কার্ড, ম্যাগাজিনে খরচ হয়েছে- তার হিসাব দিতে হবে। তিনি অজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজ আহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্নব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

মোহাম্মদ হানিফ বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে সোসাইটির সাথে জড়িত থাকলেও প্রকাশ্যে আসিনি। ইতিপূবে সোসাইটিরকোন নির্বাচনে কোন প্যানেল সমর্থন করিনি। কিন্তু বর্তমান কমটির কার্যকলাপ দেখে এবার পরিবর্তনের জন্যই‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেল- *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

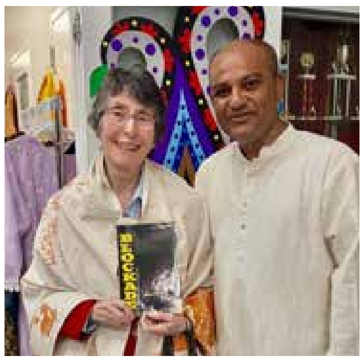

ফিলাডেলফিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু ফিলিস টেলরকে স্মরণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ১৯৭১-এর ‘ব্লকেড’ আন্দোলনে সাহসী ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু, শান্তিকর্মী, মানবাধিকারকর্মী ও সমাজসেবী ফিলিস টেলরের জীবন ও কর্ম স্মরণে ফিলাডেলফিয়ায় এক আবেগঘন স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে তাঁর পরিবার, বন্ধু, সাবেক সহকর্মী, শান্তিকর্মী, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন অভিবাসী কমিউনিটিসহ বাংলাদেশী প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক ‘ইষড়পশধফব’ আন্দোলনের অন্যতম সাহসী কর্মী ছিলেন ফিলিস টেলর। স্বামী রিচার্ড টেলরসহ শান্তিকর্মীদের সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের জন্য অস্ত্রবাহী জাহাজ ঠেকানোর অহিংস আন্দোলনে অংশ নেন। ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর বন্দরকেন্দ্রিক ওই প্রতিবাদে ছোট নৌকা ও ক্যানো নিয়ে জাহাজের গতিপথ বাধাগ্রস্ত করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছিল।

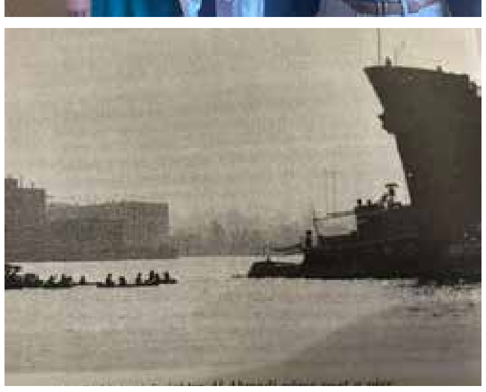

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ আন্দোলন আন্তর্জাতিক সংহতির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। কয়েক মাসের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পর যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করে দেয় বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে।

ফিলিস টেলরের জীবন শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি দীর্ঘদিন শান্তি, মানবাধিকার, কারাবন্দিদের অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করেছেন। নার্স ও চ্যাপলিন হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি কারাগারে স্বাস্থ্য ও মানবিক অধিকার নিয়ে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান। ১৯৬০-এর দশকে তিনি নাগরিক অধিকার আন্দোলনে অংশ নেন এবং ফোলক্রফটে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, অভিবাসী ও শরণার্থীদের সহায়তা এবং বিভিন্ন মানবাধিকার কার্যক্রমে তিনি যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। ২০২৫ সালে ফিলাডেলফিয়া বইমেলা ও নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও তাঁর স্বামী রিচার্ড টেলরের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছিলেন।

ফিলিস টেলরের জীবন ও ১৯৭১ সালের আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে নির্মিত ‘ইষড়পশধফব’ প্রামাণ্যচিত্রেও তাঁর সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে। পরিচালক আরিফ ইউসুফ নির্মিত ৮৫ মিনিটের এই প্রামাণ্যচিত্রে ফিলিস ও রিচার্ড টেলরসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্দোলনকারী বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

স্মরণসভায় বাংলাদেশি কমিউনিটির অংশগ্রহণ

স্মরণসভায় ফিলাডেলফিয়া ও আশপাশের বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ড. নিনা আহমেদ, সিটি অব লাজ, ফিলাডেলফিয়া, হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়ার সভাপতি কামরুল হাসান; ‘ইষড়পশধফব’ প্রামাণ্যচিত্রের পরিচালক আরিফ ইউসুফ ও তাঁর পরিবার, নিউ জার্সি; ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সৈয়দ তাজবীর ইমাম তাসবির; আপার ডারবির শাওন আহমেদ; ল্যান্সডেল থেকে নুসরাত রওশন ও তাঁর পরিবার, বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অফ পিএ এর শাওন, আরিফ ও কামরুলসহ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ফিলাডেলফিয়া পত্রিকার সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম আরিফ। অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশ নিয়ে ড. নিনা আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম আরিফ ও নুসরাত রওশন ফিলিস টেলরের জীবন, মানবিক মূল্যবোধ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ডঃ নিনা আহমেদ বলেন, ফিলিস টেলর বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন না; কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও দুর্ভোগ তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান প্রমাণ করে, মানবিকতা ও বিবেকের কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই।

স্মরণসভায় প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন উদ্দিন আহমেদের পক্ষে বক্তব্য দেন আশরাফুল ইসলাম আরিফ। তিনি বলেন, “ফিলিস টেলর শুধু বাংলাদেশের একজন বন্ধু ছিলেন না, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসেরও একজন অংশ। তাই তাঁর অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থনের ইতিহাসে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।” স্মরণসভায় অংশ নেওয়া ফিলিস টেলরের বন্ধু, সাবেক সহকর্মী, পরিবারের সদস্য, সমাজকর্মী ও অভিবাসী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে-ফিলিস টেলরের জীবন ছিল শান্তি, ন্যায়, মানবিকতা ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক দীর্ঘ পথচলা। ফিলিস টেলর ৪ জুন ২০২৬, ৮৪ বছর বয়সে ফিলাডেলফিয়ার উইনমুরে কিস্টোনকেয়ার হসপিসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জীবন ও কর্ম বিশেষ করে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর অবস্থান নতুন করে স্মরণ করছে বাংলাদেশি কমিউনিটি।

ফিলিস টেলরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি স্মরণসভা থেকে তাঁর অবদান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস ও কমিউনিটির স্মৃতিতে সংরক্ষণের আহ্বান জানানো হয়। - ফিলাডেলফিয়া থেকে আশরাফুল ইসলাম আরিফ প্রেরিত

যুক্তরাষ্ট্রে ঝড়বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু, হাজারো মানুষ

৫ পৃষ্ঠার পর

বন্যা ও সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছিল। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস (এনডব্লিউএস) জানায়, উত্তর-মধ্য আটলান্টিক এবং দক্ষিণের নিউ ইংল্যান্ড উপকূলের কাছে ঝড়টি অবস্থান করছিল। সেখানে ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল। পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাতের দিকে ঝড়টি নিউ জার্সি ও লং আইল্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাবে। আর রোববার সকাল নাগাদ ওই অঞ্চলে ঝড়টির প্রভাব সবচেয়ে বেশি হতে পারে। পূর্ণিমার কারণে সপ্তাহজুড়ে একাধিক জোয়ারের সময় মধ্য আটলান্টিক উপকূলে বড় ধরনের জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে জানিয়েছে এনডব্লিউএস। এ জন্য উপকূলীয় এলাকাগুলোয় বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা করছে প্রতিষ্ঠানটি। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটি ও লং আইল্যান্ডের উপকূলীয় এলাকায় গতকাল শক্তিশালী ঝড় আঘাত হেনেছে।

এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে গভর্নর ক্যাথি বলেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ সপ্তাহান্তে কেউ পানিতে বা পানির কাছাকাছি গেলে আক্ষরিক অর্থেই নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলবেন। ব্রুকলিনে ৫৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো। ঝোড়ো বাতাসে একটি গাছ তাঁর ওপর উপড়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড ও পেনসিলভানিয়ায় ৬০ হাজারের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন ছিলেন। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইট পাওয়ারআউটেজডটকম এ তথ্য জানিয়েছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দিনে লং আইল্যান্ডে ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। এতে আরও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

গভর্নর ক্যাথি বলেন, কিছু এলাকায় ২০ ফুট বা প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ আঘাত হানতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল শহর নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি শহরটির বাসিন্দাদের সতর্ক করে বলেন, ঝোড়ো বাতাসে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়তে পারে। তাই প্রয়োজন না হলে বাসিন্দাদের ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ঝড়বৃষ্টির কারণে গতকাল সকালে শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। শুধু বোস্টনের লোগান বিমানবন্দরেই ২৫৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। পুরো অঞ্চলেই ফ্লাইট চলাচলে দেরি হচ্ছিল বলে জানিয়েছে ফ্লাইট পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ফ্লাইটঅ্যাওয়ার। জেট ব্লু, ইউনাইটেড, আমেরিকান এয়ারলাইনসসহ বড় কয়েকটি বিমান সংস্থা যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। তবে যাত্রীরা অতিরিক্ত ফি ছাড়া ফ্লাইট পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা জড়ো হয়েছেন। ঝোড়ো বাতাসের কারণে সংবাদমাধ্যমগুলোকে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের বাইরে থাকা সম্প্রচার সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানিকে ঘিরে

৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি নেতানিয়াহুকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে গণহত্যা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারের সময় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরোয়ানার ভিত্তিতে নেতানিয়াহুকে নিউইয়র্কে এলে গ্রেপ্তারের কথা বলেছিলেন। পরে মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর সিটির আইনগত পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ওই পরোয়ানা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের নেই। গত জুলাইয়ে মামদানি বিষয়টি স্বীকার করেন এবং বলেন, সিটির স্থানীয় আইন মেনেই তার প্রশাসন কাজ করবে। এখানেই বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। মেয়র মামদানির বক্তব্যকে তার সমালোচকেরা ইসরায়েলবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে দেখছেন এবং তাদের কেউ কেউ মনে করছেন, এ ধরনের কঠোর ভাষা নিউইয়র্কের ইহুদি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে মামদানি নিজে ইহুদি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, ইহুদি নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা তার প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। গত আগস্টে সিটি হলে একদল ইহুদি ধর্মীয় নেতা মেয়র মামদানির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ইসরায়েল নিয়ে তার বক্তব্যের সামাজিক প্রভাব এবং নিউইয়র্কের ইহুদি জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়। বৈঠকে অংশ নেওয়া কয়েকজন ধর্মীয় নেতা মনে করেন, ইসরায়েল সরকারের নীতির সমালোচনা এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য তুলে ধরা জরুরি। তাদের বক্তব্য ছিল, ইসরায়েলের নীতির বিরোধিতা করা যেতে পারে, কিন্তু এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয় যা নিউইয়র্কের সাধারণ ইহুদি জনগোষ্ঠীকে কোনো বিদেশি সরকারের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করে তুলতে পারে। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বিশ্ব গণতন্ত্র দিবস: ক্ষমতা ছাড়তে না

২৩ পৃষ্ঠার পর

পার্টির আরেকটি অংশের নেতৃত্বে আছেন। গণসংহতি আন্দোলনের নেতৃত্বে ২০০২ সাল থেকে ছিলেন জোনায়েদ সাকি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংসদ সদস্য হওয়ার পর তিনি দলটির নেতৃত্ব থেকে সরে আসেন।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের নেতৃত্বে ২০০৩ সাল থেকে ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। ২০২৫ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন।

একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ২০০৪ সালে বিকল্পধারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২৪ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ২০ বছর তিনি দলটির সভাপতি ছিলেন।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) নেতৃত্বে আছেন অলি আহমদ। তিনি ২০০৬ সাল থেকে দলটির প্রধান। বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দিলীপ বড়ুয়া আছেন ১৯৮৭ সাল থেকে।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নেতৃত্বে আবদুল কাদের সিদ্দিকী রয়েছেন ১৯৯৯ সাল থেকে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাইফুল হক আছেন ২০০৪ সাল থেকে।

ধর্মভিত্তিক ও ইসলামপন্থী দলগুলোর ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতৃত্বে সৈয়দ রেজাউল করিম আছেন ২০০৬ সাল থেকে।

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী আছেন ২০০৫ সাল থেকে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জী। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর তার মৃত্যুর পর ছেলে শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ দলটির নেতৃত্ব দেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন।

জাকের পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে মোস্তফা আমীর ফয়সাল আছেন ১৯৮৯ সাল থেকে।

এই দিক থেকে বিবেচনা করলে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংকট যতটা না সংবিধানগত সমস্যা, তারচেয়েও আমাদের চিন্তাধারা, চর্চা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে।

কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, তা নিয়ে বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা কীভাবে ক্ষমতা ভাগ করবেন, ক্ষমতার সীমা মেনে চলবেন এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, সেদিকে তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে রাজনীতিতে এই বৈপরীত্য গভীরভাবে গেঁথে গেছে।

কোনো নেতা জনপ্রিয় হতে পারেন। তিনি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণও হতে পারেন কিংবা নির্বাচনে সফল হতে পারেন। কিন্তু এসব কোনো কিছুই একজন ব্যক্তির স্থায়ী নেতৃত্বকে গণতান্ত্রিক করে তোলে না।

গণতন্ত্রে এমন সুযোগ থাকতে হয়, যেখানে জনপ্রিয় নেতাকেও চ্যালেঞ্জ করা যাবে। এই সুযোগ না থাকলে একটি রাজনৈতিক দল নাগরিকদের সংগঠন হিসেবে কাজ করতে পারে না। তখন সেটা হয়ে ওঠে অনুসারীদের দল, যেখানে ওপরের নেতার সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

এর প্রভাব পড়ে পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও। তরুণ রাজনৈতিক কর্মীরাও তখন শিখতে থাকেন, দলে এগিয়ে যেতে হলে ভালো ধারণা, সাংগঠনিক দক্ষতা বা মানুষের সমর্থনের চেয়ে ক্ষমতাবান নেতাদের কাছাকাছি থাকাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সেখানে নতুন ধারণার চর্চার বদলে গুরুত্ব পায় আনুগত্য।

এভাবেই এমন রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরের প্রজন্মেও টিকে থাকে। বাংলাদেশ এখন একটি কঠিন, তবে জরুরি পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেশকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে হলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক রাজনীতিতে যেতে হবে।

স্পিকার রাষ্ট্রের জমে থাকা ক্ষত

২১ পৃষ্ঠার পর

মানুষকে বারবার অফিসে যেতে হয়-তখন দুর্নীতি সুযোগ পায়। দুর্নীতি যেন সেই আগাছা, যা জন্মায় যেখানে মাটি অনুর্বর, যেখানে নিয়ম দুর্বল, যেখানে মানুষ ক্লান্ত।

পরিবর্তন এক দিনে আসে না। কিন্তু পরিবর্তন আসে যখন প্রশাসন স্বচ্ছ হয়, প্রযুক্তির ব্যবহার হয়, সেবা প্রদান সহজ হয়, আইনের প্রয়োগ কঠোর হয়, মানুষ সচেতন হয় আর নৈতিকতা মূল্য পায়। যখন অফিসে ডিজিটাল সেবা বাড়ে, যখন আদালতে মামলার তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায়, যখন ঘুষ নেওয়ার সুযোগ কমে যায়, তখন দুর্নীতির অন্ধকার একটু একটু করে কমে।

পরিবর্তন আসে মানুষের ভেতর থেকেও-যখন একজন মানুষ ঘুষ দিতে অস্বীকার করেন, যখন একজন কর্মকর্তা ঘুষ নিতে অস্বীকার করেন, যখন সমাজ অন্যায়কে সহ্য করে না। বাংলাদেশের অফিস-আদালতে দুর্নীতি আছে, এটি সত্য। কিন্তু এই সত্যের মাঝেও আরেকটি সত্য আছে-বাংলাদেশের মানুষ এখনো আশা হারায়নি।

কুৎসিত মন দিয়ে সুন্দরকেও অসুন্দর করে ফেলা যায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাঝে মাঝে এমন কিছু বাক্য উচ্চারিত হয়, যা শুধু শব্দ নয়-একটি যুগের ক্লান্তি, ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সম্প্রতি এমনই একটি বাক্য ছুড়ে দিয়েছেন জনসমক্ষে, 'সরকারি কর্মকর্তাদের অধিকাংশই চোর।' এই বাক্যটি যেন কোনো সাধারণ অভিযোগ নয়; বরং রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষতকে একঝটকায় উন্মুক্ত করে দেওয়া। এটি এমন একটি বাক্য, যা শুনলে মনে হয়-একটি দেশের প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালগুলো হঠাৎ কেঁপে উঠেছে। এই বক্তব্যের তাৎপর্য একমাত্রিক নয়। এটি যেন পেঁয়াজের মতো, একটি স্তর খুললে আরেকটি স্তর দেখা যায়।

যখন রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থাকা একজন ব্যক্তি এমন কথা বলেন, তখন তা শুধু অভিযোগ নয়-একটি স্বীকারোক্তি। এটি বলে দেয় যে প্রশাসনের ভেতরে নৈতিকতার যে অবক্ষয় বহুদিন ধরে মানুষ অনুভব করছিল, তা এখন ক্ষমতার কেন্দ্র থেকেও স্বীকৃতি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বহু বছর ধরে অফিসে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা পায়-ফাইল আটকে থাকে, কাজ এগোয় না, দালাল ঘুরে বেড়ায়, ঘুষ ছাড়া সেবা পাওয়া কঠিন। স্পিকারের বক্তব্য যেন সেই জনতার দীর্ঘশ্বাসকে ভাষা দিয়েছে। এমন বক্তব্য কখনো সাহসের পরিচয় হতে পারে, আবার কখনো রাজনৈতিক কৌশলও হতে পারে। কোনটি সত্য, তা সময়ই বলে দেবে।

একজন স্পিকারের মুখে এমন অভিযোগ প্রশাসনের প্রতি গভীর অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়। এটি যেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘোষণা। এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া নানা দিকে ছড়িয়ে যেতে পারে, যেন পুকুরে পাথর ছুড়ে দিলে চারদিকে ঢেউ ওঠে।

সরকারি কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ এই বক্তব্যে আহত হতে পারেন। কারণ, 'অধিকাংশই চোর', এটি একটি সামগ্রিক অভিযোগ, যা সৎ কর্মকর্তাদেরও একই ছায়ায় ফেলে দেয়। অফিসের করিডরে হয়তো ফিসফাস শুরু হবে, 'আমাদেরই দোষ দেওয়া হচ্ছে সবকিছুর!'

বিরোধী দল এই বক্তব্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। বলবে, 'আগে তো এরা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল, আবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।' সরকারপক্ষ হয়তো ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হবে, 'এটি সাধারণীকরণ নয়, বরং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান।' জনতা হয়তো ভাববে, অবশেষে কেউ সত্য কথা বলল। আবার কেউ কেউ ভাববে-যদি স্পিকারই এমন বলেন, তাহলে দেশের অবস্থা কতটা ভয়াবহ!

দুর্নীতি যেন রাতের অন্ধকার, যা খুব গভীর হলেও, ভোরের আলোকে ঠেকাতে পারে না। বাংলাদেশ সেই ভোরের অপেক্ষায় আছে, যেখানে অফিসে কাজ হবে সহজে, আদালতে বিচার হবে দ্রুত, মানুষের সম্মান থাকবে অটুট, আর দুর্নীতি হবে ইতিহাসের একটি অধ্যায়, যা আমরা স্মরণ করব, কিন্তু আর কখনো ফিরে যেতে চাইব না। সেদিন কত দূরে?

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

রাজনৈতিক যোগাযোগে কৃত্রিম

২৩ পৃষ্ঠার পর

ইন্দোনেশিয়ায় এর বিপজ্জনক দিকও দেখা গেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর মুখ ও কণ্ঠ ব্যবহার করে তৈরি একটি কৃত্রিম ভিডিও নির্বাচনের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি কয়েক মিলিয়ন বার দেখা হয়েছিল। মৃত একজন রাষ্ট্রনায়ককে নতুন করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে দেখা যাওয়ার ঘটনা দেখিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে ইতিহাসকেও রাজনৈতিক প্রচারণার উপাদানে পরিণত করতে পারে।

তবে বিপদের জায়গাটি শুধু ভুয়া ভিডিও ঘিরে নয়। কিংস কলেজ লন্ডনের গবেষণা আলোচনায় বলা হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে পারে স্বয়ংক্রিয় প্রভাব বিস্তারকারী যোগাযোগব্যবস্থার বিস্তার। ভাষাভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তিনটি দেশের পরীক্ষায় ভোটারের মনোভাব ও ভোট দেওয়ার অভিপ্রায়ে অর্থবহ পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে।

গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো, এসব ব্যবস্থা সবসময় মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করেই মানুষকে প্রভাবিত করে না। প্রাসঙ্গিক তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করেও তারা রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে একইসঙ্গে এটি একটি গণতান্ত্রিক সুযোগও হতে পারে।

একটি ছোট দল হয়তো আগে পেশাদার গবেষক, লেখক, ভিডিও নির্মাতা কিংবা তথ্য বিশ্লেষকের বড় দল রাখতে পারত না। এখন সীমিত সম্পদে নীতিপত্রের খসড়া, বক্তব্যের বিভিন্ন সংস্করণ, নির্বাচনী এলাকার সমস্যার তথ্য বিশ্লেষণ কিংবা নাগরিক প্রশ্নের উত্তর তৈরির সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। ফলে প্রযুক্তি রাজনৈতিক যোগাযোগের নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা ইতোমধ্যে বাস্তব। ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে ডিসমিসল্যাবের অনুসন্ধানে শত শত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি রাজনৈতিক ভিডিও পাওয়া যায়। অনেক ভিডিওতে কৃত্রিমভাবে তৈরি হওয়ার তথ্য সংযুক্ত ছিল না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এসব ভিডিওর মধ্যে প্রার্থীর পক্ষে বক্তব্য, কৃত্রিম সংবাদ প্রতিবেদন, কণ্ঠ নকল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণকারী উপাদান ছিল। (দ্য ডেইলি স্টার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

এমনকি নির্বাচন কমিশনের নতুন স্থানীয় সরকার নির্বাচনী আচরণবিধিতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সরাসরি বিধান এসেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের সুযোগ রাখা হলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিভ্রান্তি, চরিত্র হনন, ভুয়া তথ্য ও ঘৃণাত্মক বক্তব্য ছড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

তবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল ভুয়া ভিডিও বানানোর মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অথচ নির্বাচনী এলাকার সমস্যা বিশ্লেষণ, ভোটারের প্রশ্নের উত্তর, নীতিপত্র তৈরি, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে একই নীতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া, তথ্য বিশ্লেষণ ও নাগরিক মতামত সংগ্রহেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে।

হার্ভার্ডের অ্যাশ সেন্টারের আলোচনায়ও আইন প্রণয়ন ও জনসম্পৃক্ততার কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা উঠে এসেছে।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সহকারী হিসেবে ব্যবহার করবে, নাকি মানুষের মনকে অদৃশ্যভাবে পরিচালনার যন্ত্রে পরিণত করবে।

গণতন্ত্রের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি হবে যখন ভোটারের মনে এই নিয়ে বিভ্রান্তি থাকবে যে, সে আসলে মানুষ, দল, প্রচারকর্মী নাকি একটি অ্যালগরিদমের সঙ্গে কথা বলছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার নিয়ে বিধান তৈরি করেছে। কিন্তু আইন এখানে যথেষ্ট হবে না। রাজনৈতিক দলের নিজস্ব আচরণবিধি, কৃত্রিম উপাদানে স্পষ্ট পরিচিতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের অর্থদাতা প্রকাশ এবং নাগরিকদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শনাক্ত করার সক্ষমতা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও এখন কৃত্রিম রাজনৈতিক উপাদান প্রকাশের বাধ্যবাধকতা এবং নির্বাচনী ভুয়া ভিডিও নিয়ন্ত্রণের আইন তৈরি হচ্ছে।

রাজনীতির ইতিহাসে নতুন প্রযুক্তি কখনো গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, কখনো ক্ষমতার নতুন অস্ত্র তৈরি করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও তার ব্যতিক্রম হবে না। আগামী দিনের নির্বাচনে হয়তো সবচেয়ে দক্ষ প্রচারক তিনিই হবেন না, যিনি সবচেয়ে ভালো বক্তা। তিনি হতে পারেন সেই রাজনৈতিক সংগঠক, যে সবচেয়ে ভালোভাবে তথ্য, প্রযুক্তি ও মানুষের মনস্তত্ত্বকে একত্রে বুঝতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রশ্নটি হবে আস্থার। ভোটারের সঙ্গে কথা বলার জন্য যদি মেশিন ব্যবহার করি, তাহলে অন্তত ভোটারকে জানাতে হবে যে, ওপাশে মানুষ নেই।

সাজ্জাদ সাব্বির: এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

চীন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি আবার ভুল করতে যাচ্ছে

২১ পৃষ্ঠার পর

করার মতো একটি ভূরাজনৈতিক চালের ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছিল। নিক্সন ও কিসিঞ্জারের এই ধারণা ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

তবে তিয়েনআনমেন স্কয়ারের নৃশংস দমন-পীড়ন এবং কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি চীনকে একদিকে যেমন ঘৃণিত করে তোলে, তেমনি ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের ফলে ভূরাজনৈতিক সম্পদ হিসেবেও এর গুরুত্ব কমিয়ে দেয়।

১৯৯০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অভূতপূর্ব উত্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাকে একটি পরাশক্তি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। জিয়াং জেমিন ও তাঁর উপপ্রধানমন্ত্রী ঝু রোংজি এতটাই গতিশীল ছিলেন যে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-উভয় পক্ষই ধরে নিয়েছিল যে চীন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে (ডব্লিউটিও) যোগ দিলে দেশটি ধীরে ধীরে একটি পুঁজিবাদী ও উদারপন্থী সমাজের দিকে ধাবিত হবে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও এ ধারণার বাইরে ছিলেন না।

এটি ছিল ওয়াশিংটনের তৃতীয় ভুল মূল্যায়ন। স্নায়ুযুদ্ধে জয়লাভের পর ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকেরা ধরে নিয়েছিলেন যে চীন নিশ্চিতভাবেই ইউরোপের পথ অনুসরণ করে স্বাধীনতার দিকে হাঁটবে। কিন্তু আফসোস, চীন তো ইউরোপ ছিল না। ডব্লিউটিওতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চীন সি চিন পিংয়ের অধীনে উল্টো এক চরম সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ববাদের দিকে ফিরে যায়।

এসব ভুলের একেকটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। তবে এর মূল যোগসূত্র হলো চীনের বিশালতা, জটিলতা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি। সাম্প্রতিক সময়ে হুভার ইনস্টিটিউটের গবেষক ফ্র্যাঙ্ক ডিকোটারের যুগান্তকারী গবেষণার কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি, গৃহযুদ্ধের সময় স্তালিন মাওকে কতটা সহায় সামরিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন, যা জাতীয়তাবাদীদের বিজয়কে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের মতো চীনের বিশ্লেষণ তীব্র রাজনৈতিক পক্ষপাত দ্বারা বিকৃত নয়, তবু সম্পূর্ণ আবেগহীন বিশেষজ্ঞশ্রেণির জন্যও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনকে নিখুঁতভাবে বোঝা সত্যিই বেশ কঠিন।

উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে যা এ পর্যন্ত স্থিতিশীল রেখেছে, তা হলো নিক্সনের সফরের সময় তৈরি হওয়া তাইওয়ান-সম্পর্কিত একটি ইচ্ছাকৃত অস্পষ্ট সমঝোতা, যা 'সাংহাই কমিউনিকে' নামে পরিচিত। সেই সূত্রে স্পষ্ট সংকেত দেওয়া হয়েছিল যে 'চীন একটিই এবং তার রাজধানী বেইজিং', তবে কোনো পক্ষই জোরজবরদস্তি করে তাইওয়ানের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবে না।

১৯৭২ সালের পর এই প্রথম সাংহাই কমিউনিকে মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। মাঝেমধ্যে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে, যেমন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাইওয়ানকে রক্ষা করবেন, যা নিক্সনের কৌশলগত অস্পষ্টতার নীতিকে ভঙ্গ করেছিল। তবে সাধারণত প্রেসিডেন্টরা মুখে লাগাম টেনে রাখতেন।

ট্রাম্প প্রশাসনে বিষয়টি আর তেমন নেই। তাইওয়ান ও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে তার অবস্থান সব সময়ই অস্থির। অন্যদিকে চীনও আর কোনো আলোকিত কমিউনিস্ট নেতাদের দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে না; বরং এর নেতৃত্বে রয়েছেন সি চিন পিং-একজন লেনিনবাদী সর্বগ্রাসী শাসক, যিনি প্রকাশ্যে তাইওয়ানের ওপর আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করেন।

শীর্ষ বৈঠকগুলোতে যত ভালো ভালো কথাই বলা হোক না কেন, আমরা আবার 'হু লস্ট চায়না?' যুগে ফিরে এসেছি, যেখানে মৌলিক ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তবে এবার তার পরিণতি হবে অকল্পনীয়। এ ছাড়া এআই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র বা চীন-কারোরই পারস্পরিক সহযোগিতার আগ্রহ না থাকায় এই প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য তৈরি হচ্ছে।

চূড়ান্ত ভূরাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে, যদি তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সামরিক সংঘর্ষ বেধে যায়। এ ধরনের সংঘাত এড়ানো কেবল সামরিক উত্তেজনা কমানোর বিষয় নয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন বিশেষজ্ঞ ওড আর্নে ওয়েস্টাড যেমনটি উল্লেখ করেছেন, ১৯১৪ সালে জার্মানি ধরে নিয়েছিল যে ব্রিটেন হয়তো তার মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না; আর এ ধারণাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। চীন যদি ধরে নেয় যে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, তবে তা-ও যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।

ইউক্রেন, গাজা ও ইরানের যুদ্ধ সাধারণ জনগণ ও এলিটদের মধ্যে মারাত্মক মতভেদ তৈরি করলেও আমাদের জীবনযাত্রাকে মৌলিকভাবে বদলে দেয়নি। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনীতির মধ্যে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে উচ্চপর্যায়ের সামরিক সংঘাত শুরু হলে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহশৃঙ্খলগুলোকে ধ্বংস করে দেবে এবং আমাদের বিশ্বকে চিরতরে বদলে দেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই তুলনার মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। 'হু লস্ট চায়না?' বিতর্ক জন্ম নিয়েছিল একটি অন্ধ উন্মাদনা এবং ভুল বোঝাপড়া থেকে। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে অন্ধ উন্মাদনাটি ছিল কমিউনিজমকে ঘিরে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মূল শত্রু হিসেবে জার্মান নাৎসিবাদ ও জাপানি ফ্যাসিবাদের জায়গা দখল করেছিল।

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

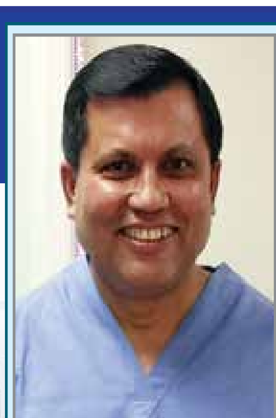

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

কোন পাখির গান সবচেয়ে মধুর, জানা গেল গবেষণায়

৫ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্মীপ্যাঁচা বা বার্ন আউলের ডাক।

তবে গবেষণার আসল চমক শুধু কোন পাখি প্রথম হয়েছে, তা নয়। মানুষের কানে কোনো পাখির গান কেন মধুর লাগে, তারও কিছু সূত্র খুঁজে পেয়েছেন গবেষকেরা। ১ সেপ্টেম্বর ফ্রন্টিয়ার্স সাময়িকীতে গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

এ-সংক্রান্ত গবেষণা নিবন্ধের প্রধান লেখক ও টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী নাদিন কালব বলেন, পাখির গান উপভোগ করার বিষয়টি শুধু মানুষ কী শুনছে, তা জানার ওপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে আরও মৌলিক কিছু বিষয় জড়িত থাকে।

কালো পাখির গানেই মুগ্ধ মানুষ

গবেষণায় ৮৪ জন অংশ নেন। তাঁদের ১২৩ প্রজাতির বুনো পাখির রেকর্ড করা ডাক ও গান শোনানো হয়। এরপর প্রতিটি পাখির কণ্ঠস্বর তাঁদের কাছে কতটা আনন্দদায়ক মনে হয়েছে, তা বিবেচনা করে নম্বর দিতে বলা হয়।

এ পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া কমন ব্ল্যাকবার্ড বা ইউরেশীয় ব্ল্যাকবার্ডের গান সুরসমৃদ্ধ, কোমল ও বাঁশির মতো সুরেলা। ইউরোপের বাগান, পার্ক ও বনভূমিতে এ পাখির বেশি আনাগোনা।

তালিকার অন্য প্রান্তে ছিল বার্ন আউল বা লক্ষ্মীপ্যাঁচা। তার ডাকের গড় নম্বর মাত্র ১ দশমিক ৩২। এ পাখির ডাক কর্কশ, তীক্ষ্ণ ও অনেকটা ভৌতিক চিৎকারের মতো।

গবেষণায় ইউরোপীয় গোল্ডফিঞ্চ ৪ দশমিক ২৬, ইউরোপীয় রবিন ৪ দশমিক শূন্য ৪ এবং ব্লু টিট ৩ দশমিক ৯২ নম্বর পেয়েছে।

তাহলে ব্ল্যাকবার্ডের গান কেন এতটা পছন্দ হলো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষকেরা মানুষের দেওয়া নম্বরের সঙ্গে পাখির গানগুলোর বিভিন্ন শব্দগত বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখেছেন।

সহজ নয়, জটিল গানও ভালো লাগে

গবেষণায় যে ফলাফল গবেষকদেরও বিস্মিত করেছে, তা হলো-মানুষ সহজ ও বারবার ফিরে আসা শব্দের চেয়ে পাখির তুলনামূলক জটিল গান বেশি পছন্দ করেছে।

গবেষণা নিবন্ধের জ্যেষ্ঠ লেখক ও টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্রিস্টফ র‍্যান্ডলার বলেন, স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে, সহজ ও পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ শোনা সহজ বলে সেগুলোই মানুষের বেশি ভালো লাগবে। কিন্তু গবেষণায় উল্টো চিত্র পাওয়া গেছে। তুলনামূলক জটিল শব্দগুলো বেশি আনন্দদায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

তবে গবেষকেরা বলছেন, কোনো একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েই পাখির গানের মাধুর্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

নাদিন কালব বলেন, ব্ল্যাকবার্ড, উইলো ওয়ার্বলার ও ব্ল্যাকক্যাপের গান একে অপরের চেয়ে বেশ আলাদা। তবু তিনটিই মধুরতার বিচারে খুব ভালো নম্বর পেয়েছে।

এ গবেষক আরও বলেন, একটি পাখির শব্দ মানুষের কাছে কতটা ভালো লাগবে, তা নির্ভর করে ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড ও ব্যান্ডউইডথের সমন্বয়ের ওপর। অর্থাৎ পাখির গানকে মধুর করে তোলার কোনো একক সূত্র নেই।

গবেষকেরা বলেছেন, 'এ গবেষণার ফলাফল পাখিরা কীভাবে আমাদের পরিবেশকে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে আরও ভালো ধারণা দিতে পারে।' ভবিষ্যতে এটি পার্ক, শহুরে সবুজ এলাকা এবং মানুষ যেখানে স্বস্তি পেতে যায়, এমন অন্যান্য স্থান নকশার ক্ষেত্রেও কাজে লাগতে পারে।

পাখির গান কেন ভালো লাগে

পাখির গান কেন মানুষের মনে এমন ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে, তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে বিবর্তনের ইতিহাসে।

গবেষকদের মতে, মানুষের বিবর্তনের দীর্ঘ সময়ে আশপাশে পাখির স্বাভাবিক ডাক শোনা হয়তো পরিবেশ নিরাপদ থাকার একটি সংকেত হিসেবে কাজ করেছে। পাখিরা যখন স্বাভাবিকভাবে ডাকছে, তখন আশপাশে বড় কোনো বিপদ নেই-এমন একটি ধারণা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকতে পারে। তবে বিষয়টি এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

র‍্যান্ডলার বলেন, 'আমাদের আগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল আরও বিস্তৃত একটি প্রশ্ন থেকে-পাখির সঙ্গে কিছু সাক্ষাৎ মানুষের কাছে কেন বিশেষভাবে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে। আগের গবেষণায় আমরা দেখেছিলাম, পাখি দেখা মানসিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও সুস্থতায় অবদান রাখতে পারে।'

এবার গবেষকেরা শব্দগুলোর দিকেই আরও নিবিড়ভাবে নজর দিতে চেয়েছিলেন। র‍্যান্ডলারের ভাষায়, তাঁরা 'পাখির কণ্ঠস্বরের জীববিজ্ঞান এবং মানুষের উপলব্ধির মনোবিজ্ঞান'-এ দুটি বিষয়কে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করেন।

পাখির গান শোনার পর অংশগ্রহণকারীরা যে মূল্যায়ন করেছিলেন, গবেষকেরা তা গানের শব্দগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। এর মাধ্যমে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো একটি গানকে মানুষের কাছে আরও সুরেলা করে তোলে, তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ওলগা ফেহার পাখির গান নিয়ে গবেষণা করেন। তবে তিনি নতুন এ গবেষণায় যুক্ত ছিলেন না। তিনি বলেন, মানুষের পাখির গান পছন্দ করার ক্ষেত্রে অন্তত কিছু জৈবিক কারণ থাকতে পারে।

অন্যান্য গবেষণার কথাও উল্লেখ করে ওলগা ফেহার বলেন, গত মার্চে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী কিছু নির্দিষ্ট

কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে একই ধরনের পছন্দ দেখাতে পারে। আবার ২০২০ সালের একটি গবেষণায় মানুষের গাওয়া গান ও পাখির গানের মধ্যে কিছু ছন্দগত মিলের কথা উঠে এসেছে।

তবে মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও পাখির গান ভালো লাগার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ফেহার।

ফেহার জেব্রা ফিঞ্চ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই পাখির দ্রুতগতির, অনেকটা যান্ত্রিক ধরনের গান সাধারণত মানুষের কাছে অপ্রীতিকর মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি নিজে এ গান পছন্দ করেন। এর কারণ হিসেবে ফেহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, জেব্রা ফিঞ্চের গানের সঙ্গে যুক্ত আনন্দদায়ক স্মৃতিই তাঁর এ পছন্দের কারণ।

শব্দদূষণ নিয়ে পরিকল্পনায় কাজে লাগতে পারে

পাখির গানের প্রতি মানুষের এ স্বাভাবিক আকর্ষণের বিষয়টি ভবিষ্যতে শহর পরিকল্পনাতেও কাজে লাগতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকেরা।

গবেষকদের মতে, এ ফলাফল ভবিষ্যতে নগর পরিকল্পনাবিদ ও পার্কের নকশাকারদের শব্দদূষণে ভরা স্থানগুলো নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবতে সাহায্য করতে পারে। শুধু শব্দ কমানোর দিকে মনোযোগ না দিয়ে কর্মকর্তারা মানুষ কী ধরনের শব্দ শুনতে পছন্দ করে, সেদিকেও নজর দিতে পারেন। এর মধ্যে পাখির গানের মতো প্রাকৃতিক শব্দও রয়েছে।

তবে র‍্যান্ডলার বলেছেন, গবেষণাটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। শুধু কোনো স্থানে আরও বেশি পাখির গান যুক্ত করলেই সমাধান হবে, বিষয়টি এমন নয়।

শুধু লাউডস্পিকারে পাখির গান বাজিয়ে দিলেই মানুষের ভালো থাকা বা মানসিক স্বস্তি বাড়বে-এমন প্রমাণ নেই। র‍্যান্ডলারের দলের আগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাভাবিকভাবে শোনা পাখির গানের তুলনায় লাউডস্পিকারে অতিরিক্ত পাখির গান বাজালে মানুষের সুস্থতায় বেশি সুবিধা পাওয়া যায়নি।

র‍্যান্ডলার বলেন, পাখির কণ্ঠস্বর শুধু পাখিদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম নয়। মানুষের অভিজ্ঞতার শব্দপরিবেশেরও এটি একটি বড় অংশ।

র‍্যান্ডলার বলেন, 'সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাখিদের দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের প্রাকৃতিক জগৎকে অনুভব করার ধরন বদলে দিতে পারে। একটি পাখি কী বার্তা দিচ্ছে, তা আমরা না বুঝলেও তার গান আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, ইতিবাচক অনুভূতি জাগাতে পারে এবং আমাদের চারপাশের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলতে পারে।'

ওলগা ফেহার, ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

মনোযোগ পাবে কোন পাখি

পাখির গান নিয়ে গবেষণার ফলাফল সংরক্ষণনীতির ক্ষেত্রেও নতুন প্রশ্ন তৈরি করছে।

ওলগা ফেহার মনে করেন, মানুষের কাছে সুরেলা গান গাওয়া আকর্ষণীয় প্রজাতিগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দিলে কম মধুর গান গাওয়া পাখিদের সংরক্ষণে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

অর্থাৎ যে পাখির গান মানুষের বেশি ভালো লাগে, তার প্রতি মানুষের আগ্রহও বেশি হতে পারে। বিপরীতে কম আনন্দদায়ক ডাকের পাখিগুলো মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থেকে যেতে পারে।

ওলগা ফেহারের মতে, এ গবেষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো-এটি মানুষের সৌন্দর্য উপলব্ধির বিবর্তন সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। কিছু গায়ক পাখিও নিজেদের প্রজাতির অন্য সদস্যদের আনন্দ দিতে ও মুগ্ধ করতে গান গায়। মানুষের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সেই আচরণের কিছু মিল থাকতে পারে।

সব মানুষের পছন্দ কি এক

রয়্যাল হলোওয়ে, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের প্রাণীর যোগাযোগবিষয়ক গবেষক ও মনোবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক রবার্ট ল্যাচলান মনে করেন, এ গবেষণা নতুন একটি গবেষণাক্ষেত্রের দরজা খুলে দিয়েছে। তবে কোন পাখির গান মানুষের কাছে আকর্ষণীয়, তা বুঝতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এই গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন, শুধু উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির গানই কি মানুষের কাছে বেশি আকর্ষণীয়? কারণ, সুন্দর গান গাওয়ার জন্য পরিচিত ব্ল্যাকবার্ড ও নাইটিঙ্গেলের মতো পাখি প্রায়ই তুলনামূলক নিচু স্বরের, বাঁশির মতো নোট ব্যবহার করে।

ল্যাচলানের ধারণা, ফ্রিকোয়েন্সির নির্দিষ্ট কিছু অংশ হয়তো মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবেই বেশি আকর্ষণীয়। শুধু কোনো গানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি বিবেচনা করলে সেই পছন্দ ধরা না-ও পড়তে পারে।

পাখির গান মানুষের কীভাবে ভালো লাগে, তার পেছনে জীববিজ্ঞান ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-দুটিরই ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করেন ল্যাচলান।

গবেষণায় পাখি দেখার অভিজ্ঞতা থাকা বা না থাকার সঙ্গে পাখির গান পছন্দের কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি-বিষয়টিও ল্যাচলানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মানুষের অনুভূতিতে আরও কিছু বিষয় কাজ করতে পারে। যেমন দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে নিজের বাড়িতে ফিরে পরিচিত পাখির ডাক শুনলে তাঁর অনুভূতি বদলে যায়।

কেন ভালো লাগে, উত্তর এখনো পুরো মেলেনি

গবেষণার ফলাফল থেকে আপাতত এতটুকু বলা যায়, মানুষের কাছে পাখির গান ভালো লাগার পেছনে একাধিক শব্দগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় কাজ করে। কোমল শব্দ, নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি পরিসর ও জটিলতার মতো বৈশিষ্ট্য এতে ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে ঠিক কেন মানুষের মস্তিষ্ক এসব শব্দকে বেশি পছন্দ করে, তার উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

র‍্যান্ডলার বলেন, গবেষণাটি কোন কোন শব্দগত বৈশিষ্ট্য মধুর সুরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা দেখিয়েছে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক কেন এসব বৈশিষ্ট্য পছন্দ করে, তা এখনো জানা যায়নি।

পরবর্তী গবেষণায় মানুষের পাখির গান পছন্দ করার পেছনের কারণ খুঁজে দেখা হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন পরিবেশে মানুষের এ পছন্দ একই থাকে কি না, সেটিও পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন গবেষক র‍্যান্ডলার।

সিনেটের নতুন বিলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীন

৯ পৃষ্ঠার পর

বয়সের মতো বিষয়গুলোতে নতুন সব শর্ত বা মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিনেটর টিউবারভিল বলেন, "আমাদের বর্তমান অভিবাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারীদের ধরন বা যোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে খুব একটা ভূমিকা রাখে না-এটি যেন এক বিশৃঙ্খল ও অবাধ পরিস্থিতি। যুক্তরাষ্ট্রে আসাটা একটি বিশেষ সুযোগ; তাই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, যারা অভিবাসী হিসেবে এখানে আসছেন, তারা যেন আমাদের আইন মেনে চলতে এবং সমাজে অবদান রাখতে আগ্রহী হন। আমাদের মূল্যবোধের সাথে মিশে যেতে বা খাপ খাইয়ে নিতে অনিচ্ছুক বিদেশি কর্মীদের অগ্রাধিকার দেয়-এমন বর্তমান ব্যবস্থাকে আমরা আর চলতে দিতে পারি না।"

মে মাসে রিপাবলিকান পার্টির (GOP) প্রাইমারি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সুবাদে টিউবারভিল আলাবামার গভর্নর পদের জন্য রিপাবলিকান প্রার্থী হয়েছেন এবং ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাবেক সিনেটর ডগ জোন্সের মুখোমুখি হবেন।

এই বিলটি 'ডাইভারসিটি ভিসা লটারি' (Diversity Visa Lottery) ব্যবস্থা বাতিল করবে এবং ধর্মীয় কর্মীদের জন্য প্রতি বছর ৩,০০০ অভিবাসী ভিসা বরাদ্দের বিধান চালু করবে। আইনটি কার্যকর হওয়ার পর আর কোনো ডাইভারসিটি ভিসা ইস্যু করা যাবে না।

পারিবারিক অভিবাসন

এই আইনের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্ষেত্রে 'নিকটাত্মীয়' (immediate-relative) তালিকা থেকে বাবা-মাকে বাদ দেওয়া হবে-যার ফলে এই তালিকায় কেবল স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানরাই অন্তর্ভুক্ত থাকবেন-এবং বিদ্যমান পারিবারিক অগ্রাধিকারের (family-preference) কয়েকটি ক্যাটাগরি বাতিল করা হবে। এর ফলে অবশিষ্ট পারিবারিক স্পনসরশিপ ক্যাটাগরিটিতে কেবল বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের (lawful permanent residents) স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানরাই অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

এই পরিবর্তনগুলোর প্রভাব অভিবাসন প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের ওপরও পড়বে। সংশ্লিষ্ট পারিবারিক ক্যাটাগরিগুলোর অধীনে অপেক্ষমান আবেদনগুলো আর অনুমোদিত হবে না; অন্যদিকে, আইনটি কার্যকর হওয়ার আগেই যেসব আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিধান প্রযোজ্য হবে যা ইস্যুযোগ্য ভিসার সংখ্যা সীমিত করে দেবে।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, অন্তত ২১ বছর বয়সী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বাবা-মাকে 'নিকটাত্মীয়' (immediate relatives) হিসেবে গণ্য করা হয় এবং 'পারিবারিক অগ্রাধিকার' (family-preference) ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বার্ষিক সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা তাদের ওপর কার্যকর হয় না।

কর্মসংস্থান-ভিত্তিক নতুন ব্যবস্থা

এই বিলটি কর্মসংস্থান-ভিত্তিক বিদ্যমান গ্রিন কার্ড ক্যাটাগরিগুলোকে একটি প্রতিযোগিতামূলক 'পয়েন্ট-ভিত্তিক ব্যবস্থা' দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে, যার আওতায় বিশ্বব্যাপী বার্ষিক ১,৯২,০০০টি ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। বিলের বিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলক আটকের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী অর্থবছরে যাদের আটক করা হয়নি বা যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এই ভিসা সংখ্যা কমিয়ে আনা হবে।

আবেদনকারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির প্রস্তাব (job offer), অন্তত ১৬ পয়েন্ট এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার ক্ষেত্রে অন্তত 'পঞ্চম ডেসাইল' (fifth decile)-এর সমতুল্য স্কোর থাকা আবশ্যক হবে; পাশাপাশি আবেদনের সময় তাদের বয়স ১৮ থেকে ৫১ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সাধারণত, আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের যে স্টেটে কাজ করবেন সেখানকার মধ্যক বেতনের (median wage) ২০০ শতাংশ হতে হবে ন্যূনতম বেতন; তবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট কোনো ডিগ্রি অর্জনকারী বা শীঘ্রই অর্জন করতে যাওয়া আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে এই হার হবে ১৫০ শতাংশ।

ডিএইচএস (DHS) যোগ্য আবেদনকারীদের তাদের প্রাপ্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজাবে। উচ্চ বেতনের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ পয়েন্ট পাওয়া যেতে পারে; একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে 'স্টেম' (STEM) বিষয়ক ডক্টরেট বা চিকিৎসাশাস্ত্রের ডিগ্রি অর্জনের জন্যও পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ থাকবে। এছাড়া ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা, বয়স, যোগ্যতাসম্পন্ন সামরিক সেবা এবং অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যও এই ব্যবস্থায় পয়েন্ট দেওয়া হবে।

নিয়োগকর্তা এবং শর্তসাপেক্ষ গ্রিন কার্ড

নিয়োগকর্তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, তারা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন এবং সমমানের বা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আমেরিকান আবেদনকারীকে চাকরিটি প্রস্তাব করেছিলেন। পাশাপাশি, মূলত সমমানের পদে কর্মরত আমেরিকান কর্মীদের ছাঁটাই করার ক্ষেত্রেও তাদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দেওয়ানি জরিমানা ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে; আর যদি ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের ফলে আমেরিকার কোনো কর্মীকে ছাঁটাই হতে হয়, তবে এই জরিমানার পরিমাণ ৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। নিয়ম না মানার বিষয়টি যদি একটি ধারাবাহিক প্রবণতা বা অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে অন্তত ২,৫০,০০০ ডলার জরিমানা, ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।

পয়েন্ট-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত অভিবাসী এবং তাঁদের যোগ্য জীবনসঙ্গী ও সন্তানরা শুরুতে শর্তসাপেক্ষ স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা পাবেন। এই দুই বছরের শর্তসাপেক্ষ মেয়াদে প্রধান অভিবাসী তাঁর এই মর্যাদা হারাতে পারেন-যেমন: আয়ের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া সরকারি সহায়তা (means-tested public benefit) গ্রহণ করলে, নির্দিষ্ট কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে কিংবা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী কর্মসংস্থান বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে। মর্যাদাহানির এই বিষয়টি তাঁদের ওপর নির্ভরশীল জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এই আইনের আওতায় অভিবাসীদের একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে হবে, যাকে বিলে "আমেরিকান মূল্যবোধের সুরক্ষা" (Protection of American Values) বিষয়ক ঘোষণা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা সাংবিধানিক নীতিমালার প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবেন; এসব কর্মকাণ্ডের তালিকায় রয়েছে গণহত্যা, নিপীড়ন, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা (অনার কিলিং), যৌন নিপীড়ন, পারিবারিক সহিংসতা এবং নারীর যৌনাঙ্গ বিকৃতি (female genital mutilation)।

হাউস-এর বিলের তুলনায় পরিবর্তনসমূহ

সিনেটের খসড়াটি হাউস-এর বিলের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। হাউস-এর বিলে এই অঙ্গীকারনামার বিষয়টি কেবল পয়েন্ট-ভিত্তিক আবেদনকারীর সাথেই যুক্ত ছিল এবং সেখানে যৌন নিপীড়ন বা পারিবারিক সহিংসতার বিষয়টি তালিকাভুক্ত ছিল না।

সিনেটের প্রস্তাবে 'হাউস'-এর (প্রতিনিধি পরিষদের) খসড়া আইনের তুলনায় আরও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সনদ-সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ জরিমানা ১৫,০০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০ ডলার করা হয়েছে এবং নিয়ম না মানার বিষয়টি যদি একটি ধারাবাহিক চর্চায় পরিণত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ফৌজদারি শাস্তির বিধান যুক্ত করা হয়েছে। 'হাউস'-এর বিলে 'অসাধারণ দক্ষতা'র (extraordinary ability) জন্য ডিএইচএস (DHS)-এর বিবেচনামতো ১০ থেকে ৫০ পয়েন্ট পর্যন্ত দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল, কিন্তু সিনেটের সংস্করণে এই পয়েন্ট ২৫-এ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সিনেটের বিলে 'হাউস'-এর এমন একটি সুনির্দিষ্ট বিধানও বাদ দেওয়া হয়েছে যার আওতায় স্থায়ী বসবাসের শর্তাবলী অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সাক্ষাৎকার মওকুফ করার ক্ষমতা ডিএইচএস-এর ছিল। কর্মসংস্থান-ভিত্তিক বর্তমান অভিবাসন শ্রেণিগুলোর পরিবর্তনের বিষয়টি সিনেটের বিলে সাধারণত আইনটি কার্যকর হওয়ার পরবর্তী অর্থবছরের প্রথম দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে; অথচ 'হাউস'-এর সংস্করণে আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই সেই পরিবর্তনগুলো কার্যকর করার বিধান রাখা হয়েছিল। সিনেটের এই আইনের আওতায়, যেসব অভিবাসী বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা নন, তাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি, অন্যান্য ফি ও খরচের ক্ষেত্রে অন্তত সেই পরিমাণ অর্থই পরিশোধ করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাইরের (আউট-অফ-স্টেট) শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসতে ইচ্ছুক বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির অনুমোদন তারা হারাতে পারে-এমন একটি কঠোর প্রয়োগমূলক বিধান এতে রাখা হয়েছে যা 'হাউস'-এর বিলে ছিল না।

ট্রাম্প প্রশাসন যখন আইনি ও মানবিক অভিবাসন প্রক্রিয়া কঠোর করার জন্য পৃথক পদক্ষেপ নিচ্ছে-যার মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ শরণার্থী গ্রহণ স্থগিত করা, শরণার্থীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা বা 'সিলিং' কমিয়ে আনা এবং কিছু গ্রিন কার্ড আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কঠোর যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া-ঠিক তখনই এই প্রস্তাবটি সামনে এল। এছাড়া প্রশাসন বাইডেন-যুগের 'পাবলিক চার্জ' (সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা)-সংক্রান্ত বিধিমালা বাতিল করেছে এবং কোনো আবেদনকারী ভবিষ্যতে সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিবাসন কর্মকর্তাদের বিবেচ্য বিষয়গুলোর পরিধি বাড়িয়েছে; এর ফলে স্থায়ী বসবাসের যোগ্যতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

আমার এই বিলটি একটি কঠোর অবস্থান নিয়েছে-অবৈধ অভিবাসী, র‍্যান্ডম ডাইভারসিটি লটারি এবং বিদেশি শ্রমিকদের আমেরিকান কর্মীদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে,"-হাউস বিলটির প্রস্তাবকারী প্রতিনিধি ব্যারি মুর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেন। "আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত আমেরিকান জনগণের সেবা করা, তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা নয়; আর এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া যারা আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, আমাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং আমাদের মূল্যবোধের অংশীদার হবে। আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে আসতে চান, তবে তা আপনাকে যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্জন করতে হবে-ডাইভারসিটি লটারি বা আইনি ফাঁকফোকর দিয়ে নয়।

চ

এরপর কী হবে

আইনটির ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের বিবেচনায় এখন অনিশ্চিত। নির্বাচনের আগে নির্ধারিত বিরতির জন্য প্রতিনিধি পরিষদ (হাউস) ১৬ই সেপ্টেম্বর নির্ধারিত সময়ের আগেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করেছে; তারা নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তাদের নিয়মিত আইনি কার্যক্রম পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বর্তমানে কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে: প্রতিনিধি পরিষদে ২১৮ জন রিপাবলিকান, ২১৪ জন ডেমোক্র্যাট ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য রয়েছেন (পাশাপাশি দুটি আসন শূন্য); অন্যদিকে সিনেটে রয়েছেন ৫৩ জন রিপাবলিকান, ৪৫ জন ডেমোক্র্যাট এবং দুজন স্বতন্ত্র সদস্য যারা ডেমোক্র্যাটদের সাথেই কাজ করেন। সংবাদ সূত্র নিউজউইক

চীন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কি আবার ভুল করতে যাচ্ছে

৩৪ পৃষ্ঠার পর

তখন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল যে হাজার হাজার মাইল দূরের ভূখণ্ডে চিয়াংয়ের দুর্বল শাসনব্যবস্থাকে বাঁচানোর ক্ষমতা তাদের রয়েছে।

আজকের অন্ধ উন্মাদনাটি আবারও সেই কমিউনিজমকেই কেন্দ্র করে, তবে এবার রূপ ভিন্ন-সামরিক, অর্থনৈতিক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে যেতে চাওয়া চীন। আর বর্তমানের ভুল বোঝাপড়াটি হলো এই যে তাইওয়ান ও আমাদের অন্যান্য এশীয় মিত্রদের প্রতিরক্ষায় একটি নরম বা শিথিল মনোভাব গ্রহণ করলে কোনোভাবে যুদ্ধ এড়ানো যাবে। বাস্তবে এ ধরনের নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি চীনকে তাইওয়ান আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারে, যা পুরো প্রশান্ত মহাসাগরের ভাগ্যকে এক মারাত্মক সংকটের মুখে ঠেলে দেবে।

যেকোনো মহাযুদ্ধ এড়ানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নীতির শৃঙ্খলা। শুনতে একঘেয়ে লাগলেও এটি সত্যি যে স্থিতিশীল ও পূর্বাভাসযোগ্য সংকেত পাঠানোই আসল উপায়। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয় চীনকে বিভ্রান্ত করা, ঠিক যেমন চীনেরও উচিত নয় যুক্তরাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা আংশিকভাবে হয়েছিল একে অপরের উদ্দেশ্য ভুলভাবে পড়ার কারণে। ট্রাম্প তাঁর দোদুল্যমান নীতির মাধ্যমে-যার মধ্যে তাইওয়ানের সামরিক সাহায্যকে চীনের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার করা এবং এশিয়াকে চীনা প্রভাববলয়ে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করাও রয়েছে-এমন এক বিভ্রান্তি তৈরি করছেন, যা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং সরাসরি যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আজকের বিশ্বের কোনো ভূরাজনৈতিক সংঘাতের এমন ক্ষমতা নেই, যা সামান্য ভুল গণনায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো সবাইকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। পৌনে এক শতাব্দী আগে চীন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে তছনছ করে দিয়েছিল। এবার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

রবার্ট ডি ক্যাপলান অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার এবং মার্কিন সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতির গবেষক। নিউইয়র্ক টাইমস থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানিকে ঘিরে

৩২ পৃষ্ঠার পর

তবে তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের অপরাধের পরিসংখ্যান। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ইহুদিদের লক্ষ্য করে নিশ্চিত ইহুদিবিদ্বেষী অপরাধের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৯টি। একই সময়ে আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ২১২টি। অর্থাৎ এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৮ শতাংশ। একই সময়ে সব ধরনের নিশ্চিত বিদ্বেষমূলক অপরাধের সংখ্যা ২০২৫ সালের ৩৬৭টি থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ৪২৫টিতে দাঁড়িয়েছে, যা প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি।

এই পরিসংখ্যান আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। চলতি বছরে নিশ্চিত হওয়া মোট ৪২৫টি বিদ্বেষমূলক অপরাধের মধ্যে ২২৯টি ইহুদিদের লক্ষ্য করে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ মোট ঘটনার প্রায় ৫৪ শতাংশ। নিউ ইয়র্ক সিটির মোট জনসংখ্যার তুলনায় ইহুদি জনগোষ্ঠীর অংশ আনুমানিক ১০ শতাংশ হওয়ায় সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। সেপ্টেম্বরে মেয়রের কার্যালয়ের এক নিরাপত্তা আলোচনাতেও বলা হয়, বছরের প্রথম আট মাসে সিটির নিশ্চিত বিদ্বেষমূলক অপরাধ ১৬ শতাংশ এবং ইহুদিবিদ্বেষী অপরাধ ৯ শতাংশ বেড়েছে।

ভোটারদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ে বিতর্কিত ডেটাবেস

২৮ পৃষ্ঠার পর

রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়ে আসছেন যে, অ-নাগরিকদের ভোটদান রোধে এই ব্যবস্থাটি বৈধ ও প্রয়োজনীয়। বর্তমানে মোট ২৭টি অঙ্গরাজ্য ভোটারদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য এই ব্যবস্থাটি ব্যবহার করছে।

তবে সমালোচকরা এমন বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে এই ব্যবস্থার কারণে ভুলত্রুটি ঘটেছে।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, টেক্সাসের ট্রাভিস কাউন্টিতে অ-নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ১০০ জন ভোটারের মধ্যে অন্তত ১০ শতাংশ-এবং সম্ভবত আরও বেশি সংখ্যক-আসলে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন। গত বছর থেকে টেক্সাস অঙ্গরাজ্য যখন 'সেভ' (ঝঅঠঊ) ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ভোটার তালিকা যাচাই করা শুরু করে, তখন থেকে সেখানে অবৈধভাবে ভোট দেওয়ার অভিযোগে মাত্র তিনজন অ-নাগরিক ভোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

জর্জিয়ার মতো কিছু অঙ্গরাজ্য 'সেভ' (ঝধাব) কর্মসূচির বিষয়ে সরকারের সাথে কাজ করেছে।

রিপাবলিকান দলীয় জর্জিয়ার সেক্রেটারি অফ স্টেট ব্র্যাড র‍্যাফেন্সপার্জার এই কর্মসূচিতে তাঁর দপ্তরের ভূমিকা এবং ব্যবস্থাটির উন্নতির জন্য তাঁর দেওয়া সুপারিশগুলোর কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

র‍্যাফেন্সপার্জার বিবিসিকে জানান, তালিকায় চিহ্নিত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে অ-নাগরিক কি না, তা যাচাই করতে তাঁর দপ্তর সরকারের দেওয়া তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছে; এমনকি তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ভোটারের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে।

র‍্যাফেন্সপার্জার বলেন, "ভোট দেওয়ার অধিকার যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য সবসময়ই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা বা রক্ষাকবচ কার্যকর রাখা হয়।"

গত বছরের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকেই ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংস্কার আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; এই প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে ডাকযোগে ভোট বা 'মেইল-ইন ব্যালট'-এর ওপর কড়াকড়ি আরোপের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ঘোষণা করেন যে, প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে 'ভোটার হিসেবে অতীত রেকর্ড' থাকা ১,৯৩০ জনকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই সংখ্যাটি সেই কয়েক লাখ 'অ-নাগরিক' ভোটারের সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য-যাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকার কথা এর আগে ট্রাম্প এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি উল্লেখ করেছিল।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

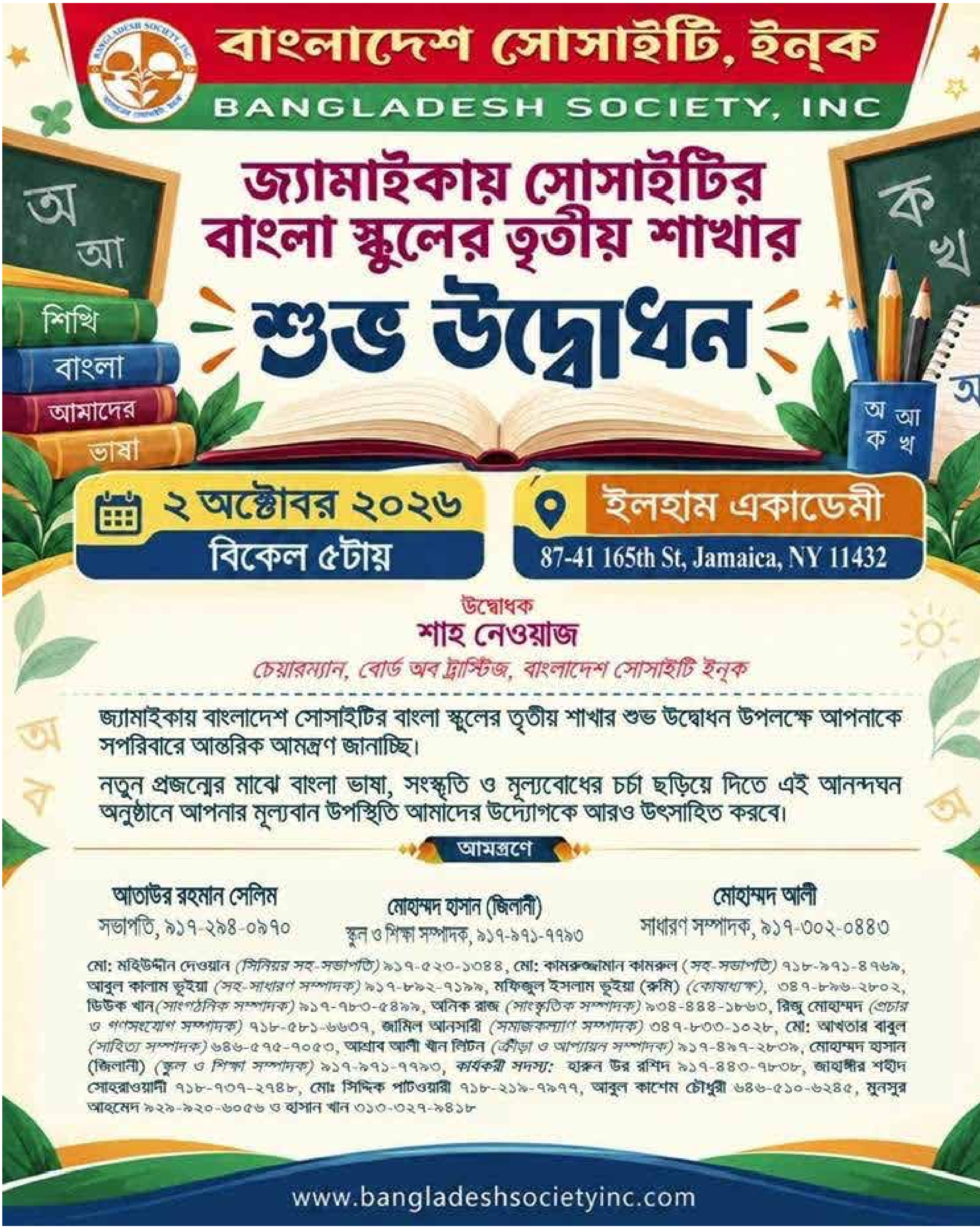
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
BANGLADESH SOCIETY, INC
জ্যামাইকায় সোসাইটির
বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার
শুভ উদ্বোধন
অ
আ
শিখি
বাংলা
আমাদের
ভাষা
ক
খ
২ অক্টোবর ২০২৬
বিকেল ৫টায়
ইলহাম একাডেমী
87-41 165th St, Jamaica, NY 11432
উদ্বোধক
শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
জ্যামাইকায় বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আপনাকে সপরিবারে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চা ছড়িয়ে দিতে এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে আপনার মূল্যবান উপস্থিতি আমাদের উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করবে।
আমন্ত্রণে
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক, ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২৩-১০৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল (সহ-সভাপতি) ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) (কোষাধ্যক্ষ), ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান(সাংগঠনিক সম্পাদক) ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল (সাহিত্য সম্পাদক) ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খান লিটন (ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৯১৭-৪৯৭-২৮০৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) (স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, কার্যকরী সদস্য: হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মো: সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮
www.bangladeshsocietyinc.com

ইরানকে সহায়তা দিতে চীনকে নিষেধ

৭ পৃষ্ঠার পর

আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এড়াতে পণ্য বিনিময়ের মতো এক ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে সামরিক সরঞ্জামসহ কোটি কোটি ডলার মূল্যের চীনা পণ্য কিনছে ইরান। চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছে, যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে পুনরায় আলোচনায় ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন সি জিনপিং। তবে ইরানকে চীনের সহায়তার বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।

ওয়াশিংটনে তিন দিনব্যাপী এই রাষ্ট্রীয় সফর চলাকালীন ট্রাম্প ও শি-কারো পক্ষ থেকেই সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিক কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। চলতি মাসের শুরুর দিকে ট্রাম্প এমন একটি প্রতিবেদন উড়িয়ে দেন, যেখানে দাবি করা হয়-জুলাই মাসে জর্ডানের এক ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের তিন সেনা নিহতের ঘটনার আগে চীনা একাধিক সংস্থার কাছ থেকে সেই ঘাঁটির স্যাটেলাইট ছবি সংগ্রহ করে ইরান।

১৩ সেপ্টেম্বর এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা যা করি, মূলত তারাও তা-ই করে। মানুষ যখন বলে চীন আমাদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে, আমি বলি আপনারা সঠিক বলছেন এবং আমরাও তো তাদের ওপর নজরদারি চালাই।’

হোয়াইট হাউসের পর এবার ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

ভয়েস্কে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এটি একটি ছোট রক্ষণশীল নেটওয়ার্ক, যা প্রধান টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোর আনুষ্ঠানিক পুলের অংশ নয়।

‘ভুয়া খবর’ ছড়ানোর অভিযোগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প ঘোষণা দেন, সিএনএন, এমএস নাও এবং অ্যাক্সেল স্প্রিঙ্গার গ্রুপের মালিকানাধীন পলিটিকো-যে গ্রুপের সঙ্গে দ্য টেলিগ্রাফও রয়েছে-এখন থেকে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অনুমতি পাবে না।

সিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, সংবাদমাধ্যমগুলো তার প্রশাসন সম্পর্কে ‘কাল্পনিক গল্প বা মিথ্যা’ লিখছে।

পরে হোয়াইট হাউসের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দেন, জাতীয় নিরাপত্তার কারণেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই ঘোষণার পর প্রেসিডেন্টের প্রকাশ্য কর্মসূচির টেলিভিশন কভারেজে সাময়িকভাবে ব্ল্যাকআউট তৈরি হয়। পুলের অন্য নেটওয়ার্ক-এবিসি, সিবিএস, ফক্স নিউজ ও এনবিসি-হোয়াইট হাউস বয়কট করে সিএনএনের প্রতি সংহতি জানায়।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটনের একটি ফেডারেল আদালত হোয়াইট হাউসের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে বলেন, সিদ্ধান্তটি সম্ভবত “অসাংবিধানিক”।

বিচারক হোয়াইট হাউসের এই যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন যে নিষিদ্ধ সংবাদমাধ্যমগুলো জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল।

রায়ে বিচারক লেখেন, ‘বাদীদের হার্ড পাস বাতিল করলে বাস্তবে জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে-বিবাদীদের এই দাবির পক্ষে নথিতে যথেষ্ট বাস্তবভিত্তিক সমর্থন নেই।’

তবে আদালতের রায়টি হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার নিয়ে হলেও প্রেসিডেন্টের উড়োজাহাজে সিএনএন ভ্রমণ করতে পারবে কি না, সে বিষয়ে সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি।

সিএনএনের আইনজীবী থিওডোর বুট্রস জুনিয়র বলেন, বাদীপক্ষ মনে করে আদালতের রায় পুলে অংশগ্রহণের অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

হোয়াইট হাউসের সঙ্গে প্রবেশাধিকার নিয়ে বিরোধের কারণে কয়েক দিন ধরে প্রেসিডেন্টের কর্মসূচির কোনো ফুটেজ সম্প্রচার করেনি সিএনএন।

শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সিএনএন আবার ট্রাম্পের ফুটেজ প্রচার শুরু করে। সেদিনের ফুটেজে দেখা যায়, ট্রাম্প চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ন্যাশনাল আর্কাইভস পরিদর্শন করছেন। এ সময় ট্রাম্পের স্ত্রী ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প এবং শি জিনপিংয়ের স্ত্রী পেং লিয়ুয়ানও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সংবাদমাধ্যমের প্রতি তার মনোভাব ক্রমেই আরও আক্রমণাত্মক হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে তিনি প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পরপরই তিনি সংবাদ সংস্থা এপিকে ভবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেন। মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করে ‘গালফ অব আমেরিকা’ করার নির্বাহী আদেশ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় এপি এই নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে।

ইরানের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে ইতিবাচক

৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি ইরানের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন অথবা দেশটিকে ‘নিশ্চিহ্ন’ করে প্রক্রিয়াটিকে আরও দ্রুত করতে পারেন।

তেহরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মধ্য দিয়ে সংঘাত শুরুর প্রায় সাত মাস পরও দুই পক্ষ অচলাবস্থায় রয়েছে। ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ রেখেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের বন্দরগুলোতে পাল্টা অবরোধ অব্যাহত রেখেছে।

অপরদিকে, ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সৌদি আরব-সমর্থিত সরকারের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা। ওই সংঘাতের জেরে লোহিত সাগর দিয়েও জ্বালানি রপ্তানি কমেছে।

কুইনটেক্স ইন্টেল নামের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা স্টিফেন ইনেস এএফপিকে জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের তিন ঘণ্টার বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি হতে এখনো অনেক দেরি। তবে এ ধরনের অগ্রগতি জ্বালানি বাজারকে এমন বার্তা দেয় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকৃত ও ফলপ্রসূ কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চলমান আছে। এতে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা কমে।

এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ‘সঙ্গে সঙ্গেই’ তেলের দাম কমে আসবে।

তেলের দাম কমার মধ্যেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরিশোধিত তেল রপ্তানিকারক সৌদি আরব তার ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইনের কার্যক্রম আবার শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই তেল রপ্তানি পথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রিয়াদ চলতি মাসে জানিয়েছিল, ইরাক থেকে উৎক্ষেপিত ড্রোন হামলার কারণে পাইপলাইনটি বন্ধ করতে হয়েছিল। ইরানের হরমুজ প্রণালির অবরোধ এড়িয়ে তেল রপ্তানির জন্য এই পাইপলাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে এক সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, সৌদি আরব চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে আবারও এই পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল রপ্তানি শুরু করতে চায়।

তবে সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আরামকো এশিয়ার শোধনাগারগুলোকে জানিয়েছে, তারা শিগগিরই লোহিত সাগরের ইয়ানবু বন্দর থেকে অপরিশোধিত তেল নিতে পারবে।

তবে ইউরোপের ক্রেতাদের বলা হয়েছে, অক্টোবর মাসে তাদের জন্য কোনো তেল বরাদ্দ নেই।

ব্লুমবার্গের ওই প্রতিবেদনে এসব বিষয় উল্লেখ করা হয়।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ

৭ পৃষ্ঠার পর

করেননি। আদেশে কেলি বলেন, ‘বাদীদের প্রেস পাস বাতিল করলে জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে, এমন দাবির পক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। একইভাবে তাদের প্রবেশাধিকার ফিরিয়ে দিলে জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে, এমন দাবিরও ভিত্তি নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছিলেন যে ওই সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে “সত্যতার ঘাটতি ও নেতিবাচকতার” কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিনিধিরা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প বলেছিলেন, ওই তিন সংবাদমাধ্যমের ‘মিথ্যা ও কল্পকাহিনী’ প্রকাশ বা প্রচার চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। অন্যদিকে, মার্কিন বিচার বিভাগের আইনজীবীরা জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়ে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটনের একটি ফেডারেল আদালতে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করে সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকো কর্তৃপক্ষ। তাদের অভিযোগ, এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে থাকা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্ত গণমাধ্যমের অধিকার এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে।

মামলার শুনানি চলাকালে হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা আদালতের কাছে ট্রাম্পের আদেশে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করে।

বুধবারের (২৩ সেপ্টেম্বর) শুনানিতে বিচারক কেলি বলেন, কলাম্বিয়া সার্কিটের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আপিল আদালতের দুটি পূর্ববর্তী রায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, হোয়াইট হাউসের প্রেস পাস বাতিলের আগে সাংবাদিকদের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার সুযোগ দিতে হবে।

তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলোকে তাদের প্রবেশাধিকার বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে মনে হচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমগুলোর আইনজীবী আদালতে বলেন, কোনো ধরনের আগাম নোটিশ বা সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ ছাড়াই তাদের হোয়াইট হাউসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি এটিকে নজিরবিহীন, অযৌক্তিক ও কঠোর শাস্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।

তবে বিচার বিভাগের আইনজীবী বলেন, মঙ্গলবার পাঠানো চিঠিতে ট্রাম্প প্রশাসন প্রেস পাস বাতিলের যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু বিচারক এ যুক্তির বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ওই চিঠিগুলো প্রেস পাস বাতিলের পর এবং মামলা দায়েরের পরে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) আদালতে জমা দেওয়া এক নথিতে বিচার বিভাগ যুক্তি দেয়, হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার কোনো অধিকার নয়, বরং এটি একটি বিশেষ সুবিধা। তাই সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রবেশাধিকার স্থগিত করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের রয়েছে।

এদিকে, বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন এবং কয়েক ডজন সংবাদমাধ্যম ওই তিন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদালতে একটি নথি জমা দিয়েছে। এতে তারা বলেছে, কোনো সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাংবাদিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের কয়েক দশকের সিদ্ধান্তের পরিপন্থি।

ওই নথিতে সই করেছে রিপোর্টার্স কমিটি ফর ফ্রিডম অব দ্য প্রেস, রয়টার্স, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ও ফক্স নিউজসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংগঠন।

গ্রিনল্যান্ডে দুটি সামরিক ঘাঁটি

৬ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্লু ওয়েস্ট ওয়ান সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে জনসংখ্যা কমে মাত্র কয়েক ডজনে নেমে এসেছে। অন্যটি মেস্টারসভিগে। সেখানে বর্তমানে ডেনমার্কের বিশেষ বাহিনীর ইউনিট সিরিয়াস ডগ স্লেজ প্যাট্রলের ফাঁড়ি রয়েছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় ডেনমার্ক, গ্রিনল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন চুক্তিটি সই হওয়ার কথা রয়েছে।

চুক্তির মূল খসড়া এখনও প্রকাশ করা হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই তিন ব্যক্তি জানিয়েছেন, চুক্তি সই হওয়ার আগ পর্যন্ত এর বিস্তারিত চূড়ান্ত হবে না। এদিকে, রয়টার্সের পক্ষ থেকে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ জানানো হলেও ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেয়নি। হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র চুক্তির বিস্তারিত নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তিনি আগের একটি বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, মঙ্গলবার এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ‘গ্রিনল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত ও শক্তিশালী হবে।’

ডেনমার্কের ভাষ্যমতে, এই চুক্তির ফলে আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের ওপর না থেকে সামরিক জোট ন্যাটোর আওতায় আসবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা বলে আসছেন। ডেনমার্কের এই আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণে নিতে তিনি মাঝে মধ্যে সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি।

জনমত জরিপে দেখা গেছে, গ্রিনল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষই এমন ধারণাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। ট্রাম্পের এমন হুমকির কারণে গত জানুয়ারি মাসে ন্যাটো জোটের ভেতরে এক কূটনৈতিক সংকট তৈরি হয়। সেই চাপ কমাতে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের ১৭টি সামরিক স্থাপনা ছিল এবং সেখানে ১০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েন থাকত। বর্তমানে সেখানে শুধু পিটুফিক স্পেস বেস টিকে আছে, যেখানে প্রায় ১৫০ জন মার্কিন সামরিক সদস্য নিয়োজিত রয়েছেন।

নিউইয়র্কে নেতানিয়াহুবিরোধী

৭ পৃষ্ঠার পর

জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) আল জাজিরাকে জানিয়েছে, বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে ১০৩ জনকে আটক করা হয়েছে। পরে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আয়োজকদের দাবি, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে নয়জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নির্বাচনী প্রার্থী ছিলেন।

অন্যদিকে রয়টার্সের প্রতিবেদনে অন্তত ৩০ জনকে আটকের কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী সুসান সারান্ডন, এমি পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী হান্না আইনবাইন্ডার, ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস প্রার্থী দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ের এবং নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সদস্য চি ওসে ছিলেন।

ইহুদি অধিকারকর্মী সংগঠন জুয়িশ ভয়েস ফর পিসের (জেভিপি) আয়োজনে জাতিসংঘের বাইরে প্রায় ২০০ থেকে ৪০০ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন বলে দুই সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অনেকের পরনে ছিল একই ধরনের সাদা টি-শার্ট। তাতে লেখা ছিল ‘বোমার বদলে মানুষকে অর্থ দাও’, ‘যুদ্ধ নয়’ এবং ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’।

বিক্ষোভকারীরা ফার্স্ট অ্যাভিনিউয়ের একটি অংশে বসে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ মাইকিং করে তাদের সড়ক ছাড়ার নির্দেশ দেয়। কেউ কেউ ফুটপাতে সরে গেলেও মূল দলের সদস্যরা সড়কে বসে নেতানিয়াহুবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। পরে পুলিশ একে একে তাদের সরিয়ে নিয়ে হাত পেছনে জিপ-টাই দিয়ে বেঁধে বাসে তোলে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিরুদ্ধে কথা বলতেই তারা রাস্তায় নেমেছেন। নিউইয়র্কের বার্নার্ড কলেজের অধ্যাপক মানিজেহ মোরাদিয়ান বলেন, গাজার পুরো সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের করের অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাদের দায়িত্ব।

নিউইয়র্ক ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকা (এনওয়াইসি-ডিএসএ) ও জেভিপির নেতৃত্বে আয়োজিত বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ফিলিস্তিনপন্থি কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা বন্ধের দাবিও জানান। এর আগের দিন এনওয়াইসি-ডিএসএ জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ইসরায়েলে সামরিক ও বিস্ফোরক সরবরাহ বন্ধ এবং অতীতের সামরিক সহায়তার চালান সম্পর্কে আরও স্বচ্ছতার দাবি জানিয়েছিল।

বিক্ষোভে আটক হওয়া দারিয়ালিজা আভিলা শেভালিয়ের বলেন, নেতানিয়াহুর হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে থাকা উচিত, নিউইয়র্কের রাস্তায় বা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নয়।

নেতানিয়াহুর জাতিসংঘ সফরের বিরুদ্ধে একই দিনে আরও বড় একটি বিক্ষোভ হয়। ফিলিস্তিনিয়ান ইয়ুথ মুভমেন্ট ও দ্য পিপলস ফোরামের আয়োজনে হাজারো মানুষ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের দিকে মিছিল করেন।

আয়োজকদের একজন তাহের দাহলেহ বলেন, নেতানিয়াহুর নিউইয়র্ক সফর নগরটিতে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। তার ভাষ্য, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের নিষ্ক্রিয়তা বন্ধ হওয়া উচিত।

বিক্ষোভের মধ্যেই বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন নেতানিয়াহু। তিনি গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এটিকে ‘শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মিথ্যা’বলে অভিহিত করেন। ইসরায়েল ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

নেতানিয়াহু নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানিকেও আক্রমণ করেন এবং তাকে ইহুদিবিদ্বেষী বলে অভিযোগ করেন। তার দাবি, মামদানি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর নিউইয়র্কে অনেক ইহুদি আর নিরাপদ বোধ করছেন না। মামদানি পাল্টা অভিযোগ করেন, নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তার সরকারের কর্মকাণ্ডকে আড়াল করতে ‘ভিত্তিহীন মিথ্যা’ বলছেন। তিনি আরও বলেন, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

নিউইয়র্কে নেতানিয়াহুবিরোধী

৭ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন তাদের দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর সুযোগ দেয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে সম্ভাব্য প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী বক্তব্য পরীক্ষা করে নিতে পারেন, ভোটারদের মনোভাব বুঝতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ স্টেটগুলোতে অনানুষ্ঠানিক সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন এবং দলীয় প্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন।

তবে এবারের পরিস্থিতিতে ২০২৮ সালের নির্বাচন যেন আরও বাস্তব হয়ে উঠেছে। এর একটি কারণ ট্রাম্পের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তৈরি অনিশ্চয়তা। একইসঙ্গে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের ধাক্কা কাটিয়ে ডেমোক্র্যাটরাও ধীরে ধীরে সামনে তাকাতে শুরু করেছে।

২০২৪ সালের নির্বাচনের স্মৃতি গত মঙ্গলবারও (২২ সেপ্টেম্বর) সামনে আসে।

সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস মিশিগান স্টেটে গিয়ে ডেমোক্র্যাটদের সিনেট প্রার্থী আবদুল আল-সাইয়েদের পক্ষে দলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে হারা সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেটের একটি মিশিগান।

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসই একমাত্র সম্ভাব্য প্রার্থী নন, যিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

নিউইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে নিজের প্রভাব আরও বাড়াচ্ছেন। জর্জিয়ার সিনেটর জন অসফ এখনো নিজের পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারেননি, কিন্তু এরইমধ্যে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তার নাম আলোচনায় এসেছে।

এ ছাড়া, ইলিনয়ের গভর্নর জেবি প্রিটজকার, কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার ও পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শাপিরোর রাজনৈতিক তৎপরতাও বাড়ছে।

রিপাবলিকান শিবিরেও একই চিত্র। বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের প্রতিটি বক্তব্য ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ এখন বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ ট্রাম্পের ছায়াতেই ভবিষ্যতে তাকে প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে হচ্ছে।

সিনেটর টেড ক্রুজ, র‍্যান্ড পলসহ আরও কয়েকজন রিপাবলিকানও প্রকাশ্যে সম্ভাব্য প্রার্থিতা নিয়ে ভাবার কথা জানিয়েছেন।

লুইজিয়ানার ৭৪ বছর বয়সী সিনেটর জন কেনেডি অবশ্য বলেছেন, তিনি সিনেটে পুনর্নির্বাচনের জন্য লড়বেন।

তবে গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদে 'অনেক অযোগ্য লোক' প্রার্থী হলে তিনিও শীর্ষ পদটির জন্য চেষ্টা করতে পারেন।

সিএনএন জানিয়েছে, এটাই সম্ভবত পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্র, অনেক রাজনীতিক আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন, 'আমি কেন নই?'

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র যখন নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি যে শুরু হয়ে গেছে, তা অন্তত স্পষ্ট।

২০২৮ সালের নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। কারণ দুই প্রধান দলেরই প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন নতুন নেতৃত্বের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রার্থীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' বা 'মাগা'রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী হবে, নাকি দলটি আবার চিরাচরিত রক্ষণশীল অবস্থানে ফিরবে।

অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটদের প্রয়োজন এমন একজন নেতা, যিনি প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থি দুই অংশকে একসঙ্গে রাখতে পারবেন।

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পবিরোধী অবস্থান কার্যকর হতে পারে। তবে জনমত জরিপগুলোয় দেখা যাচ্ছে, জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় যে দলটি ভোটারদের আস্থা হারিয়েছিল, সেই দল নিয়ে ভোটারদের অসন্তোষ এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজের একটি সাক্ষাৎকারে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য দৌড় নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়।

নিউইয়র্কের এই ডেমোক্র্যাট নেতা মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারে নিজের সক্রিয়তা বাড়িয়ে স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তরসূরি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন।

ট্রাম্প আমলের রাজনীতিতে আলোচনা জন্ম দেওয়ার মতো নানা বিষয়েও তিনি সক্রিয়।

এদিকে, ৩৭ বছরে পা দিতে যাওয়া আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ হয়তো জীবনে একবারই আসে। তবে একইসঙ্গে তিনি নির্বাচনে জেতার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্নের কথা স্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, 'আমি নারী ও লাতিনা। নির্বাচনে জেতার সক্ষমতা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে।'

এই প্রশ্নের সঙ্গে কমলা হ্যারিসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও জড়িত। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হওয়ার পর তিনি ২০২৮ সালে আবার প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন কি না, সে সিদ্ধান্ত নেননি।

তবে ডেমোক্র্যাটিক দলের আরও কয়েকজন সম্ভাব্য প্রার্থী নিজেদের অবস্থান তৈরি করছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন গভর্নরও রয়েছেন।

পেনসিলভানিয়া স্টেটের গভর্নর জশ শাপিরো সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালা প্রয়োজন কি না, সেই জাতীয় বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। এআইয়ের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগকে ট্রাম্প 'হোক্স' বা ভুয়া প্রচারণা হিসেবে অভিহিত করায় শাপিরো তার সমালোচনা করেন।

কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) নতুন বই প্রকাশ করেছেন 'গো অ্যান্ড ডু লাইকওয়াইজ: হাউ উই হিল অ্যা ব্রোকেন কান্ট্রি' নামে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি তৈরির ক্ষেত্রে গভর্নরদের বই প্রকাশ একটি পুরোনো রাজনৈতিক কৌশল।

সিএনএনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বেসিয়ার বলেন, দেশের যেসব অঞ্চলে ডেমোক্র্যাটরা দীর্ঘদিন ধরে যায়নি, সেসব জায়গায় যেতে হবে। কয়লা খনি ও কৃষিপ্রধান এলাকার মানুষের কথা শুনতে হবে।

২০২৮ সালে প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।

ইলিনয়ের গভর্নর জেবি প্রিটজকার ট্রাম্পের সমালোচক হিসেবে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছেন। তবে, সম্প্রতি ব্যক্তিগত একটি কারণেও তিনি আলোচনায় এসেছেন। জিএলপি-১ ধরনের ওষুধ সেবনে তার ওজন ৮০ পাউন্ড কমেছে বলে দাবি করেছেন।

সিবিএস নিউজকে তিনি বলেন, আপাতত তার মনোযোগ পুনর্নির্বাচনের দিকে। ভবিষ্যতে কী করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেননি।

গত সপ্তাহে আরিজোনার সিনেটর মার্ক কেলিও সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা নিয়ে জানান-প্রার্থী হতে পারেন, তবে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি।

ট্রাম্প সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে নিয়ে রসিকতা করেছেন। তবে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট মেয়াদ যখন শেষের দিকে যাবে, তখন বিষয়টি আর এতটা মজার থাকবে না।

ভ্যান্সকে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে রুবিওর পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

গত শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) ভ্যান্স আইওয়া সফর করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক বাছাইপর্বে আইওয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেট । সেখানে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় সিনেট ও গভর্নর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি ট্রাম্পের উত্তরসূরি হওয়ার সম্ভাবনা এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক ছায়া থেকে বের হয়ে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করা। তার নিজস্ব নির্বাচনী বিজয়ের অভিজ্ঞতাও তুলনামূলকভাবে সীমিত, বর্তমান দায়িত্বে আসার আগে তিনি মাত্র দুই বছর সিনেটর ছিলেন।

২০১৬ সালের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দৌড়ে ট্রাম্পের কাছে হেরে যাওয়া টেড ক্রুজও আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

গত আগস্টে টেক্সাসের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ড্যান প্যাট্রিকের পডকাস্টে ক্রুজ বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই, এটা কোনো গোপন বিষয় নয়।' তবে তিনি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি।

সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রার্থীদের তালিকায় আরও রয়েছেন টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট, ফ্লোরিডার বিদায়ী গভর্নর ও ২০২৪ সালের রিপাবলিকান প্রার্থী রন ডিস্যান্টিস ও ফ্লোরিডার সিনেটর রিক স্কট।

কেনটাকির সিনেটর র‍্যান্ড পল, যিনি ২০১৬ সালে ট্রাম্পের কাছে হেরেছিলেন, মুক্তবাজার ও শুল্কবিরোধী অবস্থানের একজন প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। সেই প্রার্থী তিনি নিজেই কি না, তা অবশ্য এখনো পরিষ্কার নয়। ওয়াশিংটন পোস্টকে তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত এখন '৫০-৫০'।

তবে এমন কোনো প্রার্থীও সামনে আসতে পারেন, যার নাম এখনো কেউ ভাবেনি। কারণ ২০১৬ সালের আগে ট্রাম্পকেও রিপাবলিকান দলের মূলধারার বাইরে থাকা একজন রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে দেখা হতো। পরে তিনিই দলটির রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন আনেন।

ডেমোক্র্যাটিক দলেও একই ধরনের জনপ্রিয়তাবাদী পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে।

এই মুহূর্তে হয়তো পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। এখন মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের মতো বিষয়গুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে আগামী ৪ নভেম্বর যখন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল জানতে রাত জাগবেন এবং কংগ্রেসের আসনগুলোর ফলাফল টেলিভিশনের 'ম্যাজিক ওয়াল'-এ দেখতে থাকবেন, তখন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কার্যত শুরু হয়ে যাবে।

আর তখন থেকেই দুই দলই ক্রমশ ট্রাম্প-পরবর্তী রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে শুরু করবে।

হোয়াইট হাউস 'ট্রাম্প টিভি' নামে

৬ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তিনি সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকোকে হোয়াইট হাউসে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

এরপর প্রতিষ্ঠান তিনটি আদালতের দ্বারস্থ হয়।

এই বিরোধের জেরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বহুল আকাঙ্ক্ষিত নতুন হোয়াইট হাউস হেলিপ্যাড উদ্বোধন এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দেওয়ার ঘটনাগুলো টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়নি।

বিরল এক পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাঁচটি সম্প্রচারমাধ্যম ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার জানায়, তারা সিএনএনের প্রতি সংহতি জানিয়ে হোয়াইট হাউসের 'পুল' কভারেজ বন্ধ রাখছে।

সাধারণত এক বা একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সারাদিনের জন্য হোয়াইট হাউসে ভিডিও ধারণের কাজ করে। তাদের সেই ভিডিও অন্যান্য টিভি চ্যানেলও ব্যবহার করতে পারে। এ বিষয়টিকেই 'পুল কভারেজ' বলা হয়। ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার হোয়াইট হাউসের টিভি পুল হিসেবে কাজ করার কথা ছিল সিএনএনের।

এবিসি, সিবিএস, সিএনএন, ফক্স ও এনবিসি এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'সরকার সম্পর্কে নিখুঁত ও নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়ার বিষয়টির সঙ্গে দেশের জনগণের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। কোনো সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন পছন্দ না হলে সেটার ওপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিধিনিষেধ আরোপ কোনো দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য নয়।'

বিশ্লেষকদের মতে, গণমাধ্যমগুলোর এই উদ্যোগে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে তাদের এক ধরনের নজিরবিহীন শক্তির লড়াই শুরু হয়েছে।

এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহে এই বিরোধ তৈরি হয়েছে, যখন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং হোয়াইট হাউসে সফর করছেন।

'ক্যানসারের মতো' সংবাদমাধ্যমসমুহের

এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে (ইউএনজিএ) বিদেশি নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকগুলো সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচার নাও হতে পারে।

এদিকে সাউথ লনে নির্মিত বিশাল গ্রানাইটের হেলিপ্যাডটির ফিতা কাটার অনুষ্ঠান শুধু হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তবে ট্রাম্পের বক্তব্যের শব্দ পুরোপুরি শোনা যায়নি।

এএফপিসহ হোয়াইট হাউসে কাজ করা কয়েকটি ফটো সংবাদমাধ্যম নিষিদ্ধ তিনটি সংবাদমাধ্যমের প্রতি সংহতি জানিয়ে হেলিপ্যাডে ট্রাম্পের ছবি প্রকাশ বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ট্রাম্প তার অবস্থান থেকে সরে আসেননি। তিনি সংবাদমাধ্যমকে 'ক্যানসার' এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বলেন, 'হোয়াইট হাউস স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের ওপর কোনো আক্রমণ চালাচ্ছে না। এ বিষয়টিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।'

'বরং এটি ভুয়া সংবাদ (প্রচারকারীদের) ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যা আমাদের প্রিয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্যানসারের মতো বেড়ে উঠেছে', যোগ করেন তিনি।

রাজনীতিতে আসার আগে সিএনএনের ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে 'বামপন্থি প্রচারণা' ছড়ানোর অভিযোগ করেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'তারা এখনও সংবাদ প্রকাশ করতে পারে। তাদের এখনও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। শুধু তারা আর হোয়াইট হাউসে কোনো অফিস পাবে না।'

সাংবাদিকদের প্রেস পাস জব্দ

ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা শুধু হোয়াইট হাউসে ওই সংবাদমাধ্যমগুলোর কার্যালয়ের জায়গা বাতিলে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

শনিবার সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকোর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের প্রেস পাস জব্দ করা হয়।

তিন প্রতিষ্ঠান তাদের মামলায় নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সাময়িক স্থগিতাদেশ জারির আবেদন করেছে। তাদের যুক্তি, এই নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘন করে, যেখানে মুক্ত সংবাদমাধ্যমের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

আদালতে জমা দেওয়া নথিতে প্রতিষ্ঠানগুলো বলেছে, 'এই নিষেধাজ্ঞার চেয়ে প্রথম সংশোধনীর ওপর আরও সরাসরি আক্রমণ কিংবা আমাদের সবচেয়ে মৌলিক সাংবিধানিক নীতির আরও স্পষ্ট লঙ্ঘন হতে পারে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের একজন ডিস্ট্রিক্ট জজ বুধবার ২৩ সেপ্টেম্বর অভিযোগটির শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন।

শুক্রবার ট্রাম্পের আকস্মিক নিষেধাজ্ঞার ঘোষণায় সংবাদমাধ্যমগুলো বিস্মিত হয়ে যায়। জানা গেছে, তার প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তাও এতে বিস্মিত হয়েছেন।

নিষেধাজ্ঞার পেছনে কী কারণ ছিল, তা প্রেসিডেন্ট বিস্তারিত জানাননি।

তবে ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ওভাল অফিসে এএফপির এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মূলত গত দুই বছরের ধারাবাহিক প্রতিবেদনই এর কারণ।'

১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, অন্য সংবাদমাধ্যমগুলোও একই পরিণতির মুখে পড়তে পারে। তবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করা হতে পারে, তা তিনি জানাননি।

বিলিওনার সাবেক রিয়েলিটি টিভি তারকা ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে তার নির্বাচনী প্রচার ও প্রশাসনের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশকারী সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়ে আসছেন।

তিনি বারবার সংবাদমাধ্যমকে 'জনগণের শত্রু' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তবে এমন এক সময়ে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো, যখন ট্রাম্পের প্রতি জনসমর্থনের হার রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তার রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে এবং ইরানের সঙ্গে যুদ্ধেরও কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। - এএফপি

সৌদি আরবের বন্দর রক্ষায় সেনা পাঠাবে ফ্রান্স: মাখোঁ

১৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে রাতে টেলিভিশনে দেওয়া একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মাখোঁ এ কথা বলেন।

ফ্রান্সে জ্বালানি পণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির চাপের মধ্যে মাখোঁ ফরাসি নাগরিকদের আশ্বস্ত করে বলেন, আগামী শীতের জন্য তাঁর দেশে পর্যাপ্ত গ্যাস ও তেলের মজুত আছে। নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

চলমান বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহন সংকটে সৌদি আরবের জ্বালানি তেল রপ্তানি লোহিত সাগরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় প্রধান বিকল্প পথ হিসেবে দেশটি ইয়ানবু বন্দর ব্যবহার করে তেল রপ্তানি করছিল। কিন্তু সম্প্রতি বন্দরটি ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে পড়েছে। ফলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম আরও এক দফা বেড়েছে।

মাখোঁ বলেন, ফ্রান্স সৌদি আরবের ইয়ানবু বন্দরটি রক্ষায় সামরিক সহায়তা পাঠাতে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সেনাসদস্য, রাডার-ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন, এই সামরিক সহায়তার উদ্দেশ্য সংঘাতে জড়ানো নয়।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে কি চীনই জিতল

১৮ পৃষ্ঠার পর

ছিল বৈঠকটি। এখানে বিরোধ দূর করা ও অগ্রগতির অর্জনের চেয়ে জাঁকজমক ও লোকদেখানো বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
ট্রাম্প-সির এবারের বৈঠকে মোটাদাগে ফলাফল হলো-শিগগিরই চীন থেকে দুটি জায়ান্ট পান্ডা আটলান্টার চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে।
চীনের প্রেসিডেন্ট গত বুধবার ওয়াশিংটনে পৌঁছান। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে সি'কে বরণ করে নিতে জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজ উড়োজাহাজের দোরগোড়ায় হাজির হন ট্রাম্প ও মেলানিয়া। দেওয়া হয় লালগালিচা সংবর্ধনা। তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ট্রাম্পের নতুন হেলিপ্যাড ও মেরিন ওয়ান হেলিকপ্টার ঘুরে দেখেন সি। এরপর তাঁরা ৯০ মিনিট বৈঠক করেন।
ট্রাম্প বলেছেন, সির সঙ্গে তাঁর 'দারুণ বৈঠক' হয়েছে। বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাইওয়ানের স্বাধীনতা ও ইরান যুদ্ধ নিয়েও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছেন দুই নেতা। ট্রাম্প বলেন, সি 'গ্রানাইটের প্রতি বেশ আগ্রহী', এটা তিনি বৈঠকে জানতে পেরেছেন।
দুই বিশ্বনেতার এ বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সি চিন পিংয়ের প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান দেখাচ্ছেন ট্রাম্প-মন্তব্য করেন জুলিয়ান গেউয়ার্টজ। তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনে চীন-বিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার দায়িত্বে ছিলেন।
কিন্তু বৈঠক থেকে বাস্তবিক কোনো অগ্রগতি কি হয়েছে? যদিও আগে থেকেই এ বৈঠক নিয়ে প্রত্যাশা বেশ কম ছিল। তবে প্রত্যাশার পারদ সেই পর্যায়েও উঠতে পারেনি।
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে অন্যতম বড় একটি বিষয়-বাণিজ্য। গত বছর ট্রাম্প চীনা পণ্যে একের পর এক শুল্ক আরোপ করেন। তখন হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে চীনের বিরুদ্ধে অন্যায্য বাণিজ্যচর্চার অভিযোগ তোলা হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি ছিল, অন্যায্য বাণিজ্যচর্চার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। একই সঙ্গে বেড়েছে বাণিজ্য ঘাটতি।
চীন থেকে পণ্য আমদানি কমানো এবং চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল ট্রাম্পের শুল্কারোপের উদ্দেশ্য। কিছু ক্ষেত্রে সেটা কাজেও দিয়েছে। ২০২৪ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ হাজার কোটি (৩০০ বিলিয়ন) ডলারের। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালে তা ২০ হাজার কোটি (২০০ বিলিয়ন) ডলারে নেমে এসেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এ বাণিজ্য ঘাটতির কিছু অংশ পূরণ হচ্ছে তৃতীয় দেশ হয়ে চীনের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর মাধ্যমে। চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত গত বছর রেকর্ড ১ লাখ কোটি (১ ট্রিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪৩ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র আর চীন থেকে। কাজেই দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক। গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে দেশ দুটি যখন বাণিজ্যযুদ্ধ থেকে সরে আসার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়, তখন শুধু চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা স্বস্তি পাননি, বিশ্ব অর্থনীতিতেও স্বস্তি এসেছিল।
আসছে নভেম্বরে এ সমঝোতার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। চীনা অর্থনীতি মূলত রপ্তানির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই বেইজিং সমঝোতার মেয়াদ ট্রাম্পের শাসনামল শেষ হওয়া পর্যন্ত বাড়ানোর চেষ্টা করছিল বলে খবর পাওয়া যায়। ২০২৯ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করবেন।
গত বৃহস্পতিবার জানা গেছে, চীনের প্রেসিডেন্টের তুমুল আলোচিত ওয়াশিংটন সফর থেকে উভয় দেশের বাণিজ্যযুদ্ধ থেকে সরে আসার সমঝোতার মেয়াদ মাত্র দুই মাস বেড়েছে। এ বিষয়ে চিন্তক প্রতিষ্ঠান এশিয়া সোসাইটির জ্যেষ্ঠ ফেলো নিল টমাস বলেন, 'বৈঠকটি জাঁকজমক ও আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ ছিল। তবে এর বাইরে এটা বৈঠকের প্রস্তুতির ঘাটতির বিষয়টিই তুলে ধরে।'
ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক উইলিয়াম ইয়াং বলেন, এটা একেবারে স্পষ্ট, বৈঠকে মূল বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রতীকী বিষয় ও আনুষ্ঠানিকতা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। দুই মাসের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি এটাই প্রমাণ করে, বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনো মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে।
ট্রাম্প যখন চীনা পণ্যের ওপর শুল্কারোপ করেছিলেন, তখন বেইজিংও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিল। ওই সময় বিরল খনিজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় চীন। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প উৎপাদন ও সামরিক সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য এসব খনিজ খুবই দরকারি। কাজেই বেইজিংয়ের রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত চীনের ওপর ট্রাম্পের চাপ প্রয়োগের ক্ষমতাকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছিল।
জুলিয়ান গেউয়ার্টজ বলেন, বেইজিংয়ের পাল্টা পদক্ষেপ... ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। চীনের বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ কমিয়েছে।
বাণিজ্য সমঝোতা নিয়ে সামান্য অগ্রগতি ছাড়া দুই প্রেসিডেন্টের বৈঠকে আর কোনো বড় অগ্রগতি দেখা যায়নি। তাইওয়ান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ইরান ও ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি-চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে কোনো বিষয়েই উল্লেখযোগ্য অর্জন কার্যত নেই।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে তাইওয়ান ইস্যুকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখে চীন। তাইওয়ানকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে বেইজিং। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে সরাসরি সহায়তা দেয়। এ সহায়তা কমিয়ে আনতে ট্রাম্পের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছেন সি।
বৈঠকের পর চীনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবরণে বলা হয়েছে, সি ট্রাম্পকে বলেছেন, তিনি আশা করছেন, 'তাইওয়ানের স্বাধীনতার বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সঠিক অবস্থান বজায় রাখবে'।
এখন ট্রাম্প যদি বলেন, 'আমরা তাইওয়ানে স্বাধীনতা সমর্থন করছি না', বেইজিং অবশ্যই স্বাগত জানাবে। কিন্তু সেটা হবে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বহু পুরোনো অবস্থান থেকে স্পষ্টত সরে আসা। সি'র এমন চাওয়ায় ট্রাম্প রাজি হয়েছেন কিনা, সেটা অবশ্য তিনি বলেননি।
তবে মনে হচ্ছে, তাইওয়ানের কাছে ১ হাজার ৪০০ কোটি (১৪ বিলিয়ন) ডলারের অস্ত্র বিক্রির প্যাকেজ অনুমোদনের বিষয়টি ট্রাম্প এখনো এগিয়ে নেননি। চীন চায়, এ প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাক।
বৈঠক থেকে বড় কোনো অর্জনের খবর না আসাটা বরং চীনের জন্য একটি সাফল্য, বলেন নিল টমাস। তিনি আরও বলেন, চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বৈঠকটি দারুণ হয়েছে।
নিল টমাস বলেন, সি চিন পিং রাষ্ট্রীয় সফরে ওয়াশিংটনে এসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিপুল সম্মান পেয়েছেন। চীনের মানুষের কাছেও দারুণ কিছু ছবি পৌঁছেছে। এসব ছবিতে ট্রাম্প ও সিকে বিশ্বমঞ্চে সমমর্যাদার নেতা হিসেবে দেখা গেছে। অথচ এ জন্য চীনকে কোনো ছাড় দিতে কিংবা সমঝোতা করতে হয়নি।
অ্যামি হকিন্স: দ্য গার্ডিয়ানের চীন-বিষয়ক জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা

ডায়ানার মৃত্যুর কদিন পর চার্লস

১৮ পৃষ্ঠার পর

ইউরোর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে সূত্রগুলো জানায়।
জালিয়াতির ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ করে 'করিয়েরে দেল্লা সেরা' নামের একটি ইতালিয়ান গণমাধ্যম। তাদের তথ্য অনুযায়ী, অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন ফিদিয়ুরামের তৎকালীন চেয়ারম্যান পাওলো মোলেসিনি ইন্তেসা সানপাওলোর সিইও কার্লো মেসিনার কাছ থেকে এসেছে বলে মনে হওয়া একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পান। বার্তাটিতে একটি বৈদেশিক লেনদেনের জন্য জরুরি সহায়তা চাওয়া হয়েছিল।
প্রতারকেরা নির্দেশনার সত্যতা নিশ্চিত করতে একটি নামী আইনি প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ অংশীদারের নম্বর থেকে এসেছে বলে মনে হওয়া একটি ফলোআপ ফোন কল করে। সূত্রগুলোর মতে, প্রতারকেরা ওই আইনজীবীর কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল।
অনুরোধটি আসল ভেবে মোলেসিনি তাঁর অর্থ বিভাগকে প্রধানত চীন ও হংকংয়ের একাধিক বিদেশি অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশ দেন বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।
ইন্তেসা সানপাওলো এবং ফিদিয়ুরাম এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ফিদিয়ুরাম দ্রুতই অর্থ স্থানান্তরে অনিয়ম শনাক্ত করে এবং বেশ কয়েকটি দেশের ব্যাংক ও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে। সূত্রগুলোর মতে, চীন, পর্তুগাল ও ইতালির কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় পরবর্তী সময়ে প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ ইউরো উদ্ধার করা হয়।
বাকি অর্থ বিদেশি অ্যাকাউন্টের নেটওয়ার্ক ঘুরে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হওয়ায় সেগুলোর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে তারা জানায়।
মোলেসিনি বা অন্য কোনো ফিদিয়ুরাম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে না বলে জানায় সূত্রগুলো। তবে মিলানের প্রসিকিউটররা কম্পিউটার জালিয়াতির সন্দেহে ইউরোপের বাইরে বসবাসকারী এক বিদেশি নাগরিককে তদন্তের আওতায় এনেছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।
মোলেসিনি গত মার্চে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সে সময় তাঁর পদত্যাগের ব্যাপারে ফিদিয়ুরাম থেকে বাড়তি কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
গত বছর ইতালির এক মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর নকল করতে এআই ব্যবহার করে প্রতারকেরা ব্যবসায়ী মাসিমো মোরাত্তিকে একটি বিদেশি অ্যাকাউন্টে প্রায় ১০ লাখ ইউরো পাঠাতে প্ররোচিত করেছিল। সে অর্থ অবশ্য পরে উদ্ধার করা হয়।

চীনে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য

১৯ পৃষ্ঠার পর

বিপণিবিতানে আরও কয়েকটি দেশেরও পণ্য প্রদর্শনের জন্য স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে চীনের বিভিন্ন শহরে পণ্য পাঠাচ্ছে ওই সব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা এখন প্রদর্শনকেন্দ্র চালানোর জন্য চীনা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করব। প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে চুক্তির খসড়া পাঠিয়েছে। আশা করছি, চলতি বছরের মধ্যেই আমরা এই প্রদর্শনকেন্দ্র চালু করতে পারব।'
ইপিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, গত বছরের মে মাসে ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য বিভাগের লানচাং-মেকং উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্রের উপপরিচালক লিউ জিয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করে। তারা ইপিবির তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য বিনা মূল্যে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও গুদামসুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করে। তাতে বাংলাদেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখায়।
গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের ইউনান প্রদেশের টংদে কুনমিং প্লাজায় আয়োজিত ফল উৎসবে স্থায়ী পণ্য প্রদর্শন ও গুদামের জন্য ইপিবি এবং ইউনান প্রদেশের বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই হয়। প্রথমবারের মতো ওই ফল উৎসবে বাংলাদেশের নয়জন ফল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকের একটি দল অংশ নিয়েছিল ওই উৎসবে।
সে সময় ইপিবি জানিয়েছিল, বিনা ভাড়ায় পণ্য প্রদর্শনকেন্দ্র এবং গুদাম ছাড়াও ইউনানের নির্ধারিত অনলাইন কমোডিটি সিটিতে বিনা মূল্যে প্রবেশের সুযোগ মিলবে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা একটি সমন্বিত ডিজিটাল বিপণন প্ল্যাটফর্মে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করতে পারবেন। তা ছাড়া তাজা ও দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্য দ্রুত শুল্ক খালাসের সুবিধাও পাবেন তাঁরা।
জানতে চাইলে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি মোহা. খোরশেদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, 'ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত কুনমিংয়ে স্থায়ী প্রদর্শনকেন্দ্র ও গুদাম বরাদ্দের বিষয়টি আমাকে নিশ্চিত করেছেন। এটি বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের জন্য সুসংবাদ। এটি আমাদের জন্য বিরাট সুযোগ। যদিও গত বছর আমরা চীন সরকারকে ৭টি জায়গায় স্থায়ী প্রদর্শনকেন্দ্র ও গুদাম দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম। একটি জায়গা পাওয়া গেছে। এটি সফল হলে ভবিষ্যতে আমরা আরও প্রদর্শনকেন্দ্র ও গুদাম নেওয়ার চেষ্টা করব।'
কোন ধরনের পণ্য চীনে রপ্তানির সুযোগ আছে এমন প্রশ্নের উত্তরে খোরশেদ আলম বলেন, 'চীনে যেসব পণ্য উৎপাদনের কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেসব পণ্যই আমাদের বেশি বেশি প্রদর্শন করতে হবে। অবশ্যই আমাদের সবচেয়ে ভালো পণ্যটি নিয়ে যেতে হবে। না হলে আমরা বিশেষ সুবিধা করতে পারব না।'
চীন বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্য হয়েছে ২ হাজার ২৯৬ কোটি মার্কিন ডলারের। তার মধ্যে চীন থেকে ২ হাজার ২১৪ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। এর বিপরীতে চীনে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে মাত্র ৮২ কোটি ডলারের পণ্য।
চীন ২০২০ সালে ৯৭ শতাংশ বাংলাদেশি পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা চালু করে। পরে ২০২৪ সালে প্রায় সব পণ্যেই সে সুবিধা দেয়। তারপরও চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য মূলত আমদানিনির্ভরই রয়ে গেছে।
ইপিবির কর্মকর্তারা জানান, গত জুনে সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কুনমিংয়ের পণ্য প্রদর্শনকেন্দ্র ও গুদাম পরিদর্শন করে এসেছেন। যে বিপণিবিতানে বাংলাদেশকে পণ্য প্রদর্শনকেন্দ্র দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সে দেশের পাইকারি ব্যবসায়ীরা আসেন।
যোগাযোগ করা হলে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ প্রথম আলোকে বলেন, 'এটা আমাদের জন্য একটি বড় সুযোগ। এর মাধ্যমে চীনের বাজারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব।'
কোন ধরনের পণ্য সেখানে প্রদর্শন করা হবে তা জানতে চাইলে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'চীনে যেসব পণ্যের চাহিদা আছে, সেগুলোই আমরা প্রদর্শন করব। তা ছাড়া চীনের নিজস্ব কিছু কমপ্লায়েন্স রয়েছে। সেগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে আমাদের পণ্য নিতে হবে। তবে কোন কোন পণ্য সেখানে যাবে, তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।'

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ শতাংশ: এডিবি

১৯ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিও কিছুটা বাড়বে। এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর চিংফেং ঝাং বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তবে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নানা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে; সেই সঙ্গে বাংলাদেশের নানা অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে তিনি মনে করেন, পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এখনো ঝুঁকিমুক্ত নয়।
চিংফেং ঝাং আরও বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক খাত, জ্বালানি নিরাপত্তা ও ব্যবসার পরিবেশে সংস্কার দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার এখনই সময়। এসব সংস্কারের ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে, তৈরি হবে শোভন কর্মসংস্থান; এর মধ্য দিয়ে অর্থনীতি আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে। সংস্কার বাস্তবায়নে এডিবি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবে।

মূল্যস্ফীতি বাড়বে

চলতি অর্থ বছর মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়বে বলে জানিয়েছে এডিবি। তারা বলেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে। তবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা আবার বেড়ে ৯ শতাংশ হতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির চাপ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তারা বলেছে, জ্বালানিসংকট, উৎপাদন, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ও জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা। এ ছাড়া আবহাওয়ার বিশেষ চক্র এল নিনোর প্রভাবে খাদ্যের দাম বাড়তে পারে। মুদ্রানীতি ধীরে ধীরে শিথিল করা হলে মূল্যস্ফীতিতে বাড়তি চাপ তৈরি হতে পারে।

বাড়বে চলতি হিসাবের ঘাটতি

এডিবি আরও বলেছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে দেশে চলতি হিসাবের ঘাটতি দ্বিগুণ হতে পারে। রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হবে-এ কারণে ঘাটতি বাড়বে। এডিবির হিসাবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি ছিল জিডিপির শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ; ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা বেড়ে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে।
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেও প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সের প্রবাহ ভালো থাকবে বলে মনে করছে এডিবি। প্রবাসী আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী হলে দেশের বৈদেশিক লেনদেনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হবে। এ জন্য প্রয়োজন হলো, পর্যাপ্ত বৈদেশিক অর্থপ্রবাহ ও মুদ্রা বিনিময় হার বাজারের চাহিদা-জোগানের সঙ্গে সমন্বিত রাখা। দরকার সতর্ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা।

সেবা ও কৃষি খাতের ওপর ভরসা

আগামী অর্থবছরে সেবা ও কৃষি খাত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে এডিবি। তবে শিল্প ও বিনিয়োগ খাতের গতি কম থাকতে পারে। উচ্চ সুদহার, ঋণ পাওয়া কঠিন হওয়া, জ্বালানিসংকট ও বিদেশে চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে শিল্প ও বিনিয়োগ খাতে চাপ থাকবে। এসবের সঙ্গে দেশের অর্থনীতির কিছু পুরোনো কাঠামোগত সমস্যা প্রবৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে থাকবে। প্রবাসী আয়ের কারণে মানুষের ভোগব্যয় বাড়বে। ফলে মানুষের ভোগেই হবে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি। তবে মূল্যস্ফীতির হার বেশি থাকায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় চাপ থাকবে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বড় ঝুঁকি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশ কিছু ঝুঁকির কথাও বলেছে এডিবি। এর মধ্যে আছে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত দীর্ঘায়িত হওয়া, তেলের দাম বেড়ে যাওয়া ও বৈশ্বিক জাহাজ চলাচলে আরও বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোয় প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া, ডলারের বিপরীতে টাকার ওপর চাপ অব্যাহত থাকা ও ব্যাংক খাতে নতুন সংকট তৈরি হওয়ার ঝুঁকি আছে। সেই সঙ্গে রাজস্ব সংস্কারে বিলম্ব, উন্নয়ন ব্যয় প্রত্যাশার চেয়ে কম হওয়া ও জলবায়ুজনিত দুর্যোগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কারণে মূল্যস্ফীতির সূচক আরও কিছুদিন ওপরের দিকে থাকতে পারে।

বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের কাজ

১৯ পৃষ্ঠার পর

আয়ের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে

দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে আলাপকালে বাংলাদেশের কয়েকজন ফ্রিল্যান্সার জানিয়েছেন, তাদের কাজের পরিমাণ নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। বিশেষ করে গ্রাফিক ডিজাইন, ছবি এডিটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, কনটেন্ট প্রোডাকশন ও ফটোগ্রাফির মতো প্রচলিত কাজগুলোর চাহিদা অনেক কমে গেছে।

২০১১ সাল থেকে ফ্রিল্যান্সিং করছেন এমরাজিনা ইসলাম। তিনি জানান, একটি বড় ক্লায়েন্ট হারানোর পর তার আয় ৮০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে।

তিনি বলেন, 'আমরা ২০১২ সাল থেকে একটি কোম্পানির কাজ করতাম। একপর্যায়ে আমাদের টিমে ১৫ জন কর্মী ছিল।'

ওই কোম্পানি তাদের অফিস এবং ল্যাপটপের সুবিধাও দিত। এমনকি কোভিড মহামারির সময়ে ওই কোম্পানির ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের টিমের সদস্য সংখ্যাও বেড়েছিল।

কিন্তু এই ফ্রিল্যান্সার আক্ষেপ করে বলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আসার পর আমাদের পুরো ব্যবসাটাই বন্ধ হয়ে গেছে।'

এমরাজিনার টিম আগে যে ধরনের কাজ করতো-যেমন গ্রাফিক ডিজাইন, ইমেজ এডিটিং এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট-এখন তার সবই এআই দিয়ে করা হচ্ছে।

তিনি জানান, এই প্রভাব কেবল ডিজাইনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজও বদলে গেছে। আগে যেসব কাজে বিশাল বড় টিমের প্রয়োজন হতো, এখন এআই টুল ব্যবহার করে খুব অল্প মানুষই সেই কাজগুলো সেরে ফেলছে।

তিনি আরও বলেন, যারা সাধারণ কনটেন্ট রাইটিং, ফটো এডিটিং এবং ডেটা এন্ট্রির মতো মৌলিক দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল, তারা এখন সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়েছেন।

প্রায় ২০ বছর ধরে ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত ইউসুফ তুষার জানান, এআই দিয়ে তৈরি ছবি বাণিজ্যিক ফটোগ্রাফির চাহিদাকে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। আগে পণ্য বা মডেলের ছবি কিংবা স্টক ফটোগ্রাফির জন্য ক্লায়েন্টরা ফটোগ্রাফারদের ওপর নির্ভর করতেন।

কিন্তু এখন অনেক কোম্পানি কোনো প্রকার শুটিং বা ঝক্কি ছাড়াই এআই ব্যবহার করে প্রয়োজনমতো ছবি তৈরি করে নিচ্ছে।

ইউসুফ তুষার বলেন, 'আমার আয়ের বড় একটা অংশ এখন নেই। কারণ ক্লায়েন্টরা মনে করেন, বিজ্ঞাপনের জন্য ছবি প্রয়োজন হলে তারা সেটা এআই দিয়েই বানিয়ে নিতে পারবেন।'

ইউসুফ তুষার জানান, এআইয়ের প্রভাবে তার আয় প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে।

তুষারের মতে, স্টক ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এই ধস সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো। ক্যালেন্ডার বা অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজের জন্য ক্লায়েন্টরা এখন আর ছবি কেনার প্রয়োজন বোধ করছেন না।

তিনি বলেন, এই পরিবর্তনটি অনেকটা আগেরকার প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মতো।

'আমরা যখন ফিল্ম ক্যামেরা থেকে ডিজিটাল ক্যামেরায় অভ্যস্ত হচ্ছিলাম, তখনও একটা ধাক্কা এসেছিল। তবে এআইয়ের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি বড়।'

প্রায় ১৪ বছর ধরে ফ্রিল্যান্সিং করছেন ঢাকার ফ্রিল্যান্সার কাজী মামুন। তিনি জানান, বাজারে কাজের সুযোগ কমে গেছে, অথচ অল্প যেটুকু কাজ বাকি আছে, তা পাওয়ার প্রতিযোগিতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

মামুন জানান, তার নিজের কাজের পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে। তবে দীর্ঘদিনের সরাসরি ক্লায়েন্ট থাকার কারণে তিনি পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতে পারছেন। তার পাঁচ সদস্যের টিম এখন আপওয়ার্ক বা ফাইভারের মতো বৈশ্বিক ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে সরাসরি নতুন ক্লায়েন্ট খোঁজার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে।

মামুন বলেন, 'অনেকের কাজের পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে, কারও আবার ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। এমনকি অনেকে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'ক্লায়েন্টরা এখন অনেক কাজ নিজেরাই করার চেষ্টা করছেন। ছোটখাটো প্রজেক্টের জন্য তারা আগের মতো এখন আর ফ্রিল্যান্সারদের নিয়োগ দিচ্ছেন না।'

এআইয়ের সুবাদে বাড়ছে উচ্চ আয়ের কাজের সুযোগ

সাধারণ ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের বদলে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতে এখন এআই-নির্ভর কাজের চাহিদা এবং পারিশ্রমিক দুটোই বাড়ছে।

আপওয়ার্কের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে তাদের প্ল্যাটফর্মে এআই-সংক্রান্ত কাজের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ বেড়েছে ৫২ শতাংশ।

যারা এআই নিয়ে কাজ করছেন, তারা সাধারণ কাজ করা ফ্রিল্যান্সারদের তুলনায় গড়ে ৪০ শতাংশের বেশি পারিশ্রমিক পাচ্ছেন।

তবে বাংলাদেশে এর প্রভাব কিছুটা ভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে, কারণ দেশের যে ফ্রিল্যান্সাররা মূলত এন্ট্রি-লেভেল বা সাধারণ মানের কাজ করেন, তাদের সেই কাজগুলো এখন এআই খুব সহজেই করতে পারছে।

এমরাজিনা ইসলাম বলেন, 'কেউ যদি এআই-তে খুব দক্ষ হয়ে ওঠে, তবে তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। আর যে এআই শিখবে না, সে পিছিয়ে পড়বে।'

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সাবেক সভাপতি ফাহিম মাশরুর বলেন, বৈশ্বিক সেবা খাতের বাজার দ্রুত এআই-নির্ভর হয়ে উঠছে। এই বাজারে টিকে থাকার মতো দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বাংলাদেশকে এখনই জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনা জরুরি

ফ্রিল্যান্সার এমরাজিনা বলেন, আগে যেসব সাধারণ কাজের চাহিদা ছিল, সেগুলোর ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল নয়। তাই স্থানীয় ফ্রিল্যান্সারদের মূল দক্ষতার পাশাপাশি এখন যৌক্তিক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর জোর দিতে হবে।

বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সিং ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (বিএফডিএস) চেয়ারম্যান তানজিবা রহমান বলেন, এআই ফ্রিল্যান্সিং বাজারকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, আমাদের দেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারছে না।

তানজিবা দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'বাংলাদেশে আমরা বর্তমানে যে ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, তা মূলত প্রাথমিক পর্যায়ের (এন্ট্রি লেভেল)। আর এ কারণেই আমরা এখন আর আগের মতো কাজ পাচ্ছি না।'

তার মতে, ভয়ের কারণ এটা নয় যে এআই সব ফ্রিল্যান্সিং কাজ শেষ করে দেবে। বরং আসল ঝুঁকি হলো, আমাদের ফ্রিল্যান্সাররা যদি এমন সব কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেন যা এআই এখন সহজেই করতে পারে, তাহলেই বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে।

তিনি গণিত, পরিসংখ্যান, গবেষণাসহ এমন কিছু বিশেষায়িত ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে এখনো অনেক সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা সেখানে খুব একটা কাজ করেননি।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, যেসব কাজে সৃজনশীলতা ও মানবিক বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয়, ক্লায়েন্টরা এখনো সেগুলোকে গুরুত্ব দেন।

তানজিবা আরও যোগ করেন, 'আমাদের দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমত, উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করা; এবং দ্বিতীয়ত, দেশে এমন মেন্টর বা প্রশিক্ষক তৈরি করা, যারা ফ্রিল্যান্সারদের আন্তর্জাতিক বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো তথ্য ও দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন।'

সংবাদসূত্র দ্য ডেইলি স্টার

কক্সবাজারের পোপা শুঁটকি রপ্তানি

১৯ পৃষ্ঠার পর

সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পোপা শুঁটকি উৎপাদন করতে হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। মানসম্পন্ন না হলে এই শুঁটকি রপ্তানির জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়। বিদেশি ক্রেতারা (বায়ার) কারখানায় উপস্থিত থেকেই শুঁটকির গুণমান তদারক করেন।

পোপা শুঁটকির কারখানা আলাদা

পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর নুনিয়াছটা উপকূলে রয়েছে পোপা শুঁটকির রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান 'সাগর ফিশ এক্সপোর্ট'। সম্প্রতি সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, সবুজ পোশাক পরিহিত কয়েকজন নারী বাঁশের মাচায় পোপা শুঁটকির পরিচর্যা করছেন। কয়েকজন শ্রমিক সমুদ্র থেকে ধরে আনা কাঁচা পোপা মাছের পেটে ভরে রাখা লবণ, নাড়িভুঁড়ি বের করে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছেন। কয়েকজন শ্রমিক সেই মাছ রোদে শুকাতে দিচ্ছেন। সাগর ফিশ এক্সপোর্টের মালিক আবিদ আহসান ঘুরে ঘুরে শুঁটকি তদারকি করছেন।

কক্সবাজারের চেম্বারের পরিচালক আবিদ আহসান বলেন, রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা কারখানায় পোপা শুঁটকির উৎপাদন চলে। সেখানে শ্রমিক আছেন ৩০ জন। বিদেশে রপ্তানির পোপা মাছ গভীর সাগর থেকে ধরে আনা হয়। অধিকাংশ পোপা ধরা হয় বড়শি দিয়ে। বড়শি দিয়ে পোপা মাছ ধরার ট্রলার আছে ১২০টির বেশি। এর মধ্যে মহেশখালী, ঘটিভাঙ্গা, সোনাদিয়া, চৌফলদণ্ডীর ২৮টি ট্রলার তাঁর কারখানায় নিয়মিত পোপা সরবরাহ করে। তিনি জানান, জমিসহ কারখানার বিপরীতে তাঁর বিনিয়োগ প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

সকালে কারখানায় কয়েক মণ পোপা মাছ নিয়ে আসেন মহেশখালীর ঘটিভাঙ্গার একটি ট্রলারের কয়েকজন জেলে। মাছগুলোর ৮০ শতাংশের ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। প্রতি কেজি পোপার পাইকারি দাম ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। এর মধ্যে বরফে সংরক্ষিত পোপা মাছ ৩০০ টাকা, আর লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা পোপার দাম ৪০০ টাকা। সাগরে মাছ ধরার পর জেলেরা এখন বরফের পরিবর্তে পোপা মাছের পেটে লবণ ঢুকিয়ে রাখেন, তাতে মাছ দ্রুত পচে যায় না।

কমছে পোপা মাছ

সাগরে পোপা মাছ কম ধরা পড়ছে এখন। মাছ ধরার ট্রলারের মাঝি (সারেং) আবদুল নবী বলেন, উপকূল থেকে ৬০-৭০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে বড়শি ফেলতে হয়। প্রতিটি লাইনারে (রশিতে) তিন-চার হাজার করে বড়শি থাকে। বড়শি সাগরের তলায় চলে যায়। ভাটার সময় বড়শিতে আধার (মাছের খাদ্য) গেঁথে পানিতে ফেলা হয়। ছয় ঘণ্টা পর জোয়ার শুরু হলে পোপা মাছ সে খাদ্য খেতে আসে। এভাবে সাত-আট দিন সাগরে অবস্থান করে পোপা মাছ ধরা হয়। গত বছর এই ট্রলারের জেলেরা ১৫ লাখ টাকার পোপা মাছ ধরেছেন। তবে চলতি মৌসুমে তেমন মাছ ধরা পড়ছে না। গত আট মাসে সাত লাখ টাকার পোপ বিক্রি করেছেন তাঁরা।

আরেকটি ট্রলারের জেলে শামসুল আলম বলেন, কয়েক বছর আগেও সাগরে ১৮ প্রজাতির পোপা ধরা পড়ত, এখন ১২ জাতের পোপা ধরা পড়ছে। এর মধ্যে বেশি দামে বিক্রি হয় কালো জাতের পোপা। আগে ট্রলারে বরফের মাধ্যমে আহরিত পোপা সংরক্ষণ করা হতো। এখন পোপা মাছের পেট কেটে লবণ ঢুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। কারণ, নিম্নমানের বরফ দিয়ে পোপা সংরক্ষণ করলে শুঁটকির গুণমান নষ্ট হয়ে যায়, রপ্তানির অযোগ্য হয়ে পড়ে।

আরও কয়েকটি ট্রলারের জেলেরা জানান, গভীর সাগরে মিয়ানমার ও ভারতের বহু ট্রলিং জাহাজকে মাছ ধরতে দেখা যায়। চট্টগ্রামের অসংখ্য ট্রলিং জাহাজ কক্সবাজার উপকূলে এসে মাছ ধরে। জাহাজগুলো জাল টেনে সাগরতলের সব প্রজাতির মাছ আহরণ করে। ট্রলিং জাহাজের কারণে কক্সবাজারের কাঠের ট্রলারগুলো সাগরে জাল ফেলতে পারে না। ট্রলিং জাহাজের নির্বিচার মাছ ধরার কারণে সাগর মাছশূন্য হয়ে পড়ছে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. নাজমুল হুদা বলেন, গভীর সাগরে গিয়ে ট্রলিং জাহাজের নির্বিচার মাছ আহরণ তদারকি করার মতো আধুনিক জলযান তাঁর দপ্তরের নেই। তবে কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী ও নৌ পুলিশের সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল, বিহিন্দি জালের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

যেভাবে শুঁটকি তৈরি হয়

সম্প্রতি পোপা তৈরির কারাখানা সাগর ফিশ এক্সপোর্টে গিয়ে শুঁটকি তৈরির খুঁটিনাটি দেখা হলো। কারখানায় পোপা মাছ আনার পর শ্রমিকেরা প্রথমে পেট থেকে লবণ বের করে নেন। তারপর নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে ওয়াশিং ট্যাংকে রাখা হয়। কারখানায় ট্যাংক আছে ছয়টি। এরপর খোলা মাঠের বাঁশের মাচায় রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চারবার মাছগুলো উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়, যেন মাছের সবদিক ঠিকমতো শুকিয়ে যায়। পুরো মাত্রায় শুঁটকি করতে তিন-চার দিন লেগে যায়। এরপর গ্রেড অনুযায়ী প্যাকেজিং করা হয়। তারপর ৫-১০ ডিগ্রি টেম্পারেচারে কোল্ড স্টোরেজে রাখা হয়। সেখান থেকে কার্টনে ভরে শিপমেন্টের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানো হয়। প্রসেসিংয়ে গোলমাল হলে পোপা মাছ রপ্তানির অযোগ্য ঘোষিত হয়। তখন লোকসান গুনতে হয়। পোপা শুঁটকি উৎপাদকালে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (বায়ার) উপস্থিত থেকে মাছের গুণমান তদারক করেন। পোপা শুঁটকির ৩২টি গ্রেড থাকে। গুণমান বিবেচনা করে গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

কারখানার মালিক আবিদ আহসান সাগর বলেন, তিন কেজি কাঁচা পোপা শুঁটকি করলে পাওয়া যায় ১ কেজির মতো। এক মণে শুঁটকি পাওয়া যায় ১৬ কেজি। গত বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্র, হংকং ও চীনের ৬টি প্রতিষ্ঠানে ৭০ মেট্রিক টন পোপা শুঁটকি রপ্তানি করেছেন, যার উৎপাদন খরচ গেছে ৬ কোটি টাকা। আর চলতি বছরের ৮ মাসে রপ্তানি করেছেন ৩০ মেট্রিক টন। সাগরে মাছ আহরণ কমে যাওয়ায় উৎপাদনও কমে গেছে। তাতে রপ্তানিও কমে যাচ্ছে।

আবিদ আহসান আরও বলেন, বিদেশে পোপা শুঁটকির চাহিদা অনেক, কিন্তু মাছের সংকট থাকায় রপ্তানি কমে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, হংকং ও চীনে প্রতি কেজি পোপা শুঁটকির বর্তমান দাম ৮ ডলার। আগে ছিল ১২ ডলার। পোপা শুঁটকির দাম সোনার মতো প্রতিদিন ওঠানামা করে।

পোপা থেকে এত কিছু

বিদেশে পোপা শুঁটকির পাশাপাশি এর আঁইশ ও পটকারও চাহিদা রয়েছে। ব্যবসায়ী আবিদ আহসান বলেন, পোপা শুঁটকি দিয়ে সুস্বাদু স্যুপ তৈরি হয়। বিদেশের হোটেল-রেস্তোরাঁয় নারী-পুরুষদের পোপা শুঁটকির স্যুপ খেতে দেখা যায়। চীনে পোপা শুঁটকি দিয়ে দামি ওষুধ তৈরি হয়। চিকিৎসকেরা পোপা শুঁটকি দিয়ে তৈরি ওষুধকে 'ন্যাচারাল মেডিসিন' বলে থাকেন। এ ছাড়া এই মাছ থেকে পাওয়া কোলাজেন দিয়ে তৈরি হয় দামি প্রসাধনী।

কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি আবু মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, এক দশক আগেও কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন, টেকনাফ, মহেশখালী ও উত্তর নুনিয়াছটা এলাকায় পোপা শুঁটকি উৎপাদনের ২৭টি কারখানা ছিল। মাছের সংকট, লোকসান, সহজ শর্তে ঋণের সুযোগ এবং সরকারি প্রণোদনা না থাকায় ২৪টির বেশি কারখানায় পোপা শুঁটকির উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য আহরণ, নিষিদ্ধ জালে মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির কারণে সাগরে ইলিশের পাশাপাশি পোপা মাছের আহরণ কমে গেছে বলে অভিমত মৎস্যবিশেষজ্ঞদের।

সৌদি আরবের সুরক্ষায় চূড়ান্ত

১৮ পৃষ্ঠার পর

পারমাণবিক সামরিক সক্ষমতা সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পাকিস্তানের এমন ঘোষণা বৈশ্বিক রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস পাবলিক রিলেশনসের প্রধান তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেন যে, সৌদির ওপর যেকোনো আক্রমণ বা আগ্রাসনকে পাকিস্তান নিজের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করবে। পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক চুক্তি এবং যৌথ মহড়ার মাধ্যমে নিয়মিতভাবেই এই প্রতিরক্ষামূলক সংযোগ সুসংগঠিত রাখা হয়। পাকিস্তানের সেনাসদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় অবদান রেখে আসছেন। নতুন এই প্রতিশ্রুতির ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন বার্তা পৌঁছাল।

সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে যেসব রাজনৈতিক ও সামরিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, তাতে পাকিস্তানের এই দৃঢ় অবস্থান সৌদি সরকারের আত্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি করবে। ইসলাম ধর্মের দুটি পবিত্রতম নগরী মক্কা ও মদিনা সৌদি আরবে অবস্থিত হওয়ায়, মুসলিম বিশ্বের সাধারণ নাগরিক এবং সামরিক বাহিনীগুলোর কাছে এই দেশের নিরাপত্তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনী বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, ওই পবিত্র ভূমিগুলোর সার্বিক সুরক্ষায় তারা কোনো আপস করবে না। বিশ্লেষকদের মতে, আরব সাগরের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক দূরত্ব খুবই কম।

ফলে এই অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এমন ঘোষণা বিশেষ গুরুত্ব পায়। রিয়াদের সাথে ইসলামাবাদের এই প্রকাশ্য সামরিক সংহতি কেবল দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক ভাইচারাকেই শক্তিশালী করে না, বরং আঞ্চলিক যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় বার্তা পাঠায়। অর্থনৈতিক সংকট বা বৈশ্বিক নানা অস্থিতিশীলতার মধ্যেও নিজের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু সৌদি আরবের প্রতি এই বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে পাকিস্তান বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নিজেদের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরল।

পরিশেষে বলা যায়, পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্রের সাক্ষাৎকারটি মূলত দুই দেশের সামরিক সম্পর্কের গভীরতার এক প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্ব্যক্তকরণ। কূটনৈতিক আলোচনা ও সামরিক সুরক্ষার এই জোড়া আশ্বাস অনাগত দিনগুলোতে দুই মুসলিম প্রধান দেশের নিরাপত্তা সমঝোতাকে আরও দৃঢ় করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন ভূ-রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

বিকল্প খুঁজছে বিশ্ব, শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের

১৯ পৃষ্ঠার পর

এর এক সপ্তাহ আগে ট্রেজারি বিভাগ ৫২০ কোটি ডলারের নিজস্ব ঋণ কিনেছিল, যার মেয়াদ ১০ থেকে ২০ বছর। বন্ডের চাহিদা বাড়িয়ে দাম বাড়ানো এবং সুদের হার কমানোর পরিকল্পনার অংশ ছিল এটি।

বেসেন্ট বলেন, বিনিয়োগকারীরা মার্কিন অর্থনীতির ভেতরের শক্তি বুঝতে পারছেন না। সাউদার্ন মেথডিস্ট ইউনিভার্সিটিতে গত সপ্তাহে তিনি বিনিয়োগকারীদের তার বিপরীতে বাজি ধরারও আহ্বান জানান।

তার ভাষ্য, এই পরিস্থিতির বাড়তি তথ্য আমার হাতে রয়েছে, তাই পুরো ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা এখন আমার।

ডলারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় কিছু দেশও ভাবতে শুরু করেছে, যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ কি না।

চলতি মাসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সার্বভৌম সম্পদের মালিক নরওয়ে জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ কমিয়ে আরও ভালো মুনাফার সুযোগ খুঁজবে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডলারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ডলারে হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে ডলারের অংশ গত এক দশকে ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০১৫ সালে তা ছিল ৬৪ শতাংশ, ২০২৫ সালের শেষে কমে হয়েছে ৫৬ শতাংশ।

গত বছর ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্দ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে অনিশ্চয়তা 'বিশ্বে ইউরোর নতুন অধ্যায়ের' পথ তৈরি করছে।

যুক্তরাষ্ট্র ডলারের বিশেষ মর্যাদাকে পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করেছে। ইরান ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বৈশ্বিক বিরোধ মেটাতে নিষেধাজ্ঞার ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন বাড়ছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, এ বছর অতিরিক্ত আর্থিক চাপের কারণে অন্য দেশগুলো ডলারের বিকল্প খুঁজছে এমন উদ্বেগে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচি কিছুটা কমানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগস্টে 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট' ঘোষণা করে আবার অবস্থান বদলান অর্থমন্ত্রী বেসেন্ট।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য ইরানের অর্থনীতিকে চাপে ফেলা। একইসঙ্গে তেহরানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখা যেকোনো দেশের ওপরও দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমন হুমকি বাস্তবায়ন করতে হলে তা 'বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে পারে' বলেও ট্রেজারি সেক্রেটারি স্বীকার করেছেন।

ইউরো বা চীনের রেনমিনবি এখনই ডলারের জায়গা নেওয়ার অবস্থায় না থাকলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা, স্টেবলকয়েন ও ক্রিপ্টোকারেন্সি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিকল্প পথে আন্তর্জাতিক লেনদেনের সুযোগ তৈরি করছে।

হংকং, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের সঙ্গে ডিজিটাল মুদ্রা প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন। এর মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার তুলনায় দ্রুত ও কম খরচে অর্থ স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। জি-৭-এর কয়েকটি দেশ ও পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানও একই ধরনের একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে, তবে তা চীনের এই 'এমব্রিজ' উদ্যোগের তুলনায় এখনো পিছিয়ে।

রাশিয়া ও ভারতও গত সপ্তাহে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থ পরিশোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহারের একটি পরিকল্পনা নিয়ে তারা কাজ করছে। এতে দুই দেশ বাণিজ্য বাড়ানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়তে পারে এমন পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরতা কমাতে পারবে।

আটলান্টিক কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান জশ লিপস্কি বলেন, ডলার থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে প্রযুক্তির কারণে এখন এর খরচ ও জটিলতা কিছুটা কমছে।

সোনার দিকে ঝুঁকছে দেশগুলো

কেউ কেউ ডিজিটাল মুদ্রার দিকে এগোলেও অন্যরা যুক্তরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ থেকে সোনার মজুত বাড়াচ্ছে।

২০২৫ সালে বিশ্বের আন্তর্জাতিক রিজার্ভে থাকা সোনার পরিমাণ বিদেশি সরকারি মালিকানাধীন মার্কিন ট্রেজারি সিকিউরিটিজের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। চলতি বছর সোনার দাম ইতিহাসে প্রথমবার প্রতি ট্রয় আউন্সে ৫ হাজার ডলার ছাড়িয়েছে। বৈশ্বিক সংঘাত ও মূল্যস্ফীতির উদ্বেগের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সোনা কিনে মজুত বাড়িয়েছে।

চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে কিছু দেশ নিজেদের সোনা নিজেদের কাছেই রাখতে চাইছে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর ট্রাম্পের শুল্কের হুমকির মধ্যে কয়েকটি দেশ নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রাখা সোনা সরিয়ে নেওয়ার বিরল পদক্ষেপও নিয়েছে।

চলতি মাসে নেদারল্যান্ডসের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, উত্তর আমেরিকায় থাকা তাদের ৯৫ টন সোনার বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে তারা 'বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা' এবং সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনের কথা বলেছে।

মার্চে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ থেকে ১২৯ টন সোনা সরিয়ে প্যারিসে নেয়।

ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে রাখা বিদেশি সোনা জব্দ করার হুমকি দেয়নি। তবে গ্রিনল্যান্ড ও কানাডার মতো জায়গা দখলের ধারণা সামনে এনে আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়ে তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

অলিভার ওয়াইম্যানের অর্থ ও ঝুঁকি বিভাগের অংশীদার ড্যানিয়েল ট্যানেনবম বলেন, 'মনে হচ্ছে দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করছে না।' তার মতে, এর পেছনে ভয়ও কাজ করছে।

মার্কিন কোম্পানির ওপরও প্রভাব

এই উদ্বেগের প্রভাব পড়ছে বিদেশে ব্যবসা করতে চাওয়া মার্কিন কোম্পানিগুলোর ওপরও। ট্যানেনবম নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের কারণে ইউরোপের দেশ ও কোম্পানিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো সংবেদনশীল খাতে মার্কিন প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্ক হচ্ছে। তাদের আশঙ্কা, এ ধরনের অবকাঠামোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হলে ওয়াশিংটন কোনো বিরোধের সময় সেই প্রযুক্তি বন্ধ বা নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের সময় এমন পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে। এসব বিষয় মিলেই নিরাপদ বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কিছুটা দুর্বল হচ্ছে। ট্যানেনবম বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে, তাহলে কী হবে, এখন সরকার ও কোম্পানিগুলোকে সেই প্রশ্ন করতে হচ্ছে।'

ট্রাম্প-সি বৈঠকে অর্জন কম, তাতেও

১৮ পৃষ্ঠার পর

কিছু হয়নি। সির উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে দেখলে, এর বেশি কিছু চীনের প্রয়োজনও ছিল না।

বৈঠকের রাতেই হোয়াইট হাউসে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সেখানে ওয়াশিংটন-বেইজিং সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন সি। নৈশভোজে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে এটাই উঠে এসেছে যে চীনের উত্থান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকি নয়, বরং উপকারী হতে পারে। সি বলেন, 'দুই দেশের বন্ধুত্বের সামনে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাই।' বৈঠকে দুই নেতার বক্তব্যের সুর মোটামুটি একই ছিল। ট্রাম্পের যে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' স্লোগান রয়েছে, তার সঙ্গে নিজের 'চীনা জাতির মহান পুনর্জাগরণ' পরিকল্পনার তুলনা করেন সি। এটি কয়েক দশকের একটি পরিকল্পনা। এর লক্ষ্য হলো বিশ্বমানের সামরিক বাহিনী, শিল্প ও প্রযুক্তি সক্ষমতা তৈরি করা, আর এর মাধ্যমে চীনকে একটি বৈশ্বিক শক্তির কেন্দ্রে পরিণত করা।

এই লক্ষ্য অর্জনে সি যেসব অসামান্য অগ্রগতি পেয়েছেন, তার কারণে মার্কিন কর্মকর্তারা সুরক্ষামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে চীন থেকে পণ্য আমদানি, দেশটিতে বিনিয়োগ এবং সেখানে মার্কিন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ। তবে এসব করেও তাঁরা যে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না, তার বিভিন্ন প্রমাণ বাস্তবেই দেখা যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে চীন-ভারতের

১৪ পৃষ্ঠার পর

দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।' শফিকুর রহমান বলেন, 'রোহিঙ্গাদের জন্য সাময়িক অর্থসহায়তা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাদের নিজ দেশে ফেরার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।' তিনি বলেন, 'মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয়। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলছে এবং বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী বিভিন্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে কার সঙ্গে আলোচনা ও সমঝোতা হবে, সেটিও একটি জটিল বিষয়।'

এ ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে জামায়াত আমির বলেন, 'মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের পাশাপাশি এ দুই দেশেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্যোগী হলে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানের পথ তৈরি হতে পারে।'

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিন শিবিরে অবস্থানের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'বিপুলসংখ্যক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করছেন। সেখানে নতুন প্রজন্মও জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু তাদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত।'

রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, 'আন্তর্জাতিক সহায়তার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের উৎপাদনমুখী কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে সীমিত পরিসরে জীবিকা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এতে তারা শিবিরে অবস্থান করেও নিজেদের জীবনযাত্রায় কিছুটা স্বাবলম্বী হতে পারবে।'

শফিকুর রহমান বলেন, 'রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিন অশিক্ষা ও অবহেলার মধ্যে বেড়ে ওঠা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্যও উদ্বেগের বিষয়। তাই এ সংকটকে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।'

তিনি জানান, 'জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সামর্থ্য অনুযায়ী এ সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকবে।'

জ্বালানির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে শফিকুর রহমান বলেন, 'জ্বালানির দাম বাড়ায় দ্রব্যমূল্যই কেবল নয়, যাতায়াত খরচও বেড়েছে। ফলে মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে।'

তিনি বলেন, 'বিরোধী দল রাজপথে সমাধান চায়নি, সংসদে চেয়েছিল। ৬৮ বিধিতে নোটিশ দিয়ে আলোচনা হয়েছিল। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এক্সপার্ট টেকনিক্যাল টিম দিতে চাইলেও সরকার গ্রহণ করেনি।'

লংমার্চের সব দাবিকে নির্দলীয় ও যৌক্তিক জানিয়ে তিনি বলেন, 'সবার দাবি নিয়েই মাঠে নেমেছে বিরোধীদল।'

শফিকুর রহমান বলেন, 'সারাদেশে হামে শিশু মৃত্যুর বিষয়টি দুঃখজনক। সারাদেশে সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও, সংসদে এগুলোর আলোচনা নেই। জেলা সদরের মতো নাকি উপজেলা সদরেও আইসিইউ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এগুলো অবাস্তব কথা। সবকিছুতে লুকোচুরির মানসিকতা বিদ্যমান। টিকা নিয়ে তেলেসমাতি করা হয়েছে।'

স্থানীয় সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে জামায়াতের আমির বলেন, 'সারাবছরই তো কোনো না কোনো পরীক্ষা হয়। তাহলে পরীক্ষা পেছাতে হবে কেন? নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মেরুদণ্ড শক্ত নয়, দূর্বল মেরুদণ্ড। তাই তারা নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই চেয়েছিলাম।'

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এভাবে চলতে পারে না।'

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court (Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পেরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

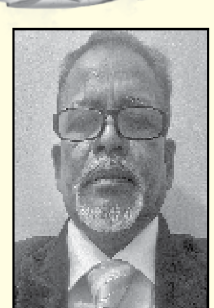

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ:

১৫ পৃষ্ঠার পর

জন্য পাঠাবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের স্থায়ী প্রতিনিধিরা ওই রেজুলেশনের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দেবেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও) সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউএনসিডিপির সুপারিশ ইকোসক হয়ে সাধারণ পরিষদের সেকেন্ড কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন সেকেন্ড কমিটি মিটিং করে তাদের মিটিংয়ের রেজল্যুশন সাধারণ অধিবেশনে পাঠাবে। সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। চলতি বছরের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও টেকসই গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশের আরও সময়ের প্রয়োজন উল্লেখ করে উত্তরণ তিন বছর পেছানোর অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘে চিঠি দিয়েছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইউএনসিডিপি ইকোসকে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছে, বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণে তিনটি সূচকের প্রতিটিতেই নির্ধারিত সীমা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে অতিক্রম করেছে। তবে যেহেতু দেশটি পেছানোর জন্য আবেদন করেছে, তাই কিছু সময়ের জন্য তা পেছানো যেতে পারে। ইকোসক ইউএনসিডিপির সুপারিশটি সাধারণ অধিবেশনের সেকেন্ড কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপালও তাদের উত্তরণ তিন বছরের জন্য পেছাতে জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের বিষয়ে ভোট দেবে সদস্য রাষ্ট্রগুলো।

জাতিসংঘ সফর শেষে দেশে

১৫ পৃষ্ঠার পর

জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক শান্তির বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।
মাহদী আমিন জানান, প্রধানমন্ত্রী ইউএনজিএ-সংশ্লিষ্ট আটটি কর্মসূচি, ইউএনজিএর সাইডলাইনে চারটি উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠান এবং ১১টি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানও সফরকালে আটটি উচ্চপর্যায়ের কর্মসূচিতে অংশ নেন। এর মধ্যে চারটি অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেন। এগুলোর মধ্যে ছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্ল্যাটফর্ম অব উইমেন লিডার্স, ফার্স্ট স্পাউসেস্ব ডায়ালগ এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ও মিডওয়াইফারি বিষয়ক একটি উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনে যোগদান শেষে নিউইয়র্ক থেকে আজ সকালে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান শিপুল আজ সকালে বাসসকে এ কথা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী, তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান এবং সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটসের ইকে-৫৮২ ফ্লাইটটি আজ সকাল ৮টা ২১ মিনিটে ঢাকায় হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশোধনী:

১৪ পৃষ্ঠার পর

জাহের উর রহমান জানান, কনটেন্ট ব্লক করার ক্ষেত্রে আগের ব্যবস্থায় যে সুযোগ ছিল, সেখানে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সভায় এ নিয়ে যে উদ্বেগ উঠেছে, বিশেষ করে আপিলের ব্যবস্থা এবং দ্রুত কনটেন্ট ব্লকের ক্ষমতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো তিনি সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে তুলে ধরবেন।

তিনি বলেন, 'আপনাদের আশঙ্কা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। কারণ আমাদের সবার মাথায় শেখ হাসিনার সরকারের শেষ সময়ের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি কীভাবে এ ধরনের আইনের অপব্যবহার করেছেন, সেটি আমাদের মনে আছে।'

তবে বর্তমান সরকারকে আগের সরকারের সঙ্গে এক করে দেখার বিরোধিতা করে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের জন্য গণমাধ্যমের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর।

'স্বৈরাচারী সরকারের মিডিয়ার সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার লাভ থাকে, কারণ তারা মিডিয়ার কণ্ঠ বন্ধ করতে চায়। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য এটি উল্টো ক্ষতির কারণ হয়,' বলেন তিনি।

'আইন হলে সেলফ-সেন্সরশিপ বাড়বে'

নিউজপেপার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী জানান, সাংবাদিকতায় এমন সেলফ-সেন্সরশিপের পরিবেশ তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে আগে দেখেননি।

'এমনিতেই আমরা সেলফ-সেন্সরশিপের জ্বালায় ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না। ৫৪-৫৫ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, বাংলাদেশে এর আগে কখনো এমন সেলফ-সেন্সরশিপ ছিল না,' বলেন তিনি।

নতুন আইন হলে এ প্রবণতা আরও বাড়বে এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সংকুচিত হবে বলে মত দেন তিনি।

'এই আইন সেলফ-সেন্সরশিপকে আরও উৎসাহিত করবে এবং সাংবাদিকদের হাত-পা আরও বেঁধে দেবে। এতে আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে,' বলেন তিনি।

মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, 'আইন করে কি কাউকে দায়িত্বশীল করা যায়? দায়িত্বশীল হতে হলে সেটা তার নিজের বোধ থেকেই হতে হবে।' আইনটি প্রণয়নের আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আহ্বান জানান তিনি।

'সাইবার অপরাধ ও মতপ্রকাশ আলাদা করে দেখতে হবে'

দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম বলেন, সাইবার অপরাধ দমনে আইন প্রয়োজন হলেও সেটি যেন স্বাধীন মতপ্রকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

'সাইবার অপরাধ ঠেকাতে গিয়ে যদি বাকস্বাধীনতা নষ্ট হয়, তাহলে আইনের উদ্দেশ্যই ভিন্ন হয়ে যায়,' বলেন তিনি।

তিনি প্রস্তাবিত খসড়াটি পুনর্লিখনের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান এবং এ প্রক্রিয়ায় সাইবার, গণমাধ্যম ও আইন বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

মাহফুজ আনাম জানান, সাইবার অপরাধ এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের বিষয় দুটি আলাদাভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

'আমার পছন্দের অবস্থান হলো-দুটি আলাদা আইন করা যেতে পারে। একটি আইন হবে মিডিয়া, অনলাইন, টেলিভিশনসহ স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রগুলোর জন্য; আরেকটি হবে সাইবার অপরাধীদের জন্য,' বলেন তিনি। সেটি সম্ভব না হলে একই আইনে দুই ক্ষেত্রের জন্য আলাদা প্রয়োগের নীতি ও সুরক্ষা রাখার প্রস্তাব দেন তিনি।

মাহফুজ আনাম বলেন, অতীতে সাইবার অপরাধ দমনের নামে করা আইন সাংবাদিক, লেখক ও কার্টুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

'আমরা এখনো বিশ্বাস করতে চাই, বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য তা নয়। যদি সত্যিই তা না হয়, তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে-আইনটি বাতিল না করলেও অন্তত পুনর্লিখনের উদ্যোগ নেওয়া হোক,' বলেন তিনি।

'ফৌজদারি মানহানি বাদ দিতে হবে'

প্রস্তাবিত আইনে ফৌজদারি মানহানির বিধান রাখা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন।

'আমার প্রস্তাব আরও স্পষ্ট-মানহানি কোনো ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে থাকা উচিত নয়,' বলেন তিনি।

তিনি জানান, দেওয়ানি মানহানির ব্যবস্থা থাকতে পারে এবং প্রেস কাউন্সিলের ক্ষমতা বাড়িয়ে কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ফৌজদারি মানহানি থাকলে সমালোচনা ও ভিন্নমত দমনে মামলা করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

'গণতন্ত্রে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সমালোচনা গ্রহণ করতে হবে। সমালোচনা করলেই কথায় কথায় মামলা করার সুযোগ থাকা উচিত নয়,' বলেন সারা হোসেন।

বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তার মতে, অতীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে এ ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে।

'এই ধরনের ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে আনা হলে সেই আশঙ্কাই থেকে যায়,' বলেন তিনি।

কনটেন্ট বা কোনো প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের মতো ক্ষমতাকেও অতিরিক্ত বলে উল্লেখ করেন সারা হোসেন। তিনি বলেন, 'শুধু আইনজীবী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে নয়, অতীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের সঙ্গেও কথা বলে সংশোধনীগুলো পুনর্বিবেচনা করা দরকার।'

'ব্লকিংয়ে স্পষ্ট মানদণ্ড দরকার'

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক তাহমিনা রহমান বলেন, ফৌজদারি মানহানি বাদ দেওয়ার পাশাপাশি কনটেন্ট ব্লক করার ক্ষমতার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা জরুরি।

'চাইলেই কোনো তথ্য বা সম্পূর্ণ কনটেন্ট ব্লক করে দেওয়ার সুযোগ রাখা হলে সেই আইন কেবল আমাদের ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনকে সংকুচিত করবে,' বলেন তিনি।

তিনি বলেন, কনটেন্ট ব্লক করার ক্ষেত্রে আইনে স্পষ্ট শর্ত, বৈধ উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতার নীতি থাকতে হবে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং স্বাধীন পর্যালোচনার সুযোগও থাকতে হবে।

প্রটেকশন কাউন্সিলের প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাহমিনা রহমান বলেন, সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, 'এ ধরনের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোনো কাউন্সিল গঠন করে ওভারসাইটের দায়িত্ব দেওয়া হলে তা কার্যকর হবে না এবং শেষ পর্যন্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকেই সংকুচিত করবে।'

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) সোশ্যাল সায়েন্সেস স্কুলের ডিন ও মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, 'সাইবার সিকিউরিটি, সাইবার ক্রাইম ও অনলাইন এক্সপ্রেশন তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, যা একটি আইনের আওতায় রাখার সমস্যাই প্রস্তাবিত আইনে দেখা দিয়েছে।'

'অন্তত অনলাইন এক্সপ্রেশনকে আলাদা করা গেলে ভালো হয়,' বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'জেল-জরিমানার ভয়ের কারণে সাংবাদিকতা এখন একটি ভীতিকর পেশায় পরিণত হয়েছে এবং প্রস্তাবিত আইন সেই ভয় আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।'

বিজেসির পাঁচ প্রস্তাব

সভায় বিজেসির পক্ষে প্রস্তাবিত সংশোধনীর পর্যালোচনা তুলে ধরে সংগঠনের নির্বাহী সদস্য মিল্টন আনোয়ার পাঁচ দফা প্রস্তাব দেন।

প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে-'গুজব' বা 'অযাচাইকৃত তথ্য'-কে ঢালাওভাবে ফৌজদারি অপরাধ না করা; নারী ও শিশু সুরক্ষার ধারা থেকে মানহানি ও 'হেয় প্রতিপন্ন করা' আলাদা করা; কনটেন্ট সরানোর ক্ষেত্রে লিখিত কারণ, নোটিশ ও স্বাধীন বিচারিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা রাখা; বেআইনি গ্রেপ্তার, নজরদারি বা কনটেন্ট সরানোর শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা; এবং সংশোধনী চূড়ান্ত করার আগে সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আরও অর্থবহ আলোচনা করা।

সভায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিজেসি চেয়ারম্যান ফাহিম আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সদস্যসচিব ইলিয়াস হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. আল মামুন।

সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও কল্যাণমুখী

১৫ পৃষ্ঠার পর

পরিবারের নারী প্রধানের নামে ইস্যু করা 'ফ্যামিলি কার্ড' নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক।

বিভিন্ন খাতের এসব কার্ডকে সমন্বিত করে একটি 'ইউনিভার্সাল কার্ড' চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলাকে সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের ইতিহাসে এবারই শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাখাতে জিডিপির বরাদ্দ ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রথম শ্রেণি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ও স্কুল ইউনিফর্ম এবং বিনামূল্যে দুপুরের খাবার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষা সিলেবাসে 'স্পোর্টস'কে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত জুনে সারাদেশে আয়োজিত মাসব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টে ২০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার শহর ও গ্রামের উন্নয়ন বৈষম্য কমানো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করছে। জনগণের কাছে দেওয়া ৩১ দফা কর্মসূচির সঙ্গে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড' নীতির ৭৩ শতাংশ কার্যক্রমের সরাসরি এবং ২৭ শতাংশের পরোক্ষ মিল রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রযুক্তির বৈষম্য দূর করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োটেকনোলজি ও বিজ্ঞানের নতুন যুগে প্রবেশ করছে। কিন্তু প্রযুক্তির সুযোগ এখনো সবার জন্য সমান নয়।

তিনি বলেন, 'আমরা চাই না, আজকের ডিজিটাল বিভাজন আগামী দিনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভাজনে পরিণত হোক।'

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এআই ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিকাশের সুফল ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে জাতিসংঘের কার্যকর নীতিমালা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

এলডিসি উত্তরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের অপেক্ষায় রয়েছে। এ উত্তরণকে টেকসই করতে সুনিশ্চিত অর্থায়ন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন।

আঞ্চলিক বাণিজ্য, যোগাযোগ ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় কোনো দেশ একা এগিয়ে যেতে পারে না। কোভিড-১৯ মহামারির অভিজ্ঞতা থেকেও পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নির্ভরতার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে।

শান্তি ও মানবিক বিশ্বের পক্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুতি, মানবিক সংকট, জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংঘাতের সমাধান হতে হবে আলোচনা, কূটনীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে।

তিনি বলেন, বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, পারস্পরিক স্বার্থ এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাই দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত। জাতিসংঘকে এমন একটি সমঝোতামূলক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সমর্থন জানান।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান চান

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। এতে দেশের সম্পদ, পরিবেশ, নিরাপত্তা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

'রোহিঙ্গা সংকটের উৎস ও উৎপত্তি মিয়ানমারে; তাই এর সমাধানও সেখানেই নিহিত' উল্লেখ করে তিনি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়াকে সংকটের একমাত্র সমাধান হিসেবে তুলে ধরেন।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় ও কার্যকর সমর্থন কামনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

জলবায়ু ন্যায়বিচারে জোর

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের ঝুঁকির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী কপ-৩১-এ জলবায়ু ন্যায়বিচার, জলবায়ু অর্থায়ন ও অভিযোজন সহায়তায় আরও জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানো, ক্লিন ও সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং বন্যা ও খরা মোকাবিলায় সারাদেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা ও পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ ও মিঠা পানির প্রবাহ বাড়ানোর উদ্যোগ এবং আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন তিনি।

নিরাপদ অভিবাসন ও শান্তিরক্ষা

নিয়মিত, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসনের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী অভিবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানান।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি নারীদের অংশগ্রহণ 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' কর্মসূচির প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য- 'রিস্টোরিং ট্রাস্ট, ম্যানেজিং ট্রান্সফরমেশন: অ্যা ইউনাইটেড নেশনস দ্যাট ডেলিভারস ফর অল' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বহুপক্ষীয়তার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

'সবার আগে বাংলাদেশ : সবার জন্য বাংলাদেশ'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণরা যাতে নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পায়, নারীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবন পরিচালনা করতে পারে এবং প্রতিটি শিশু তার সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ পায়- এমন একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ কাজ করছে।

'সবার আগে বাংলাদেশ : সবার জন্য বাংলাদেশ'- এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে

১৫ পৃষ্ঠার পর

এবং বিশ্বশান্তি ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘ সংস্থার দীর্ঘদিনের সুদৃঢ় ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে জোর দেন। বৈঠকে উভয় পক্ষই অভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগামী দিনে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং পারস্পরিক অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংকট ও দুঃসময়ে বিএনপি সবসময়

১৪ পৃষ্ঠার পর

নেই, যারা দুঃসময়ের দায়িত্ব নিয়ে সফল হয়েছে। যারা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, যারা জনগণের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছে।' নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'এ দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য যারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যারা কোনো ধরনের অপরাধ বা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা, গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং বিজয়ী হওয়া আমাদের সবার কর্তব্য।'

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

রান্নাবান্না

পুরান ঢাকার তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: মজার একটি খাবারের নাম তেহারি। মাংস আর চালের মিশ্রণের এই খাবারটি পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই আছে। বিভিন্ন কায়দায় তেহারি রান্না করা হলেও পুরান ঢাকার তেহারির আলাদা কদর রয়েছে। নানা ধরনের মশলার ব্যবহার আর রান্নার বিভিন্ন কৌশল পুরান ঢাকার খাবারে তৈরি করে ভিন্ন স্বাদ। শাহী কিংবা নওয়াবী স্বাদও মেলে সেখানে। যেসব খাবারের জন্য পুরান ঢাকা বিখ্যাত তার মধ্যে একটি হলো তেহারি। মাংস ছোট ছোট টুকরা করে কেটে পোলাওয়ের চাল জড়িয়ে রান্না করা হয়।

উপকরণ মাংস রান্নার জন্য: মাংস ছোট ছোট টুকরো করা: ২ কেজি (গরু বা খাসি) , গোলমরিচ গুঁড়া: ২ চা-চামচ (স্বাদমতো), এলাচ: ৮-১০টি, দারুচিনি: ৪ টুকরো, জায়ফল গুঁড়া: ১ চা-চামচ, জয়ত্রি গুঁড়া: ১ চা-চামচ, সরিষার তেল: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: দেড় কাপ, আদা বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ, টক দই: ১ কাপ, কাঁচা মরিচ: ১০-১৫টি, আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), পোলাও রান্নার জন্য, পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি, দুধ: ৪ কাপ, পানি: সাড়ে চার কাপ, তেজপাতা: ৪-৫টি, দারুচিনি: ২ টুকরা, গোলমরিচ: ৫-৬টি, লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি: টক দই, আদা-রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, জায়ফল-জয়ত্রির গুঁড়া দিয়ে মাংস মাখিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। হাঁড়িতে তেল গরম করে আস্ত জিরা, এলাচ, দারুচিনি ফোঁড়ন দিয়ে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে তাতে মাংস মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ মাংস কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। প্রয়োজন হলে অল্প পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ছেড়ে এলে নামিয়ে ঢেকে রাখুন।

চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে পানি, দুধ, দারুচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ ও লবণ নিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চাল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল যখন প্রায় ফুটে আসবে, তখন রান্না করা মাংস চালের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাঁড়িটি তাওয়ার ওপর বসিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ মিশিয়ে দমে রাখুন ৫-১০ মিনিট। ব্যস হয়ে গেল পুরান ঢাকার তেহারি।

ডিম ছোলার ডাল

পরিচয় ডেস্ক: সকাল, দুপুর কিংবা রাতে অনেকের পাতে ডিম না থাকলে যেন চলেই না। ডিমের কোড়মা, ডিমভুনা, ডিম ভাজি খেতে খেতে যারা এর স্বাদের পরিবর্তন চান তারা ডিমের এই রেসিপি দেখতে পারেন।

উপকরণ: ছোলার ডাল - ৩০০ গ্রাম, ডিম ৪টি, পেঁয়াজবাটা - ৩ চা চামচ, আদাবাটা - ২ চা চামচ. রসুনবাটা - ২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো - ২ চা চামচ,, ধনে ও জিরে গুঁড়ো - ২ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়ো - ১ চা চামচ, লবণ - স্বাদমতো, ফোড়নের জন্য লাগবে ২টি শুকনো মরিচ, ২ টি তেজপাতা, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি, আস্ত গরম মশলা ১ চা চামচ, হিং এক চিমটি।

প্রণালি: ছোলার ডাল সিদ্ধ করে নিন। ডিমগুলো সিদ্ধ করে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে ফোড়নের সব উপকরণ দিয়ে সুঘ্রাণ বের হলে তাতে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। একে একে দিয়ে দিন আদা ও রসুন বাটা। সামান্য পানি দিয়ে কষাতে থাকুন। দিয়ে দিন সব গুঁড়ো মসলা। মসলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তখন সিদ্ধ ছোলার ডাল দিয়ে দিন।

স্বাদমতো লবণ দিতে হবে। ডাল ফুটে উঠলে তাতে ডিমগুলো দিয়ে দিন। পানি টেনে মাখা মাখা হয়ে এলে চেরা কাঁচা মরিচ, গরম মশলা ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

পরিচয় ডেস্ক: মুরগির মাংস হচ্ছে এমন একটি উপকরণ যা রোজকার পাত থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের পদে জায়গা করে নিতে পারে। আর পরিবারের ছোট-বড় সবারই প্রিয় মুরগির মাংস।
মুরগির মাংস দিয়ে নানান পদ তৈরি করা যায়। খাবারের মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য মুরগির মাংসের একটি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি হলো মুরগির স্টু
উপকরণ: মুরগি ৫০০ গ্রাম, গোটা ছোট পেঁয়াজ ১০টি, তেজপাতা ২টি, আদাবাটা ১ চা-চামচ, গোটা গোলমরিচ ৮-১০টি, মাখন ৩ টেবিল চামচ, পেঁপের টুকরা ৪টি, আলুর টুকরা ৪টি, গাজর ৪ টুকরা, গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি পরিমাণমতো।
প্রণালি: কড়াইতে মাখন দিন। তেজপাতা দিন। গোটা পেঁয়াজ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সবজি, আদাবাটা, লবণ, গোটা গোলমরিচ দিয়ে নেড়ে মুরগি দিন। ভালো করে মিশিয়ে পানি দিয়ে ঢাকা দিন। সবকিছু সেদ্ধ হলে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

মুরগির স্টু

লেবু মরিচ মুরগি

পরিচয় ডেস্ক: মুরগির মাংস দিয়ে খাবারের মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য মুরগির মাংসের আরো একটি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি হলো লেবু মরিচ মুরগি।

উপকরণ: মুরগির মাংস ৭৫০ গ্রাম, লেবুর রস ৪-৫ চা চামচ, গোলমরিচ ১ চা চামচ, পেঁয়াজ ৩টা কুঁচি করা, রসুন, কাঁচা মরিচ বাটা ৩ চা চামচ, কাজু ১৫টি, গন্ধরাজ লেবুর পাতা।
প্রণালী: কেটে ধুয়ে রাখা মুরগির মাংসে লেবুর রস, গোলমরিচ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে এক ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়ে গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি, রসুন আর কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে হালকা ভাজতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন সাদা থাকে, বেশি ভাজা না হয়। এবার ভাজা তুলে নিন। ঠান্ডা হলে কয়েকটি কাজু মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে রেখে দিন।
এবার ওই তেলের সঙ্গে আরও খনিকটা তেল মিশিয়ে মাংসের টুকরোগুলো প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে মুরগির মাংস তুলে নিয়ে, ওই তেলে পেস্টটি দিয়ে দিন। এবার সেটিকে ভালো করে কষাতে হবে। এবার পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। মুরগির মাংস ঢেলে দিন। তাতে এক চা চামচ মতো লেবুর খোসা গ্রেট করে দিয়ে দিন। মশলা মজে এলে, এক চা চামচ লেবুর রস দিয়ে দিন। সঙ্গে আরেকটু গোলমরিচ আর চেরা মরিচ দিয়ে পরিবেশন করুন। গন্ধরাজ লেবু ও লেবুর পাতা দিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম লেবু মরিচ মুরগি।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের ব্রুকলীনের সভা জনসভায়

৩১ পৃষ্ঠার পর

কে সমর্থন করছি। আমরা চাই সোসাইটিতে যোগ্য নেতৃত তিনি এই প্যানেলকে জয়ী করারআহ্বান জানান।

হাজী মফিজুর রহমান বলেন, সোসাইটিতে কে কি করেছেন তা আমরা জানি। আমরা আশা করি ‘কুনু-ফিরোজ’প্যানেল নির্বাচিত হলে প্রবাসীদের আবেগ-অনভূতি সামনে রেখে কাজ করবেন, মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। সভায় বক্তারা বর্তমান কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাবী, কবর ক্রয় করা না করার তীব্র সমালোচনা করেন এবং‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেল-কে একটি যোগ্য প্যানেল হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন।প্যানেলের প্রার্থী হলেন: সভাপতি- আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি- আবুলকালাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক-ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আরচৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক-কয়েস আহমেদ, সাহিত্যসম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদমাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আর হাসানএবং কার্যকরী সদস্য- সিরাজুদ্দিন হক, মোহম্মদ এ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদকাওসার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম।

সবশেষে প্যানেলের ব্রুকলীন নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করেন বেলাল আহমেদ।ব্রুকলীন কমিটিরকর্মকর্তারা হলেন: উপদেষ্টা- মাহফুজুল মওলানা নান্নু ও মোহাম্মদ হানিফ, চেয়ারম্যান- লুৎফুল করীম, কো চেয়ারম্যান- হাজী ইসমাইল মিয়া, আহ্বায়ক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, যুগ্ম আহ্বায়ক- মোহাম্মদ ইউনূস আলী, সদস্য সচিব- ওয়ালিদুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব- বাসেদ ভূইয়া, প্রধান সমন্বয়কারী- এস এম ফেরদৌস এবং সমন্বয়কারী- দলিলুররহমান।

নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।-কুনু-ফিরোজ পরিষদ এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে নিউ ইয়র্কের সাশ্রয়ী আবাসন ও

৫৮ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সিটি মেয়রদের এই সরকারি বাসভবনে তাঁর আগের সফরের স্মৃতিচারণ করেন এবং অতীতে সিটির পরিচালনাকারী মেয়রদের মধ্যে “যারা দারুণ কাজ করেছেন এবং যারা ততটা ভালো করতে পারেননি”- তাঁদের কথা উল্লেখ করেন। মেয়র মামদানির পিঠ চাপড়ে তিনি বলেন, “আশা করি আপনিও একজন দারুণ মেয়র হবেন। আর আপনার সেই যাত্রা শুরুও হয়ে গেছে।” সংবাদ সম্মেলনে মেয়র মামদানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, কীভাবে এই সম্পর্কের সুবাদে নিউ ইয়র্ক সিটিতে সাশ্রয়ী আবাসন ব্যবস্থা এবং ‘সানি-সাইড ইয়ার্ড’ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। কুইন্সে অবস্থিত ১৮০ একরের এই ট্রেন ইয়ার্ডটিতে ১২ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে এবং এর জন্য অন্তত ২১ বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল অনুদান প্রয়োজন হবে। মামদানি বলেন, “আমরা ১২,০০০ বাড়ি এবং ৩০,০০০ কর্মসংস্থানের কথা বলছি। এমন একটি সিটিতে সম্পূর্ণ নতুন একটি এলাকা গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যেখানে আবাসনই হলো মানুষের প্রধান খরচের খাত।” প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, “এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর ফেডারেল অনুমোদন এবং সম্ভবত কিছু ফেডারেল অর্থায়নের □্যও প্রয়োজন হবে। তবে জায়গাটি সবসময়ই চমৎকার। সানি-সাইডে আমার একটি ভবন ছিল। সেটি ছিল দারুণ একটি ভবন; জায়গাটি আমার খুব ভালোভাবেই জানা।”

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বেশ কয়েকবার নিউ ইয়র্কের সাথে তাঁর পুরোনো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং মেয়রের ঐতিহাসিক বাসভবনে এই সফরকে “ঘরে ফেরার মতো” অনুভূতি বলে অভিহিত করেন।

তিনি আরো বলেন, “ভেতরের পরিবেশটা খুব সুন্দর ছিল, চমৎকারভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। আর এটি নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত প্রতিনিধিত্বমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান।”

হোয়াইট হাউসে নির্দিষ্ট কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রবেশে প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়েও তাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছিল; জবাবে ট্রাম্প বলেন যে তিনি এমনটা করছেন কারণ তিনি মনে করেন “নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব। কিন্তু তারা তা করছেনা”।

ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন বিষয়ে আলোচনার সময় তাঁরা হাইতির নাগরিকদের জন্য “টিপিএস” বা ‘“অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা’ (ঞবসঢ়ড়ৎধৎু চৎড়ঃবপঃবফ ঝঃধঃঁং) সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন; উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি এই মর্যাদা বাতিল করেছে।

মেয়র জানান, তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী হাইতির নাগরিকরা নিউ ইয়র্ক সিটির সামাজিক কাঠামো ও অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়টি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চলে যাওয়ার পর মামদানি লনে ফিরে এসে আরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক অটুট রয়েছে।

“আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে-এবং সত্যি বলতে, এই সিটির মানুষের জন্য যারা স্বস্তি বা সহায়তা বয়ে আনতে পারেন, তাদের সবার সঙ্গেই-আলোচনা চালিয়ে যাব,” বলেন মেয়র মামদানি।

পরবর্তীতে মেয়র মামদানি ২১ সেপ্টেম্বর সোমবারের বৈঠকের একটি ছবি শেয়ার করেন এবং এটিকে “আজ গ্রেসি ম্যানশনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক” হিসেবে অভিহিত করেন।

গতবছর নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র পদে ঐতিহাসিক নির্বাচনী জয়ের পর ফেব্রুয়ারি মাসে ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে মেয়র মামদানির সাক্ষাতের পর, এই বৈঠকটি ছিল ট্রাম্প ও মামদানির মধ্যে তৃতীয় সরাসরি সাক্ষাৎ। এর আগে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে দুই নেতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর আগেও অন্তত দুবার গ্রেসি ম্যানশনে গিয়েছেন। ২০০৩ সালে তিনি সেখানে সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানির বিয়েতে এবং ২০০৭ সালে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য চার্লস র□্যাঙ্গেলের একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। উভয় অনুষ্ঠানেরই আয়োজক ছিলেন তৎকালীন মেয়র ব্লুমবার্গ।

গ্রেসি ম্যানশনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সফর সচরাচর দেখা যায় না। অতীতে যেসব প্রেসিডেন্ট সেখানে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হ্যারি ট্রুম্যান, জন এফ. কেনেডি এবং রোনাল্ড রিগ্যান।

এদিকে, গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানিয়েছেন যে প্রেসিডেন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এই সপ্তাহে ট্রাম্পের সাথে দেখা করার কোনো পরিকল্পনা তাঁর নেই। গভর্নর হোকুল বলেন, “আমি তাঁর সাথে নানা বিষয়ে কথা বলি। আমাদের মধ্যে যোগাযোগের কোনো ঘাটতি নিয়ে আমি চিন্তিত নই। বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট দিনে একটি বৈঠকের ওপর নির্ভর করে না।” জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যখন আন্তর্জাতিক নানা আয়োজনে সপ্তাহটি অত্যন্ত কর্মমুখর হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা শহরে সমবেত হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং বিষয়টি বিশ্বজুড়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সপ্তাহান্তের ছুটির দিনগুলোতে ‘আরবান ২০ সামিট’ (টৎনধহ ২০ ঝঁসসরঃ)-এ যোগ দিতে আসা বিশ্বের বিভিন্ন শহরের মেয়রদের স্বাগত জানান নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি। মেয়র মামদানী অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোতলা বাসে করে শহর পরিদর্শনেরও আয়োজন করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র ক্যারেন বাস এবং ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন শহরের মেয়ররা। নিউ ইয়র্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর্মসূচির মধ্যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক এবং রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির তহবিল সংগ্রহের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত আছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রতি দম্পতিকে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার ফি দিতে হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে বিশ্বনেতাদের সমাগমের ফলে এই সপ্তাহে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে, গ্র্যাসি ম্যানশনের এই বৈঠকটি সেগুলোরই একটি।

ঘড়ির কাঁটা বদলের শত বছরের গল্প

৫৮ পৃষ্ঠার পর

কখনও এগিয়েছে যুদ্ধের কয়লা বাঁচাতে, কখনও ব্যবসার দিন দীর্ঘ করতে, কখনও পোকামাকড় সংগ্রহ কিংবা গলফ খেলার জন্য আরেকটু আলো পেতে। বছরে দুবার সময় বদলের এই প্রথা মানুষের সন্ধ্যা দীর্ঘ করেছে, আবার ঘুম ও স্বাভাবিক জীবনেও গোলমাল বাধিয়েছে।

ঘড়ির কাঁটা নিয়ে প্রথম রসিকতাটি করেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ১৭৮৪ সালে প্যারিসে থাকার সময় তিনি দেখলেন, সূর্য অনেক আগেই উঠেছে, অথচ শহরের মানুষ তখনও ঘুমিয়ে। ব্যঙ্গ করে বললেন, মানুষ সকালে উঠলে মোমবাতির খরচ কমবে। জানালার শাটারে কর বসানো, সূর্যোদয়ের সময় গির্জার ঘণ্টা বাজানো এবং তাতেও কাজ না হলে রাস্তায় কামান দাগিয়ে ঘুম ভাঙানোর পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি। ফ্রাঙ্কলিন ঘড়ির কাঁটা বদলানোর কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর রসিকতা পরে এই ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবটি আসে নিউজিল্যান্ডের কীটতত্ত্ববিদ জর্জ ভার্নন হাডসনের কাছ থেকে। দিনের কাজ শেষে পোকামাকড় সংগ্রহের জন্য আরও আলো চেয়েছিলেন তিনি। তাই ১৮৯৫ সালে গ্রীষ্মে ঘড়ি দুই ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এরপর ব্রিটিশ নির্মাণ ব্যবসায়ী ও গলফপ্রেমী উইলিয়াম উইলেট উদ্যোগটি নিয়ে প্রচার শুরু করেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এপ্রিলের চার রবিবারে ২০ মিনিট করে ঘড়ি এগোনো এবং সেপ্টেম্বরে একইভাবে পেছানো। সেই পরিকল্পনা কার্যকর হলে বছরে আটবার ঘড়ির কাঁটা ঠিক করতে হতো!

ছোটখাটো শখের এই ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়। ১৯১৬ সালে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি কয়লা সাশ্রয়ের জন্য ঘড়ি এগিয়ে দেয়। পরে ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ আরও অনেক দেশ একই পথে হাঁটে। কানাডা জাতীয়ভাবে ডেলাইট সেভিং টাইম চালু করে ১৯১৮ সালে। যুদ্ধ শেষ হলে কোনো দেশ সময় পেছায়, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এলে এগিয়ে দেয়।

ডেলাইট সেভিং টাইম সূর্যের আলো এক মিনিটও বাড়ায় না। ঘড়ির হিসাবে খুব ভোরের একটি ঘণ্টাকে সন্ধ্যার দিকে সরিয়ে আনে। এতে অফিস শেষে হাঁটা, খেলাধুলা, বাগানের কাজ, কেনাকাটা ও বাইরে সময় কাটানোর সুযোগ বাড়ে। রেস্তোরাঁ, পর্যটন ও বিনোদন ব্যবসাও দীর্ঘ সন্ধ্যা থেকে লাভবান হয়।

কিন্তু দেয়ালঘড়ির কাঁটা মুহূর্তে এগিয়ে দেওয়া গেলেও শরীরের ঘড়ি এত সহজে বদলায় না। বসন্তে এক ঘণ্টা ঘুম হারানোর পর অনেকের কয়েক দিন ঝিমুনি, ক্লান্তি ও মনোযোগের সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দুর্ঘটনা ও কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি সাময়িকভাবে বেড়ে যাওয়ার কথাও এসেছে। এ কারণে ঘুমবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ বছরে দুবার সময় বদলানোর বিপক্ষে। তবে তাঁরা সন্ধ্যার আলোর পরিবর্তে সকালের আলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে স্থায়ী স্ট্যান্ডার্ড টাইমের পক্ষে।

ঘড়ি পেছানোর কাণ্ড কখনও হাস্যকর পরিস্থিতিও তৈরি করেছে। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের এক হাসপাতালে যমজ দুই ভাইয়ের মধ্যে স্যামুয়েল জন্ম নেয় রাত ১টা ৩৯ মিনিটে। তার ৩১ মিনিট পর রোনানের জন্ম হলেও ততক্ষণে ঘড়ি এক ঘণ্টা পেছানো হয়েছে। ফলে রোনানের জন্মসময় লেখা হয় রাত ১টা ১০ মিনিট। বাস্তবে ছোট হলেও কাগজে-কলমে সে বড় ভাই!

কানাডায় সময়ের হিসাব এমনিতেই বিচিত্র। সাসকাচুয়ানের অধিকাংশ এলাকায় সারা বছর সেন্ট্রাল স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসরণ করা হয়। ইউকন ২০২০ সালে ঘড়ির কাঁটা বদলানো বন্ধ করেছে। ২০২৬ সালে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া স্থায়ী প্যাসিফিক ডেলাইট টাইম এবং আলবার্টা স্থায়ী আলবার্টা টাইম গ্রহণ করেছে। আলবার্টা টাইম মূলত মাউন্টেন ডেলাইট টাইমের সমান। এবার ম্যানিটোবাও সারা বছর সেন্ট্রাল ডেলাইট টাইম অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে এসব প্রদেশ ও অঞ্চলের বাসিন্দাদের আর বসন্ত ও শরতে ঘড়ি বদলাতে হবে না। তবে অন্টারিও, কুইবেক ও আটলান্টিক অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকায় আগের নিয়ম বহাল রয়েছে। সেখানে বসন্তে ঘড়ি এক ঘণ্টা এগিয়ে ডেলাইট টাইম চালু করা হয় এবং শরতে এক ঘণ্টা পেছিয়ে আবার স্ট্যান্ডার্ড টাইমে ফেরা হয়।

এক শতাব্দীরও বেশি আগে কয়লা ও মোমবাতি বাঁচানোর জন্য যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, আধুনিক যুগে এসে সেটিই মানুষের ঘুম, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। প্রশ্নটি তাই নতুন করে ফিরে এসেছে: ঘড়িকে সূর্যের সঙ্গে চলতে হবে, নাকি মানুষের তৈরি কর্মজীবনের সঙ্গে? ম্যানিটোবা তার উত্তর বেছে নিয়েছে। তথ্যসূত্র: এষড়নধষ ঘবংি, ৎঁঃব এঁৎফৎধহ , অংংড়পরধঃবফ চৎবংং

নজরুল মিন্টো, টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বাবা-মেয়ের

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শাহাবের এই যাত্রাকে ম্যাকডোনাল্ডসও তাদের 'Golden Opportunities' প্রচারণায় তুলে ধরেছে। সেখানে তাঁর পথচলাকে বলা হয়েছে প্রায় সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে একজন ম্যাকডোনাল্ডস মালিক-পরিচালক হয়ে ওঠার গল্প। তবে কর্মী থেকে মালিক হওয়ার এই পথ তৈরি হয়েছে বছরের পর বছর কাজ আর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে।

সাত বছর ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করতে করতেই শাহাব একটি রেস্টুরেন্টের ভেতরের জগৎ চিনেছেন। গ্রাহকসেবা, খাবারের মান, পরিচ্ছন্নতা, কর্মীদের সমন্বয়, সবকিছুই ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজের অংশ। কখন কোথায় সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কীভাবে একটি দলকে চালাতে হয় এবং প্রতিদিন একই মান ধরে রাখতে হয়, সেই শিক্ষাও এসেছে কাজের মধ্য দিয়েই। অনেকের কাছে চাকরি কেবল জীবিকার পথ। শাহাবের কাছে সেটিই হয়ে উঠেছিল ব্যবসা শেখার স্কুল।

এরপর আসে জীবনের বড় মোড়। একসময় যে ম্যাকডোনাল্ডসে তিনি কর্মী ছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানেরই একটি রেস্টুরেন্টের মালিক হওয়ার সুযোগ আসে তাঁর সামনে। Hyder Investments নামে গড়ে ওঠে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। প্রথম ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টটি ছিল মিনেসোটার ক্রিস্টাল শহরে।

প্রথম রেস্টুরেন্টটি হাতে পাওয়াই অবশ্য শেষ কথা ছিল না। সেটিকে সফলভাবে চালানোই ছিল আসল পরীক্ষা। কর্মী, গ্রাহক, আয়-ব্যয় থেকে শুরু করে ম্যাকডোনাল্ডসের নির্ধারিত মান বজায় রাখা, সবকিছুর দায় এখন তাঁর। আগের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তখন বড় কাজে দেয়। রেস্টুরেন্টের কাজ তাঁর কাছে নতুন ছিল না, বদলে গিয়েছিল শুধু দায়িত্বের পরিধি। প্রথম রেস্টুরেন্টটি সফলভাবে দাঁড় করানোর পরই শুরু হয় ব্যবসা বাড়ানোর পরের অধ্যায়।

ক্রিস্টাল থেকে শুরু হওয়া তাঁর ব্যবসা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মিনিয়াপোলিস-সেন্ট পলসহ টুইন সিটিজের বিভিন্ন এলাকায়। ম্যাপল গ্রোভ, ব্রুকলিন পার্ক, শ্যামপ্লিনসহ বিভিন্ন জায়গায় একে একে বাড়তে থাকে তাঁর ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টের সংখ্যা।

একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে তিনটি। এভাবেই বাড়তে থাকে শাহাবের ব্যবসা। ২০২০ সাল নাগাদ তাঁর পরিচালিত ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টের সংখ্যা পৌঁছে যায় ১৭টিতে। সময়ের সঙ্গে মেয়ে ইয়াসমিন হায়দারও যুক্ত হন ব্যবসায়।

একসময় চাকরির জন্য যে প্রতিষ্ঠানের দরজায় ঢুকেছিলেন শাহাব, আজ তাঁর পরিচালিত রেস্টুরেন্টগুলোই শত শত মানুষের কর্মস্থল। যে মানুষটি নিজে শুরু করেছিলেন একজন কর্মী হিসেবে, তাঁর প্রতিষ্ঠানেই এখন কাজ করেন ৭৫০ জনের বেশি মানুষ।২০১৩ সালে ইয়াসমিন নিজের ম্যাকডোনাল্ডস ব্যবসা শুরু করেন। দুটি রেস্টুরেন্ট দিয়ে শুরু হওয়া তাঁর ব্যবসা পরে নয়টিতে পৌঁছায়। শাহাবকে যেখানে শুরু করতে হয়েছিল একেবারে নিচ থেকে, ইয়াসমিনের সামনে ছিল বাবার বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও গড়ে তোলা একটি ভিত্তি। বাবার দীর্ঘ পথচলা তাই মেয়ের শুরুটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। এক প্রজন্মের পরিশ্রম এভাবেই পরের প্রজন্মের শুরুর জায়গাটি বদলে দিয়েছে। নতুন দেশে এসে অনেককেই নিজের আগের পরিচয় পাশে রেখে আবার শুরু করতে হয়। কারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে, অথচ প্রথম চাকরি হয় দোকানে। কেউ দেশে কর্মকর্তা ছিলেন, নতুন দেশে এসে উবার চালান। কেউ ব্যবসায়ী হয়েও আবার শুরু করেন একেবারে নিচ থেকে। প্রবাসজীবনে এমন গল্প অচেনা নয়। কিন্তু প্রথম চাকরিটিই শেষ পরিচয় হয়ে থাকতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। শাহাব হায়দারের জীবন তারই একটি বড় উদাহরণ।

তথ্যসূত্র: McDonalds Corporation, Hyder Investments, Yasmin Hyder business profile

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা

নিউইয়র্কে ১ অক্টোবর থেকে হিটিং

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বাড়ী বা ভবনের মালিকদের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার পাশাপাশি সারা বছর গরম পানি সরবরাহের নিয়মও মানতে হয়। নিয়ম ভাঙলে বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে জরিমানা ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসনের আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগ।

নিউইয়র্ক সিটির নিয়ম অনুযায়ী, হিটিং সিজনে সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে বাইরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নামলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের তাপমাত্রা কমপক্ষে ৬৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট রাখতে হবে। রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ঘরের তাপমাত্রা অন্তত ৬২ ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকতে হবে। এ সময় বাইরের তাপমাত্রা কত, তা বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

গরম পানির ক্ষেত্রেও বাড়িওয়ালাদের সারা বছর নিয়ম মানতে হয়। প্রতিটি আবাসিক ইউনিটে ২৪ ঘণ্টা, ৩৬৫ দিন অন্তত ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার গরম পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কোনো অ্যাপার্টমেন্টে পর্যাপ্ত গরম না থাকলে বা গরম পানি সরবরাহে সমস্যা হলে ভাড়াটিয়াদের প্রথমে বাড়িওয়ালা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা ভবনের সুপারিনটেনডেন্টকে জানাতে বলা হয়েছে। সমস্যা সমাধান না হলে নগরীর ৩১১ নম্বরে অভিযোগ করা যায়। ফোনের পাশাপাশি অনলাইনেও অভিযোগ জানানোর সুযোগ রয়েছে। শ্রবণপ্রতিবন্ধী বা বিশেষ টেলিফোন সেবা ব্যবহারকারীরা ২১২-৫০৪-৪১১৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অভিযোগ পাওয়ার পর আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিদর্শক পাঠিয়ে তাপমাত্রা ও হিটিং ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে পারে। নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে ভবন মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, হিটিং বা গরম পানির প্রাথমিক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৩৫০ থেকে ১ হাজার ২৫০ ডলার পর্যন্ত দেওয়ানি জরিমানা হতে পারে। একই ভবনে পরবর্তী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা প্রতিদিন ৫০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। একই হিটিং সিজনে তৃতীয় বা পরবর্তী পরিদর্শনে লঙ্ঘন ধরা পড়লে ২০০ ডলারের পরিদর্শন ফিও আরোপ করা যেতে পারে।

কোনো ভবনে হিটিং বা গরম পানির সমস্যা অব্যাহত থাকলে নগর কর্তৃপক্ষ জরুরি মেরামতের ব্যবস্থাও নিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ভবন মালিকের ওপর মেরামতের খরচ চাপানো হতে পারে এবং আইন অনুযায়ী বকেয়া অর্থ আদায়ে সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

শীতের আগে ভাড়াটিয়াদের ঘরে একটি থার্মোমিটার রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে ঘরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়। হিটিং সমস্যার ক্ষেত্রে কখন সমস্যা হয়েছে এবং তখন ঘরের তাপমাত্রা কত ছিল, সেই তথ্য সংরক্ষণ করাও পরবর্তী অভিযোগের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটির আবাসন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হিটিং ও গরম পানি কোনো ঐচ্ছিক সুবিধা নয়। শীতকালীন হিটিং সিজনে নির্ধারিত তাপমাত্রা বজায় রাখা ভবন মালিকদের আইনগত দায়িত্ব।

নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সে বাংলাদেশি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ইফফাত লুবনা এপ্রিলে অনুষ্ঠিত একটি পৃথক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

মঙ্গলবার সমাপনী যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সময় সহকারী ইউ.এস. অ্যাটর্নি জোশুয়া ট্যানেন বলেন, চৌধুরী "তার ভাবমূর্তির ওপর আঘাত হিসেবে বিবেচিত ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন।" তিনি আরও বলেন, "তিনি তার ভাবমূর্তি রক্ষা ও প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং কমিউনিটিকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে-তার নিজের ভাষ্যমতে-তিনিই 'কিং অফ নিউ ইয়র্ক'।"

কর্মকর্তারা জানান, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে, তবে বাস্তবে তাকে সম্ভবত কয়েক দশক কারাবাস করতে হতে পারে।

ইউ.এস. অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা বৃহস্পতিবার বলেন, "বিবাদী এবং তার সহযোগী ও ষড়যন্ত্রকারীরা যেসব কর্মকাণ্ড চালিয়েছে তা ছিল নৃশংস ও অর্থহীন; একটি সভ্য সমাজে এ ধরনের কাজ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।"

চৌধুরীর প্রথম ভুক্তভোগী ব্যক্তি কুইন্সের ৪১ বছর বয়সী এক বাসিন্দার সঙ্গে টিকটকে দীর্ঘদিনের বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি চৌধুরীকে নিয়ে কটূক্তি করতে শুরু করেন, তাকে মারামারির চ্যালেঞ্জ জানান এবং দম্ভভরে বলেন যে ওই সুপারমার্কেটের মালিকের "রাস্তায় কোনো আধিপত্য নেই।"

২০২৩ সালের ২৭ মার্চ চৌধুরী জ্যামাইকার ১৮১তম স্ট্রিট ও হিলসাইড অ্যাভিনিউ এলাকায় ওই ভুক্তভোগীর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। তিনি তাকে জোরপূর্বক একটি হোন্ডা এসইউভি (ঝটঠ)-তে তুলে নেন এবং সহযোগী রুহেল চৌধুরীর চালনায় গাড়িটি নিয়ে কুইন্সের রাস্তায় দীর্ঘ সময় ধরে তাকে নিয়ে ঘোরান। জুরি সদস্যরা চৌধুরীর ধারণ করা একটি ভিডিও দেখেন, যেখানে ভুক্তভোগীকে একটি গ্যারেজের সামনে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অবশেষে, অপহরণকারীরা ভুক্তভোগীকে ঘুমের ওষুধ মেশানো পানি পান করায়; জ্ঞান ফেরার পর তিনি নিজেকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় আবিষ্কার করেন।

চৌধুরী তার পরবর্তী দুজন ভুক্তভোগীকে অপহরণ ও নির্যাতন করেছিলেন কারণ তারা তার স্ত্রী লুবনার (যাঁর সাথে তখন তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল) প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছিল।

ভুক্তভোগীদের একজন লুবনার সাথে অনলাইনে ইংরেজি শেখার একটি ক্লাসে পরিচিত হন এবং ২০২৩ সালের ১০ মে মাইক্রোসফট টিমস-এর মাধ্যমে তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করেন। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি লুবনাকে "স্বাদহীন চটকানো আলুর" (নষধহফ সধংযবফ ঢ়ড়ঃধঃড়) সাথে তুলনা করেন; তবে তিনি আরও বলেন যে, কোনো দক্ষ হোটেল শেফের হাতে পড়লে তাকে "সুস্বাদু আলুর চপ... বা জিভে জল আনা কাচ্চি বিরিয়ানি"-তে (একটি দক্ষিণ এশীয় খাবার) রূপান্তর করা সম্ভব।

লুবনা বিষয়টি ভালোভাবে নেননি; একটি রেকর্ডিংয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি তার লাশ দেখতে চাই।" তাই তিনি ও চৌধুরী মিলে একটি ফাঁদ পাতেন। লুবনা ওই ব্যক্তির সাথে দেখা করতে রাজি হন কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাননি। ১১ মে ওই ব্যক্তি যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন চৌধুরী ও তার এক সহযোগী তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে জোরপূর্বক একটি মিনিভ্যানে তুলে নেন। ভ্যানটির ভেতরে লুবনা বসে ছিলেন। তারা তাকে কুইন্স এলাকায় গাড়িতে করে ঘোরায়, তার ফোন কেড়ে নেয়, রড দিয়ে মারধর করে ও লাথি মারে। এছাড়া তার ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে ১,০০০ ডলার তুলে নেয় এবং মুক্তিপণ দাবি করে তার বাবাকে ফোন করে। এরপর তারা তাকে লং আইল্যান্ড সিটির করোনা হোটেলে নিয়ে যায়, যেখানে চৌধুরী একটি ধাতব রড ব্যবহার করে তাকে যৌন নির্যাতন করেন বলে সরকারি কৌঁসুলিরা জানান। আলাদা একটি বিচারে লুবনা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর চৌধুরীকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এছাড়া কৌঁসুলিরা তার সহযোগী সৈয়দ রুহেল আহমেদ (৪৬), শাহেদ আলম (৩২) এবং রুহেল চৌধুরী (৩৬)-এর বিরুদ্ধেও দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নিশ্চিত করেন।

অপহরণ চক্রের অন্য দুজন সদস্য সরকারি সাক্ষী হিসেবে তদন্তে সহায়তা করেন। বিচারক মরিসন সরকারি কৌঁসুলিদের আপত্তি সত্ত্বেও চৌধুরীকে ২,৫০,০০০ ডলারের বন্ডের বিনিময়ে-তবে গৃহবন্দী অবস্থায়-মুক্ত থাকার অনুমতি দেন। তবে রায় ঘোষণার পর এই বন্ড বাতিল করা হবে কি না, তা নির্ধারণের জন্য শুক্রবার একটি শুনানির আয়োজন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে

৫ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই এই সর্বশেষ উদ্যোগটি নেওয়া হলো। ১৫ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসে আল গ্রিনের২৩২-১৪৭ ভোটে গ্রিনের প্রস্তাবটি স্থগিত করা হয়; প্রস্তাবটি স্থগিত করার পক্ষে প্রায় সব রিপাবলিকানের সাথে ১৮ জন ডেমোক্র্যাটও ভোট দেন এবং আরও ৪৭ জন আইনপ্রণেতা 'উপস্থিত' (present) হিসেবে ভোট দেন। 'উপস্থিত' হিসেবে ভোট দেওয়া আইনপ্রণেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা হাকিম জেফ্রিস, ক্যাথরিন ক্লার্ক ও পিট আগুইলার।

ইমপিচমেন্ট নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মতভেদ

হাউস ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া কীভাবে ও কখন শুরু করা উচিত-তা নিয়ে স্পষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নতুন এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে গ্রিন যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা মূলত ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন-বিরোধী পদক্ষেপের ওপরই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর প্রস্তাবে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, অভিবাসন সংক্রান্ত যেসব অভিযানে ফেডারেল কর্মকর্তাদের গুলিতে কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিলেন, সেসব ক্ষেত্রে ট্রাম্প তাঁর প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও ত্বকের সমস্যা দূর করে শিম

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে বিভিন্ন ধরনের সবজি পাওয়া যায়। আর এই সময়ের অন্যতম একটি সবজি হচ্ছে শিম। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শরীরের বিভিন্ন উপকারে আসে এই সবজি। আর কী কী উপকারে আসে এই সবজি তা নিয়েই আজকের প্রতিবেদন।

শিমের দানায় ভিটামিন বি সিক্স ভালো পরিমাণে থাকায় তা স্নায়ুতন্ত্র সুস্থ রাখে। ফলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

ভারতীয় চিকিৎসক অঞ্জলি বক্সী জানান, নিয়মিত শিম খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে।

শিম মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে এবং অ্যালার্জির সমস্যার প্রতিকারক হিসেবে বেশ কার্যকর।

শিমে ক্যালরির পরিমাণ বেশ কম থাকে। যারা আমিষ প্রোটিন খান না, তারা শিম খেতে পারেন। বড় আকারের শিম রুচিকর, বাতের ব্যথা, খিদে বাড়ায় এবং মুখের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিম উপকারী। নিয়মিত শিম খেলে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

শিমের পুষ্টিগুণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শুধু বাড়িয়েই দেয় না, রোগকে শরীর থেকে দূরে রাখে। গর্ভবতী নারী ও শিশুর অপুষ্টি দূর করতে শিম বেশ উপকারী। সূত্র : নিউজ ১৮

কিডনির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যা করবেন

কিডনিকে ভালো রাখতে চাইলে পানির বিকল্প আর কিছু নেই। শরীরে পানি শূন্যতা তৈরি হলে কিডনির ওপর চাপ পড়ে। প্রতিদিন পুরুষদের ১০-১৩ গ্লাস এবং নারীদের ৮-১০ গ্লাস পানি পান করতে হবে। এর পাশাপাশি কিছু খাবার আছে যা আপনার কিডনির স্বাস্থ্যকে সবসময় ভালো রাখে।

এইসব খাবারের পুষ্টিগুণ আপনার শরীরের সঙ্গে কিডনির কার্যক্ষমতাকেও শক্তিশালী করে। জেনে নিন সেইসব খাবারের তালিকা।

স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, র্যাশবেরির মতো ফল কিডনির জন্য উপকারী। বেরির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও ভিটামিন সি রয়েছে।

এটি শরীর থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

বাঁধাকপি কিডনির রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। এই সবজির মধ্যে ফাইবার, ভিটামিন সি, বি৬, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। শীতে অনেক সবজির মধ্যে বাঁধাকপিও প্রচুর পাওয়া যায়।

তাই এই শীতে বাঁধাকপি খেতেই পারেন।

প্রতিদিন এক গ্লাস করে পাতিলেবুর রস মিশ্রিত পানি কিংবা মুসাম্বি লেবুর রস পান করতে পারেন। লেবুর মধ্যে ভিটামিন সি এবং সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে। এটি কিডনির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আপনি যে কোনো কিডনির সমস্যা এড়াতে পারবেন।

কুমড়ার বীজ খেতে পারেন নিশ্চিন্তে। কুমড়োর বীজের মধ্যে ফাইবার, ভিটামিন ই, জিংক, প্রোটিন, কপার ও আয়রন রয়েছে। এতে কিডনির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

চিনি নাকি গুড়, স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি ভালো

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মিষ্টি একটি অপরিহার্য উপাদান। চা, কফি, মিষ্টি বা বিভিন্ন রান্নায় মিষ্টি স্বাদ আনতে আমরা সাধারণত চিনি ব্যবহার করি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে চিনির পরিবর্তে গুড় ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। তবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগেড়চিনি নাকি গুড়, কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানুন।

গুড়ের গুণাগুণ

গুড় হলো আখ বা খেজুরের রস থেকে তৈরি একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি। এটি চিনি থেকে অনেক বেশি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। গুড়ে থাকে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং বিভিন্ন ভিটামিন।

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ: গুড়ে থাকা আয়রন রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ ছাড়া ম্যাগনেশিয়াম পেশি ও স্নায়ুর কার্যকারিতা উন্নত করে।

ডিটক্সিফায়ার হিসেবে কাজ করে: গুড় শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে সহায়তা করে। এটি লিভার পরিষ্কার রাখে এবং হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: গুড়ে থাকা পটাসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং শরীরের পানির ভারসাম্য বজায় রাখে।

ঠাণ্ডা-কাশি দূর করে: গুড় গরম পানি বা দুধে মিশিয়ে খেলে ঠাণ্ডা-কাশি কমে এবং শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা দূর হয়।

চিনির উপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক

চিনি হলো সুক্রোজ নামক রাসায়নিক যৌগ। এটি সাধারণত আখ বা বিট থেকে তৈরি হয়। যদিও চিনি দ্রুত শক্তি যোগায়, তবে এটি অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

ফাঁপা ক্যালরি: চিনিতে কোনো পুষ্টিগুণ নেই। এটি শুধুই ক্যালরি যোগায়, যা ওজন বাড়ায় এবং দীর্ঘমেয়াদে মেটাবলিজমের ওপর প্রভাব ফেলে।

রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি: চিনি দ্রুত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

হার্টের রোগের ঝুঁকি: চিনি বেশি খেলে কোলেস্টেরল বাড়ে, যা হার্টের রোগের কারণ হতে পারে।

চিনি ও গুড়ের তুলনা

চিনি ও গুড়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো পুষ্টিগুণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে। চিনি বেশি প্রক্রিয়াজাত এবং এতে ফাঁপা ক্যালরি থাকায় এটি দ্রুত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। এর ফলে ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগের ঝুঁকি বাড়ে। অন্যদিকে গুড় প্রাকৃতিকভাবে প্রস্তুত এবং এতে আয়রন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়ামসহ বিভিন্ন পুষ্টিগুণ থাকে। যা শরীরকে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে, হজম উন্নত করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। তবে অতিরিক্ত সেবনে উভয়েরই ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।

কোনটি খাবেন

আপনার স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে চিনি বা গুড় বেছে নিতে হবে। গুড় প্রাকৃতিক ও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি চিনির তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে ডায়াবেটিস বা ওজন কমানোর প্রয়াসে থাকলে গুড়ও পরিমিত মাত্রায় খেতে হবে, কারণ এতে প্রাকৃতিক চিনি থাকে।

গুড় ব্যবহারে কিছু পরামর্শ

সকালে এক গ্লাস গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খেলে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর হয়। রান্নায় বা মিষ্টি তৈরিতে চিনি বাদ দিয়ে গুড় ব্যবহার করতে পারেন। গুড়ের তৈরি চা বা লাড্ডু স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে।

লাল ক্যাপ্সিকাম'-যে সবজি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে বেশি

পরিচয় ডেস্ক: শীতের ঠাণ্ডা কাশি থেকে দূরে থাকতে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। কোষের সুরক্ষা, অসুখে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে শুরু করে নানান উপকারে লাগে সবজির পুষ্টি উপাদান।

তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে শুধু একটা সবজির কথা যদি বলা হলে প্রথমেই আসবে লাল ক্যাপ্সিকাম'য়ের নাম। যা রেড বেল পেপার হিসেবেও পরিচিত।

এই তথ্য জানিয়ে রিয়েলসিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান-ভিত্তিক পুষ্টিবিদ ক্রিস্টেন লরেঞ্জ বলেন, "ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। লাল ক্যাপ্সিকামে রয়েছে এই ভিটামিন। এমনকি কমলার চাইতেও বেশি পরিমাণে থাকে।"

এক ধরনের শ্বেত রক্ত কণিকা 'নিউট্রোফিলস'য়ের কার্যকারিতা বাড়ায় ভিটামিন সি, যা দেহে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়তে শক্তি যোগায়। এছাড়া এই ভিটামিন কোলাজেনের গঠন উন্নত করে। ফলে ত্বক উন্নত হয় আর অকালে বলিরেখা পড়ার সম্ভাবনা কমে।

লাল ক্যাপ্সিকাম বেটা-ক্যারোটিন'য়ের উৎকৃষ্ট উৎস, যা ভিটামিন এ'র পূর্বরূপ। রোগ প্রতিরোধ শক্তির গুরুত্বপূর্ণ দুই কোষ 'টি সেল' এবং 'বি সেল'য়ের কার্যকারিতায় এই ভিটামিন কাজে লাগে।

এছাড়া অ্যান্টিবডিস তৈরি রোগ প্রতিরোধ শক্তির কোষ উদ্দিপ্ত করতে ভূমিকা রাখে।

আরও আছে ভিটামিন ই, ফোলেইট, অল্প পরিমাণে জিঙ্ক এবং সেলেনিয়াম।

লরেঞ্জ বলেন, "ভিটামিন ই একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ভিটামিন সি'র সাথে মিলে কাজ করে। ফোলেইট ডিএনএ সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে, রোগ প্রতিরোধ কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম খনিজগুলো রোগ প্রতিরোধ শক্তি সাড়া দেওয়ার সময় দ্রুত করতে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি ক্ষত সারাতে ও প্রদাহ কমায়।"

বাঁধাকপির পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: বাঁধাকপি একটি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর সবজি। স্বল্প ক্যালোরিযুক্ত এ সবজি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমন উপকারী। বাঁধাকপি কাঁচা, সেদ্ধ, ভাজা বা ঝোলে রান্না করে খাওয়া যায়। বাঁধাকপির পুষ্টিগুণ:বাঁধাকপির পুষ্টিগুণ (প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপি) : এতে ক্যালোরি রয়েছে ২৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ ৬ গ্রাম, প্রোটিন থাকে ১.২ গ্রাম, ফাইবার পাওয়া যায় ২.৫ গ্রাম। এ ছাড়া ভিটামিন সি ৩৬.৬ মিলিগ্রাম (যা প্রতিদিনের চাহিদার প্রায় ৬১ শতাংশ), ভিটামিন কে এবং ভিটামিন বি৬ রয়েছে উচ্চ পরিমাণে, ফলিক অ্যাসিড মিলে ৪৩ মাইক্রোগ্রাম, পটাশিয়াম ১৭০ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪০ মিলিগ্রাম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অর্থাৎ ফ্ল্যাভোনয়েডস ও ক্যারোটেনয়েডসও রয়েছে।

বাঁধাকপির খেলে কী কী উপকার:

জ্ঞাঁধাকপি কম ক্যালোরিযুক্ত এবং ফাইবারসমৃদ্ধ। এটি পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমায়। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর উচ্চ ফাইবার কনটেন্ট হজমে সহায়তা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।জ্ঞাঁধাকপিতে থাকা ভিটামিন সি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং ঠান্ডা-কাশির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। জ্ঞএতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সালফার যৌগ (Sulforaphane) রয়েছে, যা কোষকে সুরক্ষা দেয় এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

জ্ঞাঁধাকপি কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। জ্ঞাঁধাকপিতে থাকা ভিটামিন কে এবং ক্যালসিয়াম হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এবং অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে সহায়তা করে। জ্ঞএতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বলিরেখা কমায় এবং চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। জ্ঞএর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। জ্ঞাঁধাকপি লিভারকে ডিটক্স এবং শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে সহায়তা করে।

জ্ঞএর প্রাকৃতিক উপাদান পাকস্থলীর অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং আলসার নিরাময়ে সাহায্য করে।

বাঁধাকপির পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে এবং সর্বোচ্চ উপকারিতা পেতে সঠিক পদ্ধতিতে রান্না করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু পদ্ধতি মেনে খেলে বাঁধাকপির পুষ্টি বজায় থাকবে পাশাপাশি স্বাস্থ্যকরও হবে।

কাঁচা খাওয়া (সালাদ) : বাঁধাকপি কাঁচা খেলে এতে থাকা ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য পুষ্টি পুরোপুরি বজায় থাকে।

হালকা ভাপানো বা সেদ্ধ করা : বাঁধাকপি ভাপে রান্না করলে এর পুষ্টিগুণ অনেকটাই অক্ষুণ্ন থাকে। বেশি সেদ্ধ করলে বা বেশি তাপে রান্না করলে এর পুষ্টি নষ্ট হতে পারে। বাঁধাকপির পাতাগুলো হালকা লবণ দিয়ে ৫-৭ মিনিট ভাপিয়ে নিন। চাইলে এতে অলিভ অয়েল বা কালো গোলমরিচ দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

হালকা ভাজি বা স্টির ফ্রাই : কম তেলে বাঁধাকপি ভাজলে এর পুষ্টি ভালোভাবে বজায় থাকে। এজন্য ১-২ চা চামচ তেলে রসুন দিয়ে হালকা গরম করে বাঁধাকপির টুকরো দিয়ে ৫ মিনিটের বেশি ভাজা যাবে না।

স্যুপ বা ঝোল তরকারি করে খেতে পারেন। মসলা কম ব্যবহার করে হালকা ঝোল রান্না করলে এর পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকে। এ ছাড়া বাঁধাকপিকে ফারমেন্ট অর্থাৎ কিমচি মানিয়ে খেলে এতে প্রোবায়োটিক তৈরি হয়, যা হজমের জন্য উপকারী।

রান্নার সময় সতর্কতা

জ্ঞাঁধাকপি বেশি সময় ধরে বা উচ্চ তাপে রান্না করলে ভিটামিন সি এবং সালফার যৌগ নষ্ট হতে পারে।

জ্ঞখুব বেশি তেল বা মসলা ব্যবহার করলে এর পুষ্টিগুণ কমে যেতে পারে।

জ্ঞপানিতে সেদ্ধ করলে সে পানিতে কিছু পুষ্টি থেকে যেতে পারে, তাই সেদ্ধ করা পানি ফেলে না দিয়ে স্যুপ বা ঝোলে ব্যবহার করুন।

ধনে পাতা শুধু স্বাদ বাড়ায় না, আছে যেসব পুষ্টিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: ধনে পাতা সাধারণত রান্নায় স্বাদ এবং সুগন্ধ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এটি শুধু খাবারের রং ও স্বাদ উন্নত করে না, এতে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

ধনে পাতার পুষ্টিগুণ : ধনে পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এতে থাকা প্রধান পুষ্টিগুণগুলো হলো-

ভিটামিন ও খনিজ

ধনে পাতা ভিটামিন এ, সি এবং কে-এর চমৎকার উৎস।

ভিটামিন এ: এটি চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে।

ভিটামিন সি: শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে কার্যকর।

ভিটামিন কে: রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং হাড়কে মজবুত রাখে।

ফাইবার: ধনে পাতায় থাকা ফাইবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক। এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: ধনে পাতায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন ক্যারোটিন, কোরিয়ান্ড্রল, এবং কুইরসেটিন রয়েছে, যা ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এটি ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস এবং ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে সহায়ক।

লোহা ও পটাসিয়াম

লোহা: রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায় এবং রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে।

পটাসিয়াম: এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কম ক্যালরি: ধনে পাতায় খুব কম ক্যালরি থাকায় এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এটি ডায়েটিংয়ের জন্য আদর্শ খাদ্য উপাদান।

স্বাস্থ্য উপকারিতা

ধনে পাতার পুষ্টিগুণের কারণে এটি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ এবং সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে কার্যকর।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1699
Saturday, September 26, 2026

নিউ ইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহাটনের একটি পুরোনো সিটি ভবন শীঘ্রই হাজার হাজার পরিবারের আবাসস্থলে পরিণত হতে চলেছে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহাটনের একটি পুরোনো সিটি ভবন শীঘ্রই হাজার হাজার পরিবারের আবাসস্থলে পরিণত হতে চলেছে।

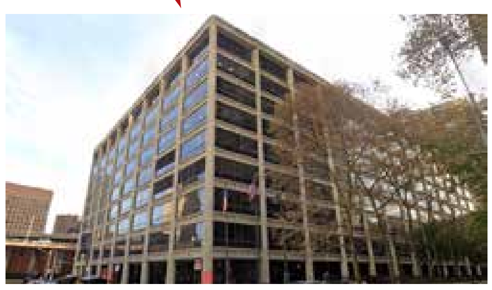

মেয়র জোহরান মামদানি ‘১০০ গোল্ড স্ট্রিট’-এর পুনর্উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়েছেন; এর মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক সিটির মালিকানাধীন একটি সেকেলে অফিস ভবনকে প্রায় ৪,০০০ নতুন বাসস্থানে রূপান্তর করা হচ্ছে। এই ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রায় ১,০০০টি স্থায়ীভাবে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত (ৎবহঃ-ংঃধনরষরুবফ) হবে, যা গত কয়েক দশকের মধ্যে এই এলাকায় সাশ্রয়ী আবাসন ব্যবস্থার অন্যতম বড় সংযোজন। এই প্রকল্পটি সিটি মেয়র মামদানির বৃহত্তর ‘ব্লক বাই ব্লক’ (ইষড়পশ নু ইষড়পশ) আবাসন পরিকল্পনার অংশ। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো আগামী এক দশকের মধ্যে পুরো নিউ ইয়র্ক সিটিজুড়ে ৪,০০,০০০ সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি নির্মাণ বা সংরক্ষণ করা । যুক্তরাষ্ট্রের এমন একটি সিটিতে -যেখানে প্রায় ৭০ শতাংশ বাসিন্দা বাড়ির মালিক হওয়ার পরিবর্তে ভাড়া বাসায় থাকেন-সেখানে এ ধরনের বাসস্থান প্রকল্প কর্মজীবী পরিবারগুলোর জন্য প্রকৃত স্বস্তি বয়ে আনতে পারে । এটি দেখায় যে, কীভাবে পুরোনো ও অব্যবহৃত ভবনগুলোকে নতুনভাবে কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের আবাসন সংকটের বাস্তব সমাধান বের করা সম্ভব।

সূত্র: এনওয়াইসি মেয়রের কার্যালয়, এনওয়াইসিইডিসি

নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সে বাংলাদেশি সুপারমার্কেট মালিক আবু চৌধুরী অপহরণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত, তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত

পরিচয় ডেস্ক: কুইন্সের সুপারমার্কেটের মালিক ও নিজেকে ‘কিং অফ নিউ ইয়র্ক’ বা ‘নিউ ইয়র্কের রাজা’ দাবি করা এক ব্যক্তি অপহরণ চক্র চালানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন, কুইন্সের এক সুপারমার্কেটের মালিক-যিনি নিজেকে “কিং অফ নিউ ইয়র্ক” বলে মনে করতেন-তিনি নিজের বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে প্রতিশোধমূলক ও অদ্ভুত সব অপহরণের ঘটনা পরিকল্পনার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ব্রুকলিন ফেডারেল আদালতের জুরি মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই ৩৬ বছর বয়সী আবু চৌধুরীকে অপহরণ এবং অপহরণের ষড়যন্ত্র-উভয় অপরাধের তিনটি করে অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন।

দুই সপ্তাহ ধরে চলা এই বিচারে তার ও তার সহযোগীদের ঘটানো তিনটি অপহরণের ভিডিও এবং আতঙ্কিত ভুক্তভোগী ও সরকারি সাক্ষী হওয়া দুই সহযোগীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়। কুইন্সের জ্যামাইকায় অবস্থিত ‘বিডি ফ্রেশ সুপারমার্কেট’-এর অন্যতম মালিক চৌধুরী নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং তার প্রেমিকা-যিনি এখন তার স্ত্রী-ইফফাত লুবনার সম্মান রক্ষার্থে ভুক্তভোগীদের *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ১ অক্টোবর থেকে হিটিং সিজন

বাড়িওয়ালাদের মানতে হবে যে নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১ অক্টোবর থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে শুরু হচ্ছে শীতকালীন হিটিং সিজন। চলবে ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত। এ সময়ে আবাসিক *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বাবা-মেয়ের ১৭টি ম্যাকডোনাল্ডস

নজরুল মিন্টো : ফাস্ট ফুডের দুনিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বিশ্বজুড়ে এর রেস্টুরেন্টের সংখ্যা ৪৫ হাজারের বেশি। প্রতিদিন প্রায় সাত কোটি মানুষ এসব রেস্টুরেন্টে খাবার খান। এই বিশাল নেটওয়ার্কের ১৭টি রেস্টুরেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন বাংলাদেশির অসাধারণ সাফল্যের গল্প। তাঁর নাম শাহাব হায়দার। একসময় এই ম্যাকডোনাল্ডসেই কর্মী ছিলেন তিনি। নতুন দেশে অন্য অনেক অভিবাসীর মতো চাকরি দিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর জীবন। আজ শাহাব ও তাঁর মেয়ে ইয়াসমিন হায়দার ১৭টি ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টের মালিক-পরিচালক। তাঁদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ৭৫০ জনের বেশি মানুষ। *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

ঘড়ির কাঁটা বদলের শত বছরের গল্প

নজরুল মিন্টো : ২০২৬ সালের ১ নভেম্বর। উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চলে গভীর রাতে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পেছানো হবে। টরন্টো, মন্ট্রিয়ল, নিউইয়র্ক ও শিকাগোর মানুষ তখন ফিরে যাবেন স্ট্যান্ডার্ড টাইমে। কিন্তু কানাডার বিস্তৃত প্রেইরি প্রদেশ ম্যানিটোবায় ঘড়ি আর পেছাবে না। দীর্ঘ শীতের এই প্রদেশটি সেদিন থেকে সারা বছর একই সময় অনুসরণ করবে।

সময় বদলের এই গল্পে কানাডার নাম অবশ্য নতুন নয়। ম্যানিটোবা যখন শত বছরের পুরোনো প্রথা থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন ইতিহাস মনে করিয়ে দিচ্ছে, পৃথিবীতে প্রথম ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেওয়ার ঘটনাটিও ঘটেছিল কানাডায়। ১৯০৮ সালে লেক সুপিরিয়রের তীরে অন্টারিওর পোর্ট আর্থার শহরের বাসিন্দারা গ্রীষ্মের বিকেলের আলো আরেকটু বেশি উপভোগ করার জন্য ঘড়ি এক ঘণ্টা এগিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান থান্ডার বে শহরের অংশ সেই পোর্ট আর্থার থেকেই শুরু হয়েছিল ডেলাইট সেভিং টাইমের বাস্তব যাত্রা। পোর্ট আর্থার থেকে ম্যানিটোবা, ১৯০৮ থেকে ২০২৬। মাঝখানে কেটে গেছে ১১৮ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে ঘড়ির কাঁটা *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতার মর্যাদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী

পরিচয় ডেস্ক : স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত ‘ভাসানী ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক’-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন-২০২৬। সম্মেলনে বক্তারা তাঁর প্রতি *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে নিউ ইয়র্কের সাশ্রয়ী আবাসন ও ‘সানিসাইড ইয়ার্ড’ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করলেন ট্রাম্প ও মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার আগে সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রেসি ম্যানশনে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এর সরকারি বাসভবনে মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিকাল ৪টার ঠিক আগে প্রেসিডেন্ট গ্রেসি ম্যানশনে পৌঁছান এবং বৈঠকের পরপরই মেয়র মেয়র মামদানির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন। *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*